জোছন দস্তিদার

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিঃ ৯

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৫
দ্বিতীয় প্রকাশ—পৌষ—১৩৬৬
তৃতীয় প্রকাশ—অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদ শিল্পী : নির্মাল্য নাগ

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে এস, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৮এ, কালীদাস সিংহ লেন, কলিকাতা-৯, রূপলেখা প্রেস হইতে অজিত কুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার মাপকাঠিতে যারা অশিক্ষিত বলে পরিচিত, সমাজ জীবনে যারা অপাংক্তেয়,—অমানুষ বলে যারা প্রতিষ্ঠিত—সেই সব সর্বহারা অসহায়দের হাতে তুলে দিলাম আমার এই নাটকখানা।

'দুই মহল' নাটক দেখে প্রীত হয়েছি। এর বিষয়বস্তু যুগোপযোগী। আমরা যে যুগে বাস করছি, তা হ'ল নিপীড়িত মানবতার যুগ। মুখোস পরা মহাত্মারা গোপনে গোপনে সমাজের নীচু তলায় বিকৃত বিকলাঙ্গ মানুষ নিয়ে যে ব্যবসা চালাচ্ছেন, এই নাটকে তা উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু রূঢ় হলেও নাট্যরসে তা সঞ্জীবিত। এই বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার জন্য নাট্যকার শ্রীজোছন দস্তিদারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯।১১।৫৮

বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে যাঁরা নাটক করেন ও ভালবাসেন তাঁরাই দুই মহলের দ্বিতীয় সংস্করণের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। প্রথমেই আমি তাঁদের আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছি। দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হ'ল, সুযোগ পেলাম তৃতীয় সংস্করণের প্রথম পাতায় কিছু লেখার। সুযোগের যথার্থ ব্যবহারের লোভ ছাড়তে পারলাম না।

এ নাটক লিখে ও এই নাটকে একাধিক রজনী অভিনয় ক'রে দেখেছি যে সম্পূর্ণ নাটক পড়া কিংবা দেখার পর দর্শক সাধারণের মনে কোথায় যেন একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়। বিশেষ ক'রে শেষ দৃশ্য প্রসঙ্গে। সেই নিয়েই অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাক্ বিতণ্ডাও হয়েছে। বুঝেছিলাম তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভেবেছিলাম দীর্ঘ দিন ধরে। তারপর দুই মহলকে একদিন পরিপূর্ণ ক'রে তোলার জন্যে বেশ খানিকটা ঢেলে সাজালাম। পরিবর্তিত অবস্থার দুই মহল প্রথম অভিনয় করলেন 'রূপান্তরীর' শিল্পীবৃন্দ। ঐ পরিবর্তিত দুই মহলে পরিপূর্ণতা এসেছিল বলে আমার নিজের ধারণা। ভেবেছিলাম তৃতীয় সংস্করণে সেই সব পরিবর্তিত ঘটনার জায়গা ক'রে দেব। কিন্তু আর পাঁচটা নাট্য সংস্থার সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবে বিরত রইলাম।

এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন 'বৈশাখী'র শিল্পীবৃন্দ। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী। ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তব্য শেষ করলে তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টাকে ছোট করা হয়।

বর্তমানে 'রূপান্তরী'র শিল্পী গোষ্ঠী অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই নাটককে আরো জনপ্রিয় ক'রে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁদের

ছক্কু —গুণ্ডাদের লোক— শ্রীসুনীল বাজপেয়ী ও প্রণব মজুমদার
কিদার পাণ্ডে— " " — শ্রীজ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় ও
সুখেন্দু রায়চৌধুরী
বিটলী প্রসাদ— " " — শ্রীসুশীল সরকার
ছিপ্পুরাম — " " — শ্রীঘন্টু ও বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
বদ্রিসিং — " " — শ্রীকল্লোল মজুমদার
হরচাঁদ — " " — শ্রীসূর্য্য কুমার
সামসেদ — " " — শ্রীসুজিত ঘোষ
ওসমানী — " মেয়ে— শ্রীসবিতা সমাদ্দার, গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী
ও শিখা রায়
কান্তি ও একজন ভদ্রলোক — তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

॥ নেপথ্যে ॥

প্রযোজনা—বৈশাখী
পরিচালনা—শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত—শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়
আলোক সম্পাত—শ্রীবিজয় দে পরে তাপস সেন
রূপ সজ্জা—৺ফেলা দা পরে শক্তি সেন
আবহ সঙ্গীত—শ্রীগোপাল দে, ধনগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি
দৃশ্য সজ্জা—শ্রীনির্মাল্য নাগ, প্রণব মজুমদার, রমেন চৌধুরী
মঞ্চ ব্যবস্থাপনা—শ্রীমলয় চট্টোপাধ্যায়, পরে সন্তোষ বসু, রণেশ ঘোষাল
স্মারক—শ্রীসলিল রায়, কল্লোল মজুমদার ও মলয় চট্টোপাধ্যায়
পট পরিবর্ত্তনকারী—শ্রীপঞ্চানন দত্ত, রমেন চৌধুরী, সুকুমার বসাক ও ৺পিন্টে

ডানদিক থেকে—
অতীনলাল, ছোনেরাম,
মনুয়া।

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

বিংশোত্তরী (পূর্ণাঙ্গ নাটক)
অন্তরীণ (")
পাঁচটা থেকে সাতটা (একাঙ্ক নাটক)

॥ প্রকাশ অপেক্ষায় ॥

প্রহরান্তে (উপন্যাস)
রূপকথা (নাটক)
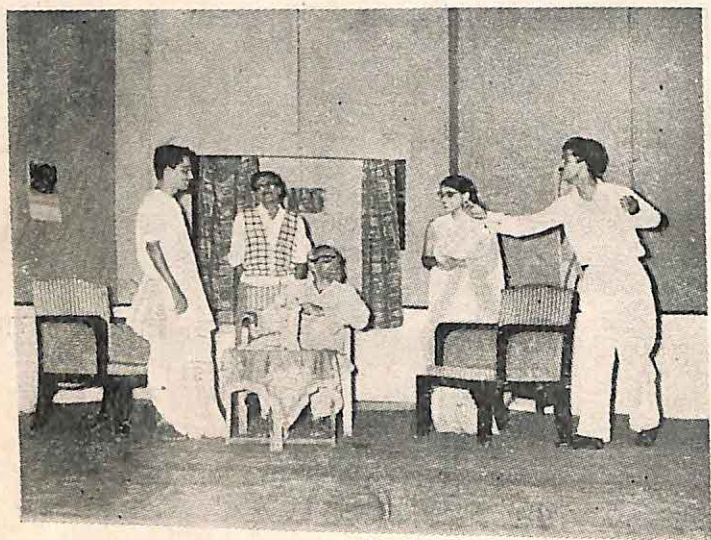
রূপান্তরী অভিনীত দুই মহলে (ডানদিক থেকে) সুবীর সান্যাল, অপর্ণা সান্যাল, কাঞ্চন সান্যাল, কুনাল মিটার, বারীন রায়।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[রঞ্জন সান্যালের ড্রইং রুম। সময় সকাল নয়টা। ঘরটি আধুনিক সোফা-কৌচে সজ্জিত। মেঝেতে কার্পেট পাতা, ঘরের একপাশে একটি আলমারী রবীন্দ্র রচনাবলী প্রভৃতি বইয়ে সজ্জিত।

ঘরের দরজা ও জানালায় কাশ্মিরি কাজ করা পর্দা ও দেওয়ালে প্রখ্যাত শিল্পীদের তৈলচিত্র ঝুলছে। দু'পাশে দু'খানা মূর্তি। ঘরের এক কোণে একটি আধুনিক ড্রয়ারযুক্ত টেবিল; তার উপর 'পোর্টেবল গ্রামোফোন' দেখা যাচ্ছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে বাড়ীর পুরানো চাকর ভজহরি ঝাড়ণ কাঁধে ঘরে প্রবেশ করে। বন্ধ জানালা ও দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি আলোময় হয়ে ওঠে। হাতের খবরের কাগজখানা রেখে একমনে আসবাব পত্তরগুলো ঝাড়তে স্বরু করে। খানিক বাদে মঞ্চে প্রবেশ করে বাড়ীর মালিক রঞ্জন সান্যাল, পরণে পায়জামা, ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ ও পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বয়স ষাট।]

রঞ্জন ॥ কি হে বড়বাবু, এখনও পর্যন্ত তোমার ঘর সাফ্ করা হোল না? ক'টা বাজে খেয়াল আছে? কি, কথাগুলো কানে যাচ্ছে না বুঝি?

ভজহরি ॥ যেতিসে যেতিসে—উত্তর দিবার সময় নাই।

রঞ্জন ॥ সময় নেই! কোথাকার লাটসাহেব তুমি?

ভজহরি ॥ কি আশ্চর্যি! দাদাবাবুও তো ওই কথাই বলতিসিলো।

রঞ্জন ॥ কোন কথা?

ভজহরি ॥ দাদাবাবু বলতিসিলো—"জানো ভজুদা, এই ফুটুনির যুগে তুমি একেবারে নাটসাহেব বনে যেতি পারো"।

রঞ্জন ॥ ও! সেই জন্মেই বুঝি তোমার এখন থেকে লাটসাহেবি মেজাজ।

ভজহরি ॥ আজ্ঞে হঁ্যা!

রঞ্জন ॥ হঁ্যা!!!

ভজহরি ॥ আজ্ঞে না—দাদাবাবু বলতিসিলো এবার থেকে দেবাদেবীর পূজা না হয়ি—কুকুরের পূজা হবে।

রঞ্জন ॥ কুকুরের পূজো হবে? তোমার দাদাবাবু তোমায় বলেছেন এই কথা?

ভজহরি ॥ হঁ্যা, তিনি তো বললেন। তিনি আরও বললেন। কোন্ নাকি এক নায়িকা—ওই কুকুরগো, ফুটুনি করে স্বশরীরে স্বর্গে সলি গেসে।

রঞ্জন ॥ Oh. I See! You mean Sputnik! (হাসিয়া উঠিল)।

ভজহরি ॥ আজ্ঞে হঁ্যা! তা বাবু ঐ ফুটুনিটা কি জিনিস, আর তারে দেখতি কেমন্‌তারা?

রঞ্জন ॥ অনেকটা তোমার মত আর কি।

ভজহরি ॥ ওঃ। (ঈষৎ বুঝতে পেরে) আজ্ঞে—

রঞ্জন ॥ তোমার দিদিমণি আর দাদাবাবুকে ডেকে দাও। একসঙ্গে Break fast করব।

ভজহরি ॥ দিদিমণি ব্যাড্‌টি খেয়ে ডিরিস করত্তিসেন। আর দাদাবাবু সকালে উঠি টিনিস খেল্‌তি সলি গেসেন।

রঞ্জন। সুবীর আজকাল টেনিস খেলতে যাচ্ছে? কই আমি তো কিছুই জানি না।

ভজহরি ॥ জানবা কেমন করি?—দিনরাত উপিস আর কারখানা নিয়েই তো আস। টাকা আর টাকা। বলি বাড়ীর খবর কিছু রাখ? মা মারা যাবার পর থেকি—

রঞ্জন ॥ তুমি আমার ওপর যত্ন নেওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছো, (ভজহরি অবাক হয়ে তাকায়) বলি এখনও চা পাওয়া গেল না ?

ভজহরি ॥ ঐ ঠাকুরটা বাবু—কুঁড়ির বেহদ্দ। আমি কখন—(বিরক্ত হয়ে) নাঃ, ঐ লক্ষ্মীছাড়াটারে আমি আজ ঝেঁটিয়ে খেদিয়ে বিদেয় করব।

[নেপথ্যে অপর্ণার গলা পাওয়া যায়—"ভজুদা—ভজুদা—"]

ভজহরি ॥ ঐ আবার।

রঞ্জন ॥ অপু ডাকছে বোধ হয়।

ভজহরি ॥ এইবার তোমার মেয়ে আমার শ্রাদ্ধ করি সাড়বে।

রঞ্জন ॥ কেন ?

ভজহরি ॥ আবার কেন ? ডিরিস হতিসে। কোথায় ফস্ পাউডার, কোথায় সনো, কোথায় লিপ্‌টক্ সব সত্রাকার করি রাখিসে। আর আমায় খুঁজি আনি দিতে হবে। জ্বালাতন— (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন ॥ ওহে শোন শোন, রেগে যে রকম রেরিয়ে যাচ্ছ—আমার চায়ের কথাটা যেন আবার ভুলে যেও না।

[আবার অপর্ণার গলা পাওয়া যায়—"ভজুদা"]

ভজহরি ॥ যেতিসি বাবা যেতিসি। নাঃ, এ বাড়ীতে আমার আর থাকা সল্‌বে না দেখতিসি। সলি যাব, সলি যাব একদিন—

[সুবীরের প্রবেশ। সঙ্গে বারীন। বারীনের পরনে কাপড় ও পাঞ্জাবী আর সুবীরের ফুলপ্যান্ট ও সাদা সার্ট। সুবীরের এক হাতে টেনিস র‍্যাকেট ও আর এক হাতে জলন্ত সিগারেট। দু'জনের বয়স প্রায় বত্রিশ।]

সুবীর ॥ তা যেখানেই যাও, র‍্যাকেটটা নিয়ে যাও। আর হ্যাঁ শোন, গাড়ীতে আমার কোটটা আছে—পকেটে দু'টো বোতল…

ভজহরি ॥ বোতল ?

সুবীর ॥ আঃ, যা বলছি শোন—ও দু'টোকে নিয়ে আমার ড্রয়ারে রেখে

দেবে। (হঠাৎ রঞ্জনকে দেখে সিগারেট ফেলে দিয়ে) Oh! Sorry Dady, don't mind. আঃ ভজুদা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? যাও।

[ভজহরির প্রস্থান]

(বারীনকে দেখিয়ে) Dady, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। My friend Barin Roy, ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার, Son of a multi-millionaire বিলেত থেকে এ্যাটমিক্ এনার্জি সম্বন্ধে Research Course complete ক'রে ও আবার—

বারীন ॥ কি বলছিস স্ুবীর? ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মেশোমশাই। আমি ওর বন্ধু—এই পরিচয়ই যথেষ্ট। (প্রণাম করিতে উদ্যত)।

স্ুবীর ॥ Silly dog! নাঃ, তুই দেখছি আমাদের Society-তে কোনোদিন place পাবি না। কারণ, আমাদের Society অনেক এগিয়ে গেছে। সেখানে এই ধরণের প্রণামকে একটা Idiotic behaviour বলে। Dear Barin, do shake your hand.

রঞ্জন ॥ বোস বারীন, বোস। তোমরা এখানে কোথায় থাক?

বারীন ॥ আমি বালিগঞ্জে—

স্ুবীর ॥ ও বালিগঞ্জের বাড়ীটা ছেড়ে, Dady, এখন প্রিন্সেস হোটেলে আছে। Oh! What a nice arrangement there. জান Dady ওখানে drink করবার এমন beautiful arrangement রয়েছে, যে drink করবার আগেই তোমার নেশা ধরে যাবে।

রঞ্জন ॥ স্ুবীর, তুমি এখনও ব্রেকফাষ্ট করনি?

স্ুবীর ॥ সময়ের কাঁটা এত ফাষ্ট যাচ্ছে Dady, যে ঠিক first break করার সময় পাচ্ছি না। আর তাছাড়া—

রঞ্জন ॥ তাছাড়া আজ থেকে তোমাকে আমার সঙ্গে Office-এ নিয়ে বেরুব ঠিক করেছি। (স্ুবীর মুখের দিকে তাকায়) হাঁ, এখন থেকে কাজকর্ম-গুলো তোমার বুঝে নেওয়া দরকার।

সুবীর ॥ No, No! It can't be. রঞ্জন সান্যালের ছেলে অফিসে যাবে; কাজ করবে? এ কথা তুমি নিজের মুখে কেমন করে বললে? চাকরি করবার জন্যে Market-এ অনেক ভ্যাগাবণ্ড আছে। তাদের মধ্যে থেকে একটা কোয়ালিফায়েড পারসন্‌কে মাইনে দিয়ে রাখলেই চলবে—matter of thousand rupees—এটা তোমার পক্ষে কিছুই নয় Dady.

রঞ্জন ॥ শোন বারীন, তোমার বন্ধুর কথা শোন।

[অপর্ণা ট্রেতে এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে। বয়স ২০।২১ হবে। অতি আধুনিক পোশাক পরিহিতা]

অপর্ণা ॥ Dady, তুমি কিন্তু খালিপেটে চা খাচ্ছ। বারণ করলেও তুমি শুনবে না।

[বারীন ও অপর্ণা লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়]

সুবীর ॥ Oh! She is my only sister, Miss অপর্ণা স্যানিয়াল। আমার বোন বলে বলছি না, really আমাদের Socety-তে dress-এ বলো, কথায় বলো, Party-তে গিয়ে সকলকে charmed করে রাখার ব্যাপারে বলো—She is unparallel.

অপর্ণা ॥ এটা কিন্তু আলাপ করিয়ে দেবার রীতি নয় দাদা।

সুবীর ॥ Exactly so! My friend Barin Roy. (অপর্ণা করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ায়, কিন্তু বারীন হাত জোড় করে নমস্কার করে) একজন ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার—বিলেত থেকে Research course complete করে ও আবার জার্মানীতে—

বারীন ॥ কি যা তা বলছিস্!

সুবীর ॥ Oh! Sorry. জার্মানী নয়—এডিনে যাবে।

রঞ্জন ॥ তোমার বাবা কি করেন বারীন?

সুবীর ॥ তিনি আবার কি করবেন—Owner of three mica mines and one colliery.

বারীন ॥ এ তুই কি বলছিস স্থবীর ? এই রকম বানিয়ে বলার কোনো মানে হয় ?

স্থবীর ॥ বানিয়ে বললে definitely মানে হোত না। আর তাছাড়া কি জানিস বারীন, বিনয় জিনিষটাকে আমাদের Seciety সব সময় Prefer করে না।

অপর্ণা ॥ সত্যি, আপনাদের যে সমস্ত Properties আছে—সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বললে লজ্জার কিছু নেই।

বারীন ॥ কিন্তু স্থবীর যা বলছে—

স্থবীর ॥ ঠিকই বলছে। তাছাড়া আমাদের Society-তে যার যেটা নেই—সেটাকেই আছে বলে কথার রং চড়ানোটা হচ্ছে একটা extra quali fication. অবশ্য তোমার বেলায় আমি তা বলিনি।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা বারীন, তোমরা তাহলে গল্প করো ; আমার ভেতরে একটু কাজ আছে। শোন স্থবীর, তুমি যখন বেরুবে তার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে, দরকার আছে।

অপর্ণা ॥ বাপি, আমি কিন্তু একটু বেরুবো। তোমার গাড়ীটা নিয়ে যাচ্ছি।

রঞ্জন ॥ কিন্তু আজ তো ড্রাইভারের আসতে দেরী হবে মা।

অপর্ণা ॥ আমি নিজেই ড্রাইভ করে নেব।

বারীন ॥ আমি চলি স্থবীর। আজ আমি আসি মেসোমশাই।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা, এসো বাবা। এখন তো আলাপ হয়ে গেল—মাঝে মাঝে এসো কেমন ?

বারীন ॥ নিশ্চয় আসবো।

অপর্ণা ॥ আপনি কোনদিকে যাবেন ?

বারীন। আমি বালিগঞ্জে—

অপর্ণা ॥ তা চলুন না, আমি তো ওই দিকেই যাচ্ছি, আপনাকে না হয় একটু lift দিয়ে আসবো।

বারীন ॥ না, দেখুন আমি ট্রামে-বাসেই যেতে পারবো।

রঞ্জন ॥ তোমার এতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই বারীন।

সুবীর ॥ Definitely. জান Dady ব্যাচারা গাড়ীটাকে repair করতে দিয়ে বড্ড trouble-এ পড়েছে।

অপর্ণা ॥ আপনার কি গাড়ি?

সুবীর ॥ ক্যাডিলাক।

অপর্ণা ॥ ক্যাডিলাক্! কোন মডেল?

সুবীর ॥ Latest মডেল। Oh! What a nice shape. যাক Dady আমি ও ঘরে যাচ্ছি, যদি তোমার কোন দরকার হয় খবর দিও। চল বারীন আমার ঘরটা দেখবে চল।

বারীন ॥ না থাক, আর একদিন দেখবো'খন।

সুবীর ॥ আরে চলই না ভেতরে। (উভয়ের প্রস্থান)

রঞ্জন ॥ অপু, তাহলে তুমি একটু তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো।

অপর্ণা ॥ থাক গে, এখন বেরুবো না। বারীনদার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।

রঞ্জন ॥ সেই ভাল। তোমার ঘরটাও বরং বারীনকে একবার দেখিয়ে দাও।

[অপর্ণার হেসে প্রস্থান]

রঞ্জন ॥ নাঃ, সুবীরটা দেখছি অতিরিক্ত বাচাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে immediately check করা দরকার। (chair-এ বসে এবং কাগজ পড়তে থাকে। মঞ্চে ভজহরি প্রবেশ করে)

ভজহরি ॥ বাবু, একজন নোক তোমায় ডাকতিসে।

রঞ্জন ॥ লোক! কি রকম দেখতে? তার নাম টাম কিছু বলেছে?

ভজহরি ॥ হ্যাঁ নাম তো বললো—নামটা আপনার গিয়ে—ঐ—নামটা—দূর সাই ভুলি গেলাম! জিগ্যাসা করি আসবো?

রঞ্জন ॥ হতভাগা, তোমার এটুকু মনে থাকে না, অথচ—

ভজহরি ॥ (হঠাৎ) মনে পড়িসে—মনে পড়িসে—দিগিনবাবু। আর বললেন, রগেস পার্টির নোক।

রঞ্জন ॥ তোমার মাথা বললেন। হতভাগা—রগেস পার্টি নয় Progress পার্টি। যা নিয়ে অ:য়।

ভজহরি ॥ অঃ, কথা বলতি গেলে দাঁত ভাঙ্গি যায়—এর নাম বলে ইংজিরি।

[প্রস্থান]

[রঞ্জন স্লিপিং গাউনটা খুলে ফেলে। আলমারীর কাছে কি কাজে যেন এগিয়ে যায়। এই সময় ভজহরি ও দিগিনবাবু প্রবেশ করেন। দিগিনবাবুর বয়স পঞ্চান্ন, পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী ও মাথায় গান্ধী টুপি।]

ভজহরি ॥ বাবু, ওনারে এনিসি।

রঞ্জন ॥ (দিগিনের দিকে না তাকিয়ে) বসুন, (ঘুরে) ভজু, এখানে দু' কাপ চা পাঠিয়ে দেবে আর কিছু খাবার।

দিগিন ॥ খাবারটা কি আমার জন্যে ?

রঞ্জন ॥ কেন বলুন তো ?

দিগিন ॥ দেখুন, ডাক্তারের বারণ—খালি এক কাপ চা ছাড়া—

রঞ্জন ॥ ফিজিসিয়ানকে neglect ক'রে অবশ্য আপনাকে খেতে বলবো না। ভজু দু' কাপ চা। (ভজহরির প্রস্থান) তারপর? একেবারে সকাল বেলাতেই ?

দিগিন ॥ প্রথমে আপনাকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে কন্‌গ্র্যাচুলেশান জানাচ্ছি।

রঞ্জন ॥ হঠাৎ ?

দিগিন ॥ আপনার গতকালের বক্তৃতা শুনে আমি বিমোহিত হয়েছি। সত্যি আপনি অপূর্ব।

রঞ্জন ॥ না—না, আমি অপূর্ব হতে যাব কেন? অপূর্ব হচ্ছে এই দেশ, আর অপূর্বের অপূর্ব হচ্ছে এই দেশের অগনিত জনসাধারণ।

দিগিন ॥ সত্যি আপনার ঐ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের করুণ ইতিহাস শুধু জানা নয়, প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

রঞ্জন। কি করবো বলুন, পারিনা—ছোটবেলা থেকে নির্যাতিত মানুষের বুকফাটা চীৎকার আমাকে পাগল করে দিত। আজ আমার নজরুলের কথাই বলতে ইচ্ছে করছে—

"আমি সেই দিন হ'ব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাশে ধ্বনিবে না—"

দিগিন ॥ আচ্ছা, আপনার সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কত দূর ?

রঞ্জন ॥ দূরত্ব প্রায় কমিয়ে এনেছি—শেষ হ'তে আর বিশেষ দেরী নেই।

দিগিন ॥ আপনার সান্নিধ্যে এসে আজ আমার মনে হচ্ছে—এই বাংলা দেশে যদি আপনার মত কৃতী সন্তান আর দু'একজন জন্মাতেন, তা'হলে বাংলার হারানো গৌরব ফিরে আসতে আর বোধ হয় বিশেষ দেরী লাগতো না।

রঞ্জন ॥ যাকৃগে, আপনার পার্টির কি খবর বলুনতো ?

দিগিন ॥ দেখেছেন, যে জন্যে আসা সেই আসল কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছি।

রঞ্জন ॥ কি কথা ?

দিগিন ॥ দেখুন, আমাদের কিছু টাকার দরকার—অবশ্য Party'র conference-এর জন্যে।

রঞ্জন ॥ তা—কত টাকা ?

দিগিন ॥ প্রায় সারে চারশো।

রঞ্জন ॥ সারে—চার—শো—! (চিন্তা করে) আচ্ছা—; (ড্রয়ার থেকে চেক বই বার করে চেক দিল)।

দিগিন ॥ আপনার এই দেশের জন্যে ত্যাগ—মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য মুক্ত হস্তে দান—পঙ্গু সমাজকে সজীব করে তুলতে—

রঞ্জন ॥ আমি বরাবরই চেষ্টা করি। আজকে জীবনের শেষে এসে আমার

কি মনে হয় জানেন দিগিনবাবু ; মনে হয় এই দেশকে গড়তে হ'লে চাই একতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা—ওঃ, আপনার বোধ হয় দেরী হয়ে যাচ্ছে। আসুন ! নমস্কার !—

দিগিন ॥ নমস্কার— (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন ॥ আপনার জন্যে চা-টা বল্লাম—

দিগিন ॥ আবার তো আসছি।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কার। (দিগিনবাবুর প্রস্থান)

[সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রবেশ করে
সুবীর, বারীন আর অপর্ণা]

রঞ্জন ॥ বারীন কি যাচ্ছ এখনি ?

অপর্ণা ॥ কত request করলাম Dady, আজকে আমাদের সঙ্গে lunch খেয়ে যাবার জন্যে—

বারীন ॥ আমার বাস্তবিক একটু কাজ আছে, আর একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ আমি আসি মেসোমশাই। (পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে Hand Shake করতে যায়)।

রঞ্জন ॥ আরে না—না, আগেরটাই তো ভাল ছিল। সুবীরের কথায় কান দিও না। ওর খালি বাজে বকা অভ্যাস।

বারীন ॥ তা যা বলেছেন—

সুবীর ॥ But don't forget Barin, it is a great qualification in our society. বাজে বক আর বাজে খরচ কর—ব্যাস্‌, দু'দিনেই তোমার reputation একেবারে বাঁধা। কি বল Dady ?

অপর্ণা ॥ দাদা, তুমি কিন্তু দেরী করিয়ে দিচ্ছ। বারীনদাকে পৌঁছে দিয়ে আমাকে আবার অনিমাকে নিয়ে মার্কেটে যেতে হবে।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, তোমরা ফিরে এলে আমি একবার আফিসে যাব।

সুবীর ॥ O. K. বারীন।

অপর্ণা ॥ বাপি। এসো দাদা—আসুন (তিন জনের প্রস্থান)

[ভজহরি একটি লোককে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। লোকটির নাম ছোনেরাম। বয়স ৪০।৪৫, কাঁচা-পাকা চুল, বাঁ হাত নূলো এবং ডান পা খোঁড়া, পরণে ময়লা খাকি প্যাণ্ট ও নীল হাওয়াই সার্ট, পায়ে বুট।]

ভজহরি ॥ আসেন—আসেন—বাবু এখানেই রয়েসেন।

রঞ্জন ॥ ওঃ তুমি, তাই বল। তা কারখানার কি কোন—

ছোনে ॥ (ভজহরির দিকে তাকিয়ে রঞ্জনকে বলে) সাব্—

রঞ্জন ॥ আচ্ছা তুই এখন যা ভজু, আর হ্যাঁ, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

[ভজহরির প্রস্থান]

রঞ্জন ॥ তারপর—

ছোনে ॥ সব্ কাজ চুপ্‌সে ফিলিস্ লিয়েছি সাব্।

রঞ্জন ॥ চালান করা হয়ে গেছে ?

ছোনে ॥ এখোনো হোয় নি।

রঞ্জন ॥ এখনও হয় নি ? বাচ্চাটা এখন কোথায় ?

ছোনে ॥ ডেরায় লোট্‌কে আছে সাব।

রঞ্জন ॥ কান্নাকাটি করেছে ?

ছোনে ॥ সে পোথ বোন্ধো করে দিয়েছি সাব্, কিলোরোফোর্‌ম্ চেপে লট্‌কে লিয়ে এসে—

রঞ্জন ॥ রাস্তায় কেউ জানতে পারে নি তো ?

ছোনে ॥ এমন্ চুপ্‌সে কাম খতম করেছি, যে কোন চিঁড়িয়া উড়িয়া টের পায় নি সাব্।

রঞ্জন ॥ এখন কি করছে ?

ছোনে ॥ ডাক্তার বোস্‌কে লিয়ে এসে ইনজেকসান্ দিয়ে দিয়েছি—ব্যাস্, একদম বেহুঁস রয়েছে সাব্—

রঞ্জন ॥ (পায়চারী করে) লালুয়াকে বলবি, আজ রাত্রে যে ক'রে হোক ওকে যেন আমাদের পুরানো office-এ চালান করে দেয়।

ছোনে ॥ সাব্, লালুয়া একটু খট্‌মট্ স্থরু করলো।

রঞ্জন। কী?

ছোনে ॥ লালুয়া বাচ্চাকে পায়চার কোরতে সোকলকে বারণ করে দিলো—

রঞ্জন ॥ লালুয়া বারণ করেছে?

ছোনে ॥ হঁ্যা সাব্—

রঞ্জন ॥ মিথ্যে কথা।

ছোনে ॥ সাচ্ বাৎ সাব্। কসম্ লিচ্ছি। ঝুট্ বল্‌লে হামার জিব্ সামনের দিকে হোড়কে চোলে আস্‌বে।

রঞ্জন। শয়তান, তোমার জিব এখুনি সামনের দিকে হড়কে নিয়ে আসবো। মিথ্যে কথা—লালুয়া—লালুয়া-না—না—এ হতেই পারে না—। It is impossible. (পায়চারী করে) শোন্, তুই তাড়াতাড়ি ডেরায় যা, গিয়ে লালুয়াকে বলবি যে আজ রাত্রে আমি যাব। ও যেন বেরিয়ে না যায়।

ছোনে ॥ আচ্ছা, সেলাম সাব্। (যেতে গিয়ে ঘুরে) সাব্, কালকের সওদা—

রঞ্জন ॥ কত আছে?

ছোনে ॥ চারশো বিশ রুপিয়া।

রঞ্জন ॥ তুই এর থেকে কিছু—?

ছোনে ॥ কসম্ করছি সাব্, কিছু সাফাই করিনি।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা যা—

ছোনে ॥ (কিছুদূর গিয়ে ঘুরে)—সা…আ…ব

রঞ্জন ॥ আবার কি চাস্ ?

ছোনে ॥ সাব্, পাঁচটা টাকা দিলে—দো বোতল।

রঞ্জন ॥ স্—স্—স (চারিদিকে লক্ষ্য করে সজোরে ছোনের গালে চড় মারে) Rascal, কোথায় কি বলতে হয় তোমার জানা নেই ? (একটা নোট ছুঁড়ে দেয়) এই নে টাকা। আর যদি কোনদিন আমার কাছে মদের টাকা চাস্ তো…(লাথি মারে)।

ছোনে ॥ সেলাম সাব্। (ছোনের প্রস্থান)

রঞ্জন ॥ ভজু—ভজু—ভজহরি—

[নেপথ্যে ভজহরি "দাঁড়াও হাতের কাজগুলো শেষ করি"]

রঞ্জন ॥ আঃ, তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো। (ভজহরির প্রবেশ)

এই যে লাট সাহেব, তোমায় কখন চা আনতে বলেছি, অথচ—

ভজহরি ॥ অথস আনিনি কেন, এই তো ? তুমি তো বল্লে যখন আন্তি বল্বো তখন আন্বি না, কিন্তু তার সাথে যদি সোখ টিপে দিই তবে আনবি—

রঞ্জন ॥ (হেসে) ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে। যাও, এখন আমি সত্যি বলছ এক কাপ চা আনো। আমি ও ঘরে আছি বুঝলে ?

[রঞ্জন সান্যালের প্রস্থান]

ভজু ॥ (স্বগতোক্তি) কিছুই বুঝিনে বাপু। আন্তি বল্লি আনবো না, আর তার সাথে সোখ টিপে দিলে আনবো। দূর সাই, দ্যাশটা একেবারে সারে থারে গেল। (অপর দিক দিয়ে প্রস্থান)

[আলো নিভিল, মঞ্চ ঘুরিল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[অতীনলালের ডেরা। একটা বাড়ীর মাটির নীচের ঘর। ঘরের মাঝখান থেকে কাঠের রংচটা একটা সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। দেওয়ালে কেরোসিন তেলের জলন্ত লম্প ঝুলছে। ঘরের একদিকে কপাটভাঙ্গা আলমারী নানারকম টুকিটাকি জিনিষে পরিপূর্ণ। দরজার দু-পাশে দুটো হাঁ করা বাঘের মুখ ঝুলছে। সেই বাঘের একটির মুখে একখানা খেরো খাতা অপর মুখে একখানা শঙ্করমাছের হাণ্টার ঝুলছে। ঘরের পলেস্তারা খসা দেওয়ালের গায়ে খানকয়েক পুরানো শেল্ফ ঝুলছে ; তার উপর নানা-রকম সাজ পোষাক। সারা মঞ্চ জুড়ে একখানা ড্রয়ারযুক্ত নড়বড়ে টেবিল, খানকয়েক ভাঙ্গা-চোরা চেয়ার, চার পাঁচটা মাটির ও পিতলের হাঁড়ি ও কিছু প্যাকিং বাক্স। সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রিতে পড়েছে। মঞ্চে কেউ নেই। কিছু পর মনুয়া আর ওসমানী কথা বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করে। মনুয়া বেশ উত্তেজিত।]

মনুয়া ॥ না-না তুই বুঝতে পারছিস না ওসমানী, ও আওয়াজ হামার পোক্ষে লেওয়া সোম্ভব হবে না।

ওসমানী ॥ কেন সোম্ভব হবে না ?

মনুয়া ॥ তুই তো দেখতে পারছিস সোম্ভব হচ্ছে না।

ওসমানী ॥ তুই কৌসিস্ কর্, জরুর হোবে।

মনুয়া ॥ না, হামি আর কৌসিস্ করব না। সর্দারকে হামি সোজা বলে দিব ও আওয়াজটা হামি গলায় বসাতে পারছি না, ও কাম হামি পারব না।

ওসমানী ॥ (ভয় পেয়ে) তার ফোল কি হোবে তুই জানিস্ মনুয়া ?

মনুয়া ॥ কী ফল হোবে ?

ওসমানী ॥ হামার মতো তোর হালাত্ কোরে ছাড়বে। তুই দেখেছিলিস্ তো মনুয়া, হামিও তোর মতো সর্দারকে বলেছিলাম পাগলী সেজে ভিখ মাংতে হামি পারবো না। ব্যাস্, সুরু হোলো চড়-চাপোটি, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো, লট্কে পড়লাম মাটির উপর। তিন দিন কালো-ঘরে না খাইয়ে আটকে রাখলো—

মনুয়া ॥ (উত্তেজিত হয়ে) আটকে রাখলেই হ'ল? তুই জানানা, তাই তোকে ও রকম করতে সাহস করেছিল—

ওসমানী ॥ আর তুই মরদানা—তোকে ঐ চাবুক মারতে মারতে শেষ কোরে দিবে।

মনুয়া ॥ দিক্। তবু বলব—হামি পারব না।

ওসমানী ॥ (মনুয়ার খুব কাছে গিয়ে) শুন্ মনুয়া, পাগলামী ছোড়। আর হামি তো তোর সঙ্গে থাকবো। পথে লেবে তুই আওয়াজ লিতে না পারলে—তোর আওয়াজ খোদ হামি করে দিব।

মনুয়া ॥ (উত্তেজিত হয়ে) হামার কথার কোন দিন নড়চড় হয় না ওসমানী।

ওসমানী ॥ মাথা গরম করিস্ না মনুয়া। শুন্ হামার কোথা, চল ও ঘরে। হামি বল্ছি আর দু'তিন বার গড়িয়ে লিলে আওয়াজটা তোর গলায় ঠিক বোসে যাবে। (মনুয়ার হাত ধরে) চল চল মনুয়া—

[মনুয়া ওসমানীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নেপথ্য থেকে অতীনলালের আওয়াজ শোনা যাবে—"ছোনেরাম-ছোনেরাম—আবে ছোনেরাম জানোয়ার কাঁহাকা"। নেপথ্য থেকে ছোনেরামও উত্তর দেয়—"যাচ্ছি বে।"]

ওসমানী ॥ (অতীনলালের আওয়াজ শুনে ভীত হ'য়ে) মনুয়া, সর্দার ফিরে এসেছে। চল। আঃ, হামার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ কোরে কি দেখছিস? চ—ল (মনুয়ার হাত ধরে টানতে সুরু করে)।

মহুয়া ॥ (হেসে) ছোড়্। চল— (উভয়ের প্রস্থান)

[একটু পরে অতীনলাল মঞ্চে প্রবেশ করে। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে দেওয়ালস্থিত ক্যালেণ্ডারের দিকে একমনে কি যেন দেখতে থাকে। একটু পরে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ছোনেরাম মঞ্চে প্রবেশ করে। অতীনলালের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, সিল্কের গেঞ্জী, গলায় তাবিচ্ ও একখানা সিল্কের বড় রুমাল ঝুলছে। ছোনেরম পরনে ফুল প্যাণ্ট, পায়ে বুট।]

ছোনে। (ক্রুদ্ধস্বরে) এত চীৎকার পাড়ছিস্ কেনো? হাতের কাজগুলো ফিলিস্ লিবো না তোর চিল্লানো শুনবো?

লালুয়া ॥ (গম্ভীর হয়ে) আঁখ কপালে তুলে সর্দারের সামনে বাত করবি না। সর্দারকে সম্মান করবি বে। না হোলে এক ঝাঁপড় মারবো লটকে পোড়ে যাবি।

ছোনে ॥ কাজের থেকে ডেকে লিয়ে এসে হামাকে আঁখ দেখাচ্ছিস্। সাম্লে কোথা বল্‌বি বে। (লালুয়াকে মারতে যায়) ঝাঁপড় মারতে ছোনেরাম ভি পয়লা খিলোয়াড়।

লালুয়া ॥ (হেসে) এ—এ—এই তো তুই চোটে গেলি মাইরী—তুই চোটে গেলি? তুই ইয়ারকি বুঝিস্ না? (ছোনেরামের থুতনী ধরে) আরে শুন্,—তোর সঙ্গে পেয়ারের বাত্ ছাড়া গুস্‌সার খেল হোতে পারে?

ছোনে ॥ (থুতনী থেকে লালুয়ার হাতটা নামিয়ে দিতে দিতে) ছোড়্-ছোড়্ যা বোল্‌বি জল্‌দি বোল্। উদিকে সব কুত্তার বাচ্চারা এলো বোলে।

লালুয়া॥ হাঁ শুন্, পরশু দোস্‌রা তারিখ, মহুয়ার বেরুবার দিন। রঞ্জন বাবু আজ টেরাই লিতে আস্‌বে। তাই তুকে পুছ্ করবো বোলে ডাকলুম্ —মহুয়া কিমন্ তৈরী হোল।

ছোনে ॥ আবে সে গোলাটা ঠিক্ লিতে পারছে না।

লালুয়া ॥ (রাগত স্বরে) হু-গুঁতো দে বাপ বোলে পারবে। (একটু

ভেবে) নাঃ, মন্থুয়াটাকে ঠিক্ ছাঁচে লিতে পার্ছি না। হামাদের ঐ খিদিরপুরের কেস্‌টা (ছোনেরাম বুঝতে না পেরে লালুয়ার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকে) আবে সেই খিদিরপুরের কেস্‌টার—

ছোনে॥ হাঁ-হাঁ—

লালুয়া॥ উ ইক্‌দম্ ভেস্তে দিলে। হামাদের দলটাকে ইক্‌দম্ বেকায়দায় ফেলে দিলে! (একটু ভেবে) ছোনে উকে লিয়ায় ইখানে। উ জানোয়ারকে যেরা তালিম দিয়ে লিই।

ছোনে॥ (যেতে যেতে ঘুরে) আবে লালুয়া, রঞ্জনবাবু কোথন আসবে?

লালুয়া॥ (ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে) সে তো তুই হামার থেকে বেশী জান্‌বি। আর যোত দেরীতে আসে বাবা হামার স্থবিস্তা হোবে। যেরা তামিল দিতে পারবো। যা জল্‌দি লিয়ে আয়।

[ছোনের প্রস্থান]

[ছোনের যাওয়ার পর লালুয়া ড্রয়ার থেকে একটা বড় ধরনের ছোরা বার করে টেবিলের উপরিস্থিত পাথরটার উপর ঘসতে থাকে। ছোনেরাম মন্থুয়াকে নিয়ে প্রবেশ করে। মন্থুয়ার বয়শ সাতাশ-আটাশ। পরনে শতছিন্ন ধুতি, শীর্ণকায় শরীর]

মন্থুয়া॥ (ভয়ে ভয়ে) হামায় ডাক্‌লে সর্দার?

লালুয়া॥ হাঁ। দেখ্ মন্থুয়া—পয়লা কাম্ তুই পুরা ভেস্তে দিলি। তোর গোড় ধর্‌ছি বাবা, দুস্‌রা কাম্ যেন ভেস্তে না যায়। তা'হলে হামার ইক্‌দম্ জবাই হয়ে যাবে।

মন্থুয়া॥ সর্দার, ভুল একবারই হোয়।

ছোনে॥ লাখ্‌বার হোয় বাবা—লাখ্‌বার হোয়। পয়লা দফে ভুল হোলোতো রঞ্জনবাবু হামার হাতটা জমা লিয়ে লিল, দোস্‌রা দফে ভুল হোলোতো শালা পবলিক হামার ঠ্যাংটা ভি জমা লিয়ে লিলো। (মন্থুয়ার

থুতনি ধরে) তাই বোলি আস্‌মান্ কি তারা যেরা পিরাক্‌টিস্ লিয়ে লে।
লালুয়া ॥ (ছুরিটা শান দিতে দিতে) হাঁ সুরু কর্ বাবা—সুরু কর্—
মন্নুয়া ॥ (গম্ভীর সুরে) তোমরা হামার কি দেখ্‌তে চাও বল ?
লালুয়া ॥ (মুখ তুলে) হাঁ, সে তুই কিমন্ কান্‌তে শিখলি, কিমন গড়াতে শিখলি, কিমন্ হাঁক্ মারতে শিখলি—(আবার ছোরাটা পাথরের উপর ঘসতে থাকে)।
মন্নুয়া ॥ (রাগত সুরে) ছোট বেলায় কাজ দেবে বলে ধরে লিয়ে এসে—
লালুয়া ॥ (ছোরাখানাকে ওর দিকে তুলে ধরে) ফিন্ বাত। সুরু, সুরু— (মন্নুয়া ভয়ে ভয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে। লালুয়া আবার ছোরাখানা ঘসতে সুরু করে। কিন্তু মন্নুয়ার কোন আওয়াজ না পেয়ে লালুয়া চীৎকার করে ওঠে) কিবে শালা বুলি তুল, পুরা সিঁখিয়ে দিবো।
মন্নুয়া ॥ (সারা ঘরটা কুষ্ঠরোগীর মত গড়াতে গড়াতে বলতে সুরু করে) বাবু ভগুয়ান্ আপকা ভালাই করে,—আল্লা তুঝকো দুয়া করে—
লালুয়া ॥ আরে শুন্ মন্নুয়া—শুন্ (মন্নুয়া থেমে যায়) আবে আরো জোরে চিল্লাতে হোবে। দেখ্—একবার ভাল কোরে শুনেলে। (লালুয়া একবার আওয়াজটা ক'রে ওকে দেখিয়ে দেয়) আরে কুষ্ঠু রোগী—পয়সা মাংছিস্, লোক্‌কে শুনাবিতো! লে, আউর একবার লিয়ে ফিলিস্ কোরে দে।
মন্নুয়া ॥ (মন্নুয়া আবার গড়াতে সুরু করে) বাবু আপ্‌কা ভালাই হোবে, মাইজী আপ্‌কা ভালাই হোবে, আল্লা তুঝকো দুয়া করে; আপকা দুলালা ছেলে হোবে
লালুয়া ॥ (আনন্দে চীৎকার করে) সাব্বাস্। এই নাহলে অতীনলালের সাকরেদ্!

[কাঠের সিঁড়ি দিয়ে রঞ্জন সান্যাল মঞ্চে এসে হাজির হয়। রঞ্জন সান্যালের পরনে কালো প্যান্ট-কোট, মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা ও হাতে ছড়ি]

রঞ্জন ॥ আর অতীনলাল কার সাকরেদ?

লালুয়া ॥ (রঞ্জনকে দেখে সেলাম করে) রঞ্জন গুরুর সাক্‌রেদ।

[মনুয়া ও ছোনেরাম রঞ্জনকে সেলাম করে। লালুয়া চেয়ারটা ভাল করে পরিষ্কার ক'রে রঞ্জনকে বসতে দেয়। রঞ্জন বসে মনুয়াকে লক্ষ্য ক'রে বলতে সুরু করে]

রঞ্জন ॥ মনুয়া দেখছি বেশ তৈরী হ'য়ে গেছে।

লালুয়া ॥ হাঁ সাব্।

রঞ্জন ॥ তা ওর সঙ্গে বেরুচ্ছে কে?

ছোনে ॥ ওস্‌মানী ওর সাথী হোবে।

রঞ্জন ॥ তার তালিমের কতদূর?

লালুয়া ॥ উর তালিম পুরা ফিলিস্ কোরে লিইছি।

ছোনে ॥ ডেকে শুনিয়ে দিব সাব্?

লালুয়া ॥ (ছোনের উপর রেগে) কম্ বাত্!

রঞ্জন ॥ (ছোনে আর লালুয়াকে দেখে নিয়ে) ছোনে, ওস্‌মানীকে ডাক তো। (ছোনে যাওয়ার জন্য এগোয়) না থাক্। লালুয়া, মেক্‌আপের কি বন্দোবস্ত করেছিস?

লালুয়া ॥ উ বেওস্তা পুরা খতম্ করে দিইছি। বিটুলি পেণ্ট চড়াবে, পচা কিমা হামি কিনে লিইছি; ও পরশু সকালের আগে কাম হামি বানিয়ে দিব।

রঞ্জন ॥ শোন্, ওকে পরশু বড়বাজারে রেখে আসবি। রাত আটটায় ওর duty শেষ। ছোনে, কুকুরদের খাওয়া দাওয়ার কি বন্দোবস্ত করেছিস?

ছোনে ॥ খিচুড়ী আর বেগুনের ঘাঁট সাব্।

রঞ্জন ॥ সব তৈরী?

ছোনে ॥ হাঁ সাব্।

[হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে তিরবেগে একটি লোক ঘরে নেমে আসে। সে

হাঁপাচ্ছে ও সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। লোকটির নাম বীথন। বয়স তিরিশ কিংবা বত্রিশ। পরণে পরিষ্কার ধুতি ও সার্ট এবং পায়ে ভাল জুতো।]

বীথন ॥ উস্তাদ!

রঞ্জন ॥ কিরে এত হাঁপাচ্ছিস কেন?

বীথন। (হাঁপাতে হাঁপাতে) মাঝপথে বাজপাখীর ঝট্‌কা।

সকলে একসঙ্গে ॥ (ভয়ে) বাজপাখী !!!

বীথন ॥ হাঁ উস্তাদ। টিরেনে চাপবার পয়লা হামাদের পিছু নিলো।

রঞ্জন ॥ কেমন করে জানলো?

বীথন ॥ বাচ্চাটা হুঁস্ লিয়ে চিল্লানো সুরু কোর্‌লো।

লালুয়া ॥ (বীথনের গালে সজোরে চড় মেরে) আর তুম্‌রা বুদ্ধু বোনে উ চিল্লান শুন্‌তে শুরু করলে।

বীথন ॥ (ধরা গলায়) না উস্তাদ। পয়লা উকে ভুলাবার চেষ্টা করলাম, লেকিন উ শালা কান্না বাড়িয়ে দিলো।

রঞ্জন ॥ তারপর?

বীথন ॥ ইদিক ওদিক ঘাপ্ মেরে হাওয়া কাটলাম।

লালুয়া ॥ ইখন উ কোথায় রইলো?

বীথন ॥ বটুয়ার বস্তিতে।

রঞ্জন ॥ ওকে যে তোরা বটুয়ার বস্তিতে নিয়ে রেখেছিস, পুলিশে টের পায়নি তো?

বীথন ॥ টের পাবার পয়লা—(ইঙ্গিতে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়)।

রঞ্জন ॥ মানে?

বীথন ॥ ট্যাক্সি চেপে হাওয়া কাটলুম।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা লালুয়া, এতদিন ধরে তোরা দলে আছিস, কিন্তু কাউকে পাচার

করবার সময় এত ভুল হয় কেন ?

লালুয়া ॥ (নিজের মাথাটাকে দেখিয়ে) কি করবো সাব্, এ শালা ইক্‌দম্ মাংসোয় ভর্তি।

রঞ্জন ॥ আজ যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়তো ?

লালুয়া ॥ তুমি দু-তুড়ি মারতে—স্যাট্—

রঞ্জন ॥ (বুঝতে না পেরে) স্যাট্ ?

লালুয়া ॥ স-র্-র্-র্ স্যাট্ খালাশ পেয়ে যেত। (ঘটনাকে ঘোরবার জন্য হেসে ওটে)।

রঞ্জন ॥ যাক্ শোন, কালুয়াকে ডাক—ওকে বাচ্চাটাকে আন্‌তে পাঠিয়ে দে। বটুয়া যেন না আসে, কালুয়ার dress-টা যেন ভাল হয় আর ওর পকেটে ২০০৲ টাকা দিয়ে দিবি, দরকারে যেন দু-হাতে ছড়াতে পারে।

লালুয়া ॥ ঠিক আছে সাব্। (ড্রয়ার থেকে ছোরাটা নিয়ে নেপথ্য লক্ষ্য ক'রে) কালুয়া—কালুয়া—আবে কালুয়া—

[চিৎকার করতে করতে ভিতরে চলে যায়]

[নেপথ্য থেকে কালুয়ার আওয়াজ—"যাই উস্তাদ"।

নেপথ থেকে লালুয়ার আওয়াজ—"জল্‌দি"।]

[লালুয়া আবার মঞ্চে ফিরে আসে]

রঞ্জন ॥ ওকে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিস।

লালুয়া ॥ ঠিক আছে সাব্।

[কালুয়ার প্রবেশ। বয়স আঠাশ উনত্রিশ। পরণে ছেঁড়া জামা-কাপড়। রোগা ও উস্কো-খুস্কো চেহারা]

কালুয়া ॥ কি রেওপার সর্দার ?

লালুয়া ॥ শুন্। কালকের লওয়া সওদা (কালুয়া না বুঝে ওর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে) আবে লয়া বাচ্চাটারে—

কালুয়া ॥ ও-হাঁ—হাঁ—

লালুয়া ॥ উ বাচ্চাটা পায়চারের সোময় বাজপাখীর লজরে পড়লো ।

কালুয়া ॥ পুলিশ ?

লালুয়া ॥ হাঁ পুলিশ । কোন রোকমে বটুয়া উকে উর বস্তিতে লিয়ে চলে গেছে । তুই জল্‌দি যা, বাচ্চাটাকে ওয়াপাস্‌ লিয়ে চলে আয় ।

কালুয়া ॥ তারপর ?

লালুয়া ॥ (রেগে) তারপর তুমি লাচ স্থরু করবে । যা বলছি শুনেলে, বেশী পুছ্‌ করবার চেষ্টা হামার কাছে লিবি না ।

কালুয়া ॥ হামি বলি কি সাব্‌ উকে ছোড়ে দিন । পয়লা বার যখন বাধা মিল্‌লো— (রঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কথা শেষ করতে পারে না) ।

রঞ্জন ॥ তোমায় যা বলছি তাই কর । (কালুয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে রঞ্জন চীৎকার ক'রে ওঠে) কী, চুপ করে রইলি কেন ?

কালুয়া ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) ও হামি পারবো না সাব্‌ ।

রঞ্জন ॥ কালুয়া, যা বলছি তোমায় করতে হবে । আর যদি না পার— (লালুয়াকে ইঙ্গিত করে) ।

লালুয়া ॥ (ছুরিখানা বার ক'রে কালুয়ায় বুকের কাছে ধ'রে) পুরা সিঁধিয়ে দিব ।

কালুয়া ॥ (ভয়ে) উস্তাদ, হাজার মায়ের চোখের জল আর তাদের অভিশাপ কুড়াতে হামি পারবো না । সব কাজতো হামি তুমাদের করলাম—মুখের রক্তভি তুলে দিলাম, লেকিন হামার ইনাম কি মিললো ? (জামার পিঠটা তুলে সকলকে দেখায় । (সারা পিঠে চাবুক মারার দাগ) আস্‌মানে তুম্‌রা ঘুড়ো, হামার দুঃখ তুম্‌রা কি জানবে । (চিৎকার ক'রে) উ হামি পারবো না সাব্‌ ।

রঞ্জন ॥ (রেগে) তুই পারবি না তোর ঘাড় পারবে । তোর জিভ আমি টেনে উপরে নিয়ে আসবোনা, শয়তান কোথাকার ! ছোনে, নিয়ে যা

ওকে। কালাঘরে তিনদিন আটকে রাখবি, বেইমান !

ছোনে ॥ (কালুয়ার চুল ধ'রে টানতে টানতে) চল্—চল্ শালা।

কালুয়া ॥ (ঝটকা মেরে) ছোড়্। এক বাপ্ তো এক জান, চার বাপ্ তো চার জবান্। কোন্ শালা হামাকে দিয়ে কাম্ কোরাতে পারে।

ছোনে ॥ (কালুয়ার জামার কলার ধ'রে টানতে টানতে) চুপ বে। আগাড়ী কাম্ পিছাড়ী বাত্। চল্—

কালুয়া ॥ ধুলাই দিবে? লেকিন হামি পারবো না –

[ছোনে টানতে টানতে কালুয়াকে ভিতরে নিয়ে যায়]

রঞ্জন ॥ বীথন, ভেতরে যা। মন্নুয়া, দেখে আয়তো সব ফিরেছে কি না?

[বীথন ও মন্নুয়ার প্রস্থান]

লালুয়া, এ সব কি ব্যাপার?

লালুয়া ॥ তুমি ঘাবড়ে গিলে সাব্! না, তুমি দেখছি পুরা ঘাব্ড়ে গিলে। আরে দুটো রদ্দা দিব ও বুদ্ধু পুরা সিধা হোয়ে তুমাকে সিলাম দিবে।

রঞ্জন ॥ তোর উপর অবশ্য সে বিশ্বাস আমার আছে। যাক্, ও কাজের জন্য বীথন আর চুণীলালকে পাঠাবি। আর ওকে—আঃ! বুঝতে পারলি তো আমি কার কথা বলছি?

লালুয়া ॥ তুমি চালিয়ে যাও সাব্। হামি তুমার লিশ্বাসের পয়লা সাম্‌ঝিয়ে লিই তুমি কার কথা বলছো। (রঞ্জনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে) কালকের লয়া বাচ্চাটা তো?

রঞ্জন ॥ (হেসে) হঁ্যা, ওকে বটুয়ার বস্তি থেকে নিয়ে এসে একদিন না খাইয়ে রাখ্‌বি, তারপর ডাঃ এ, কে, রায়কে নিয়ে এসে (ইঙ্গিতে পা দুটো দেখিয়ে দেয়)।

লালুয়া ॥ উ দু-টোকে হজম কোরে দিত বলবো। ঠিক আছে সাব্—তুমায় আর ভাবতে হোবে না।

রঞ্জন ॥ আর শোন্, জিভের অর্দ্ধেকটা

লালুয়া। বাদ দিয়ে দিব। ব্যস, ও হামি সমঝিয়ে লিইছি।

[ছোনের প্রবেশ]

ছোনে॥ সাব্, শালাকে কালাঘরে পুরে দিলাম।

রঞ্জন॥ ঠিক আছে। হ্যাঁরে ছোনে, এখনও পর্যন্ত কেউ ফিরল না যে? তবে কি লরি সময় মত—

ছোনে। আস্‌লি বাত বল্‌তে ভুল হোল সাব্; সব্ ব্যাটারা এসে গেছে। এখন আপনার হুকুম হ'লেই সব ব্যাটাকে আসতে বলি।

রঞ্জন॥ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে। আর দেখ ছোনে, আজ আমার একটু তাড়া আছে। তুই বরঞ্চ আসলগুলোকে—মানে হরচাঁদ, বদ্রী, কেদার, ছিপ্প এদের পাঠিয়ে দে—আর বাকিগুলোর কাছ থেকে টাকা আদায় করে কাল সকালে আমায় দিয়ে আসবি, কেমন?

ছোনে। ঠিক আছে সাব্। (প্রস্থান)

রঞ্জন॥ লালুয়া, খাতা খুলে মিলিয়ে নে—

লালুয়া॥ আভি কাম স্রু সাব?

রঞ্জন॥ (চীৎকার করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখুনি।

লালুয়া॥ (লালুয়াও চীৎকার ক'রে) আরে বাবা ইতো মিসিল লয় যে বটম মারলুম আর ভরর্ ভট্ চলতে স্রু করল। (বাঘের মুখ থেকে খেরো খাতাটা নামিয়ে টেবিলে রেখে ছোরাটাকে টেবিলে গিঁথে নেপথ্য লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে) পয়লা লম্বর—কিদার পাণ্ডে—

[ধীরে ধীরে কিদার মঞ্চে প্রবেশ করে। শীর্ণকায়, বয়স পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ। সারা মুখটা ঝলসানো। পরণে আত ময়লা ও ছিন্ন জামা কাপড়]

কিদার॥ (রঞ্জন ও লালুয়াকে সেলাম ক'রে) বিশ রুপিয়া ছ-আনা।

লালুয়া॥ ইত কম্?

কিদার॥ মাসের শেষ—

লালুয়া ॥ চুপ মার্। (চুলের মুঠি ধরে) চিল্লাতে পারিস না আবার ইখানে এসে ফাঁকা আওয়াজ চালাচ্ছিস। যা হাট্, রাতে দেখা করবি—

[কিদারের কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থান]

(টাকাগুলো থলির মধ্যে রাখতে রাখতে) দু নম্বর—ছিপ্পুরাম—

[ছিপ্পু বেশ একটু পরে টল্‌তে টল্‌তে মঞ্চে প্রবেশ করে। বয়স আটাশ উনত্রিশ। পরণে ফুলপ্যান্ট ও ছেঁড়া হাওয়াই সার্ট। ধীরে ধীরে মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।]

ছিপ্পু ॥ (খুব ধীরে) ওস্তাদ—ওস্তাদ (একটু জোরে) ওস্তাদ—

লালুয়া ॥ (ছিপ্পুর দিকে তাকায়) আজকের সওদা?

ছিপ্পু ॥ (ভয়ে ভয়ে) পাঁচটা পয়সা মিল্‌ল মুড়ি খেয়ে লিইছি!

লালুয়া ॥ কী খেয়ে লিইছিস!!

ছিপ্পু ॥ মুড়ি খেয়ে লিইছি। বড় ভুখ লেগেছিল।

লালুয়া ॥ (খাতা দেখতে দেখতে) ইধার আয়—ইধার আয় (ছিপ্পু ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে চীৎকার করে ওঠে) ইধার আয়—

[ছিপ্পু ধমক খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসে। ছিপ্পুর প্যাণ্টের পকেটে অতীনলাল হাত দিতেই ছিপ্পু ভয়ে পেছিয়ে যায়]

ছিপ্পু ॥ দু-টো পয়সা আছে মাইরি বিড়ি খাব।

লালুয়া ॥ (আশ্চর্যান্বিত) কী খাবি?

ছিপ্পু ॥ না-না কুছু খাব না—কুছু না।

লালুয়া ॥ (ছিপ্পুর ব্যবহারে সন্দেহ হওয়ায় তার মুখের গন্ধ নেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে মদের গন্ধ পেয়ে টেবিল থেকে ছোরাটা নিতে আসে) উল্লুক, আজভি ফিন্—

ছিপ্পু ॥ মাইরি বলছি মাল খাইনি। কালি কসম—

[মুখখানা হাত দিয়ে চেপে দৌড়ে পালিয়ে যায়]

লালুয়া। (ভীষণ জোরে হেসে ওঠে) রাতে দেখা করব। তিন নম্বর—

বিট্‌লিপ্রসাদ—

[বিট্‌লির প্রবেশ। তু-পা ব্যাঁকা। গোঙ্গা—তবে ব্যবসার খাতিরে। বয়স তিরিশ বত্রিশ। একমুখ দাড়ি]

বিট্‌লি ॥ আঁ—আঁ—আঁ—

লালুয়া ॥ আজকের সওদা—?

বিট্‌লি ॥ আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—

লালুয়া ॥ (চীৎকার ক'রে) আজকের সওদা—?

বিট্‌লি ॥ (তাতোধিক চীৎকার ক'রে) আঁ—আঁ—আঁ—

লালুয়া ॥ (বিট্‌লির কলার ধরে) আবে ইখানে রং দেখাচ্ছিস ?

বিট্‌লি ॥ (ভয়ে ভয়ে চট্ করে বলে) তিরিশ রুপিয়া এগারো আনা।

লালুয়া ॥ (টাকাটা রাখতে রাখতে) ইখানে তুই তামাসা লুঠ্‌ছিস।

বিট্‌লি ॥ না উস্তাদ। হর্‌দিন করতে করতে উভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল।

লালুয়া ॥ উভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিল ? যা হাট্।

বিট্‌লি ॥ (সেলাম করতে করতে) আঁ—আঁ—আঁ—

[লালুয়া ঘুরে তাকাতেই বিট্‌লি ভয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়]

লালুয়া ॥ চার লম্বর—বদ্রী সিং—

[বদ্রী সিং-এর প্রবেশ। রুগ্ন ও রুক্ষ চেহারা। জামার পিঠটা নেই বললেই চলে। বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ]

বদ্রী ॥ সাত রুপিয়া এগারো আনা।

লালুয়া ॥ (ছুরিখানা তুলে) ফিন্ হাত সাফাই। জল্‌দি বার কোর,—জল্‌দি বার কোর।

বদ্রী ॥ (লালুয়ার পা জড়িয়ে) এই তোর গোড় ধরছি সর্দার ; মাইরি বলছি কুছু সাফাই করিনি।

লালুয়া ॥ বে পা ছোড়্। তবে কাজে গলতি ঘটিয়ে মাঠে বসে হাওয়া লিইছিস ?

বদ্রী ॥ না সর্দার। বিশ্বাস কর—আজকাল চিল্লালে কেউ পয়সা দেয় না।
সব লোক হাত গুটিয়ে লেয়।

লালুয়া ॥ গুটিয়ে লেয় ?

বদ্রী ॥ হাঁ সর্দার।

লালুয়া ॥ একবার আওয়াজ লে তো। চট্‌পট্‌ লে—

বদ্রী ॥ (মাটির মধ্যে মাথাখানা গুঁজে বসে পড়ে চীৎকার করে) বাবাঃ—
বাবাঃ—বাবাঃ—

লালুয়া ॥ (বদ্রীকে তুলে) শুন্, কাল যদি পয়সা পাত্‌লা আদায় হোয় তো
তোর ঐ টেংড়ি দু-টো খুলে লিব। যা ভাগ জলদি—

[বদ্রী সেলাম করে প্রস্থান করে]

লালুয়া ॥ পাঁচ লম্বর—সমসেদ—

[সমসেদের প্রবেশ। শীর্ণ চেহারা মুখের একপাশ পোড়া। পরনে ছেঁড়া
পায়জামা ও সার্ট। মুখে গোঙার শব্দ করতে করতে প্রবেশ] সওদা ?

সমসেদ ॥ আ- বা- ওয়া-ওয়া—

লালুয়া ॥ কি রে সওদা কত ?

সমসেদ ॥ এই-বাই-সে-টায়া-কা, ছোয়ানা-য়া-রো য়োজকার ক···করিয়িচি।

[সার্টের গুটানো হাতের ভেতর থেকে বার করে দেয়]

লালুয়া ॥ (টাকাটা নিয়ে ওর পিঠে হাত দিয়ে বলে সাবাস্ !

[সমসেদ আনন্দে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে যায়]

ছ—লম্বর চ—

[নেপথ্য থেকে একটা গোলমালের আওয়াজ শোনা যাবে। নেপথ্যে
ছোনে—"চল্—চল শালা সাহেবের কাছে। হারটা পায়চার করলি"।
নেপথ্যে ছক্কু—"ছোড়্ ছোনে। দু-ঠুসো মারব লট্‌কে যাবি।"
আওয়াজ ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে]

রঞ্জন ॥ লালুয়া—

লালুয়া॥ ঠাইরিয়ে সাব্! (নেপথ্য লক্ষ্য ক'রে) এই ছোনে—পয়লা উকে লাথ মার,—পিছাড়ি উর সঙ্গে বাত চালাস। লিয়ায় শালাকে।

[ছক্কুর জামার কলার ধরে ছোনে টানতে টানতে মঞ্চে প্রবেশ করে।]

রঞ্জন॥ এত চীৎকার কিসের?

ছোনে॥ ও আজ বাবুসাব্‌দের পকেট সাফাই করে সাতশো টাকার মাল সাফাই করলো, লেকিন তিনশো টাকা দামের একটা হার পায়চার করে দিল।

ছক্কু॥ (উত্তেজিত হ'য়ে) সামলে কথা বল ছোনে। দু-ঠুসোর কাত করে দিব।

লালুয়া॥ কোন কথা লোয়।

রঞ্জন॥ আর একটা কথাও নয়। ছোনে, তুই কার কাছ থেকে জানতে পারলি?

ছোনে॥ (লালুয়ার দিকে তাকিয়ে) বাদ্‌লা আপনা চোখে দেখেছে সাব্!

রঞ্জন॥ হুঁ। বাদ্‌লা কখনও মিথ্যে কথা বলে না। বল্, জিনিষটা কোথায় রেখেছিস?

ছক্কু॥ (বেশ জোরের সঙ্গে) হামি লিইনি।

রঞ্জন॥ ফের মিথ্যে কথা?

ছক্কু॥ জীওনে সাচ বাত বলতে শিখিনি সাব্—লেকিন উস্তাদের সামনে ঝুট বলব সে তালিম উস্তাদ হামাকে শিখায় নি।

রঞ্জন॥ তুই জিনিষটা বার করবি কি না বল। কিরে, চুপ করে কেন? (চুল ধরে) শুয়ার, তোকে এখানে পুষে রেখেছি জিনিষ পাচার করবার জন্যে? বল তুই, বার করে দিবি কিনা? আর যদি বার না করিস তাহলে তোর গায়ের চামড়া আমি খুলে নেব।

ছক্কু॥ হামি লিইনি।

রঞ্জন ॥ ফের মিথ্যে কথা ? ছোনে, আমার হান্টার।

(ছোনে লালুয়ার দিকে একবার তাকিয়ে বাঘের মুখ থেকে হান্টারখানা এনে রঞ্জনকে দেয়) এবার বল, তুই মালটা বার করে দিবি কি না।

ছক্কু ॥ (চীৎকার ক'রে) হামি দিব না—দিতে পারব না—হামি লিইনি !

রঞ্জন ॥ তোর বাপ পারবে (ছক্কুকে চাবুক মারতে থাকে)

ছক্কু ॥ (চীৎকার ক'রে) হামি লিইনি। হামি লিইনি। (প্রচণ্ড মারের ফলে ছক্কু অজ্ঞান হ'য়ে যায়।)

ছোনে ॥ সাব্—

রঞ্জন ॥ (হান্টারখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে) ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। ওপরের ঘরে নিয়ে যাবি। (ছোনেরাম চলে যায়)

[ছোনে কিছুক্ষণ পর মন্থুয়া ও বীখনকে নিয়ে মঞ্চে আসে। মন্থুয়া ও বীখন দু-জনে ছক্কুকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়]

ছোনে, সমস্ত টাকাগুলো সকালের মধ্যে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিবি। আর বেগবাগানের পার্ক থেকে যে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে আসবার কথা আছে, তার জন্তে কালকে আমার গাড়ী ready থাকবে। কোথায় গাড়ী থাকবে আর তোদের কি করতে হবে সব লালুয়ার কাছ থেকে জেনে নিবি। আমি ওকে সব বলে গেছি। তুই গাড়ী চালাবি, চুণীলাল আর কেদারকে সঙ্গে নিবি। আনবার সময় বাচ্চাটার চোখ ভাল করে বেঁধে আনবি। Extra দশটা টাকা পাবি।

ছোনে ॥ মিষ্টিক্ হোবে না সাব্।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা, আজ আমি চলি লালুয়া—

লালুয়া ॥ সেলাম। (রঞ্জনের প্রস্থান)

[রঞ্জনের প্রস্থানের সাথে সাথে ছোনেও পা বাড়ায়]

লালুয়া ॥ ছোনে—(লালুয়ার ডাকে ছোনে ঘুরে দাঁড়ায়) বাত শুন্—

ছোনে ॥ বোল্।

লালুয়া ॥ ঝুট্ বোলে সাহেবের লজর লিচ্ছিস ?

ছোনে ॥ সামঝাতে পারলাম না।

লালুয়া ॥ (ছুরি হাতে ছোনের দিকে তেড়ে গিয়ে) হাতের মালটা দেখেছিস লেকিন কাম জানিস্‌না ; পেটের মধ্যে ঘুষিয়ে—দু'বার লাড়িয়ে দিব—তোর বাপ পর্যন্ত সামঝিয়ে যাবে।

ছোনে ॥ সামাল্‌কে বাত বোল্।

লালুয়া ॥ চুপ শালা চুগলীখোর। আজই তুকে জানিয়ে দিতাম হামার নাম অতীনলাল, লেকিন—

ছোনে ॥ (চীৎকার করে) অতীনলাল—

লালুয়া ॥ (ততোধিক চীৎকার করে) ফিন্ বাত্ (ছোরাটা সজোরে ছোঁড়ে ও ছোরাটা টেবিলে গিঁথে যায়। নেপথ্য লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে "মন্নুয়া-মন্নুয়া"—মন্নুয়ার প্রবেশ] ছক্কুকে কোন্ ঘরে রাখ্‌লি ?

মন্নুয়া ॥ উপরে ওস্তাদ।

লালুয়া ॥ সে দম লিয়েছে ?

মন্নুয়া ॥ না।

লালুয়া ॥ এখনও দম লেয়নি ? (ছোরাখানা তুলে ছোনের দিকে এগিয়ে যায়) শোন ছোনে, উ যদি দম না লেয় তবে তোর দম লওয়া হামি জীওনের জন্য খতম্ করে দিব। শালা চুগলীখোর। চ মন্নুয়া—চ। (মন্নুয়াকে না যেতে দেখে) ফিন্ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

মন্নুয়া ॥ ওর জন্য জল আনতে এসে...

লালুয়া ॥ (চীৎকার ক'রে) হামার সঙ্গে গল্প শুরু করলি। জল্‌দি জল লিয়ে আয়, হামি উপরে যাচ্ছি। (ছোনেকে লক্ষ্য ক'রে) শালা চুগলীখোর !

(প্রস্থান)

[মন্নুয়াও লালুয়ার মতই যন্ত্রণার সংগে ছোনের দিকে চেয়ে প্রস্থান করে]

[আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিল।]

॥তৃতীয় দৃশ্য

[রঞ্জন সান্যালের ড্রইং রুম। দৃশ্য পটের সাজসজ্জা পূর্বের অনুরূপ। সময় প্রায় সন্ধ্যা। মঞ্চের পর্দা উঠলে দেখা যাবে ভজহরি বেসুরো গলায় গান করতে করতে ঘর পরিষ্কার করছে।]

ভজহরি ॥ বাঁধা চোখ কলুর মত—

থেটে মরি অবিরত।

এ সংসারে সং সেজে আমি

খাই গালাগাল শত শত।…

[নেপথ্য থেকে ভজহরিকে ডাকতে ডাকতে মঞ্চে প্রবেশ করে গঙ্গাধর। বয়স ভজহরির সমান। বাড়ীর ঠাকুর। পরনে ধুতি ও ফতুয়া]

গঙ্গা ॥ ভজুদা—ভজুদা—ভজু···আরে তুমি এখানে?

ভজহরি ॥ এত সীৎকার কিসের?

গঙ্গা ॥ কেন মুখের।

ভজহরি ॥ ফের আমার সাথে মস্করা!

গঙ্গা ॥ না না—পিয়ার করা। আচ্ছা ভজুদা, তুমি সব সময় আমার উপর চোটে আছ কেন বলতো?

ভজহরি ॥ তোর এই সব কথা বাত্তারির জন্যি।

গঙ্গা ॥ তুমিতো কথাটা না শুনেই একেবারে—

ভজহরি ॥ বল কি কথা?

গঙ্গা ॥ বলছিলাম এ বেলা কি কি রান্না হবে?

ভজহরি ॥ দিদিমণিকে জিগেস করেসিলি?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, তিনি তোমার কথা বল্‌লেন।

ভজহরি ॥ জ্বালাতন! যাক্ শোন্—ডিম, আলুর দম, ফিস্ স্থপ, ফিস্ ফেরাই, লুসি আর দুধ মেরে ক্ষীর।

গঙ্গা ॥ সকলেই খাবেন তো?

ভজহরি ॥ না হতভাগা শুধু তুমিই খাবে। কাজির গুরুমশাই। যা···

গঙ্গা ॥ আচ্ছা। (একটু ভেবে) আর বিকেলের জল খাবার কি হবে?

ভজহরি ॥ কা? বিকেল কাবার হয়ি রাত্তির হতি সল্‌ল অথস এখনো তোমার—এ্যাগটোস্-এ্যাগটোস্ হবে—যা।

গঙ্গা ॥ (আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে) এ্যা···গ··টো···স্?

ভজহরি ॥ এঁজ্ঞে। পাঁউরুটি আর ডিম দে ভাজি···

গঙ্গা ॥ নামিয়ে রাখবো এই তো, ও আমি বুঝে নিয়েছি।

ভজহরি ॥ তুমি তো বলার আগেই সব বুঝি ফেল। তা উনুনি কি সাপিয়েস?

গঙ্গা ॥ কেন ঘুঁটে!

ভজহরি ॥ আস্‌সা ঠিক আসে···এ্যাঁ কি বললি, ঘুঁটে?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ। আঁচ দেব কিনা।

ভজহরি। (রেগে) হারামজাদা—এখনো তোমার আঁস্ দেওয়া হয়নি? আবার···

গঙ্গা ॥ আবার আজও যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভজুদা।

ভজহরি ॥ ঘুমির থেকি বেলায় উঠি আবার লম্বা-সওড়া কথা!

গঙ্গা ॥ ঠিক আছে, এবার থেকে ছোট ছোট কথা বলব।

ভজহরি ॥ সোট বড় কোন কথা নয়, বেরো···বেরো···(চীৎকার ক'রে) বেরো···

গঙ্গা ॥ আঃ ভজুদা আস্তে, বাবু শুনতে পাবে যে।

ভজহরি ॥ শুন্‌তি পাক্; তুমি ভে:বসো এখানে রামরাজত্বি সালাবে। বেরো—বেরো বলসি···।

(গঙ্গার প্রস্থান)

(একটু ভেবে আবার গঙ্গাকে ডাকতে সুরু করে) গঙ্গা—এই গঙ্গু।

[গঙ্গার প্রবেশ]

গঙ্গা ॥ কী ?

ভজহরি ॥ বলি যাস কোথায় ?

গঙ্গা ॥ পালিয়ে যাচ্ছি।

ভজহরি ॥ হ্যাঁ—তা কোথায় যাচ্ছিস ?

গঙ্গা ॥ বলছি তো পালিয়ে যাচ্ছি।

ভজহরি ॥ (রেগে) ঘুরি ফিরি সেই এক কথা ! বলি জায়গাটা কোথায় ?

গঙ্গা ॥ (ভজুর কানের কাছে মুখ নিয়ে) হেঁসেলে। (দ্রুত প্রস্থান)

ভজহরি ॥ (রেগে) কী, আবার মস্করা ! লক্ষীসাড়া, তুমি ভেবেস এ বাড়ীতে তোমাকে বলবার কেউ নেই ? আস্‌সা আমি তোমায় দ্যাখ্‌ব—আমি তোমায় দ্যাখ্‌ব আর···দ্যাখবই বা কেমন করি ! সেলে মেয়ের তো বে দেবেনা—বসি বসি খালি পীপ্‌ টান্‌বে···পীপ্‌। সংসার তো নয় একেবারি সং-সার। (দ্রুত প্রস্থান করতে গিয়ে বারীনের মুখোমুখি হয়ে যায়। বারীনের পরণে ধুতি পাঞ্জাবী ও হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট) এই যে এয়েসেন্‌! কি সাই ? সা—কাপি—কোকো—ওভাল্‌টিন্‌ ?

বারীন ॥ (হেসে) না কিছুই চাই না।

ভজহরি ॥ বুঝতে পেরেসি—তবে বসেন ; দিদিমণি ডিরিস করতিসেন্‌—এখুনি নামবেন। (প্রস্থান)

[একটু পর অপর্ণা প্রবেশ করে। অত্যাধুনিক বেশ-ভূষা]

অপর্ণা ॥ Hallo, তুমি কতক্ষণ ?

বারীণ ॥ কিছুক্ষণ।

অপর্ণা ॥ Very sorry, একটা বিশেষ কাজে···

বারীন ॥ (গম্ভীর হয়ে) বিশেষ কাজে যাওয়ার জন্যে বিশেষ Dress করতে ব্যস্ত ছিলে, কি তাই না?

অপর্ণা ॥ Dress! Dress আবার কোথায় দেখ্‌লে। এই তো একটা Simple শাড়ী...

বারীন ॥ যাক্, আমায় আসতে বলেছিলে কেন বলতো?

অপর্ণা ॥ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বোস আগে। (বারীন সোফায় গিয়ে বসে) দাঁড়াও তোমার জন্যে......(ভেতরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়।)

বারীন ॥ শোন—চা বা কফি আমি কোনটাই খাব না।

অপর্ণা ॥ Please, তোমার রাগটা একটু...

বারীন ॥ (হেসে) আহা রাগ নয় মোটেই। ও হ্যাঁ ভাল কথা! (প্যাকেটটা নিয়ে) এই নাও।

অপর্ণা ॥ কী এটা?

বারীন ॥ খুলেই দেখ না।

অপর্ণা ॥ (খুলে দেখার পর) রবীন্দ্র রচনাবলী? Beautiful...

বারীন ॥ পছন্দ হয়েছে?

অপর্ণা ॥ খু—উ—ব—

বারীন ॥ আচ্ছা অপর্ণা, তুমি রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত না?

অপর্ণা ॥ Really, রাত্রে শোবার আগে গ্রামোফোনে রবীন্দ্র সংগীত না শুনলে আমার ঘুমই আসে না।

বারীন ॥ আমার বাড়ীতে কিন্তু গ্রামোফোন নেই।

অপর্ণা ॥ তা হবে। আমি তো আজ পর্যন্ত তোমার বাড়ী দেখলামই না।

বারীন ॥ আমার বাড়ী দেখবার মত নয় অপর্ণা। সেখানে গিয়ে এক মুহূর্তও তোমার বসবার ইচ্ছে হবে না।

অপর্ণা ॥ কেন? Princess হোটেলটা কি...

বারীন ॥ Princess হোটেল নয় অপর্ণা; আমার বাড়ী বালিগঞ্জে।

অপর্ণা ॥ Again you are joking?

বারীন ॥ Certainly not. (সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে)।

অপর্ণা ॥ তাহলে তুমি কবে তোমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবে বল?

বারীন ॥ একটা ভাল দিন দেখে নিয়ে যাব।

অপর্ণা ॥ মানে?

বারীন ॥ মানে আমার বাড়ীর গেটে বসাতে হবে সানাই, মনে আঁকতে হবে ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্ন—যে স্বপ্নের—

অপর্ণা ॥ যে স্বপ্নের তরী বেয়ে জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দেব— তুমি আর আমি, কি—তাই না?

বারীন ॥ ঠিক তাই। (অপর্ণার হাত ধ'রে) অপর্ণা…

অপর্ণা ॥ বল।

বারীন ॥ তুমি—তুমি আমায় ভালবাস?

অপর্ণা ॥ সন্দেহ হচ্ছে?

বারীন। না ভয় হচ্ছে।

অপর্ণা ॥ কিসের ভয়?

বারীন ॥ তোমাকে হারাবার।

অপর্ণা ॥ তোমার শুধু বাজে কথা, দাদার বন্ধুই বটে তুমি—

বারীন ॥ (হেসে) বেশ, এবারে তাহ'লে কাজের কথাই হোক্।

অপর্ণা। এই শোন, বিয়ের পরে আমরা কিন্তু honey-moon-এ যাব।

বারীন ॥ যাব।

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ, তোমার নতুন 'ক্যাডিল্যাক্'টা ক'রে সোজা আমরা দু'জনে চলে যাব কাশ্মীর।

বারীন ॥ (গম্ভীর হয়ে) আমার ক্যাডিল্যাক্!

অপর্ণা। হ্যাঁ, ওটা তুমি তাড়াতাড়ি গ্যারাজ থেকে নিয়ে এস।

বারীন ॥ আচ্ছা অপর্ণা, আমার সম্বন্ধে তোমার দাদা যা বলেছে—তা তুমি বিশ্বাস করো ?

অপর্ণা ॥ তোমার সম্বন্ধে দাদা আবার কি বললো ?

বারীন ॥ আমার মিথ্যা পরিচয়টা !

অপর্ণা। Please stop your joking.

বারীন ॥ না না ঠাট্টা নয় অপর্ণা; আমি seriously জানতে চাই তুমি আমাকে ভালবাস—না ভালবাস আমার ক্যাডিল্যাক্—বাবার Mines-Properties এই সব।

অপর্ণা ॥ (গম্ভীর হ'য়ে) তোমার এ কথার মানে ?

বারীন ॥ প্রথম প্রথম ভাবতাম তুমি বুঝি ঠাট্টা করছ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তা নয়। আমার সম্বন্ধে মিথ্যের রং চড়িয়ে সুবীর তোমার মনটাকে মুড়ে দিয়েছে, তাই আজ তুমি কাকে চাও তা তুমি জান না।

অপর্ণা। একটু স্পষ্ট করে বলবে কথাটা ?

বারীন ॥ ঘর গড়ার মধ্যে ফাঁকি থাকা ভাল নয় অপর্ণা। আমাদের পরিচয়টা যদি সত্যের মধ্যে পাকা না হয় ভালবাসাটাও সার্থক হবে না কোনো দিন।

অপর্ণা ॥ পরিচয় আমার কিছু বাকি নেই—তোমার থাকতে পারে।

বারীন ॥ হ্যাঁ, সেই বাকিটাই আজ আমি পূরণ করতে চাই। তুমি সইতে পারবে না বলেই আমি এতদিন বলতে চাইনি।

অপর্ণা ॥ হেঁয়ালী রেখে সোজা ভাবে বললে আমি খুশী হব।

বারীন ॥ আমার সম্বন্ধে তোমার দাদা যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

অপর্ণা ॥ (বিস্মিত হ'য়ে) মিথ্যে ?

বারীন ॥ হ্যাঁ। জানিনা সুবীরের সেদিন কি উদ্দেশ্য ছিল···

[রঞ্জন সান্যালের প্রবেশ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী সিল্কের চাদর ও হাতে লাঠি]

রঞ্জন ॥ সুবীরের উদ্দেশ্য যাই হোক্, তোমার উদ্দেশ্যটা কি তাই বলতো বারীন ?

বারীন ॥ (অপ্রস্তুত হ'য়ে) মেসোমশাই···

রঞ্জন ॥ হাঁ। তুমি যা নও আর কোনোদিন যা হতেও পারবে না—সেই মিথ্যে পরিচয়টা জানিয়ে এ প্রতারণার কারণ কি ?

বারীন ॥ এ আপনি কি বলছেন মেসোমশাই ?

রঞ্জন ॥ ঠিকই বলছি। ভেবেছিলে রঞ্জন সান্যালের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে ক'রে তার বিষয় সম্পত্তির—

বারীন ॥ মেসোমশাই—

রঞ্জন। চুপ কর ! Merchant Office-এর তুমি একজন সামান্য কেরানী, থাক বালিগঞ্জের একটা জঘন্য মেস বাড়ীতে,—কী, জবাব দিচ্ছ না কেন ?

বারীন ॥ জবাব দিচ্ছি—আপনার কোনো কথাই আমি অস্বীকার করছি না। সত্যকে স্বীকার করবার সাহস আমার আছে মেসোমশাই।

রঞ্জন ॥ No, you are a coward, a cheat. তোমার সাহস যদি থাকবে তা'হলে এতদিন সত্য পরিচয়টা আমাদের জানাওনি কেন ?

বারীন ॥ আপনারা জানতে চাননি আর আমিও জানাইনি, তার কারণ প্রথম পরিচয়েই আমার মিথ্যেটা আপনাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, তাই আজকের সত্যের এই নগ্ন রূপটা সহ্য করবার শক্তি আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন।

রঞ্জন ॥ থাক, আর বড় বড় কথা বলতে হবে না। শোন, তুমি আর কোনোদিন আমার বাড়ীতে আসবে না। হ্যাঁ অপু, তুমি তাড়াতাড়ি ready হ'য়ে নাও মা, কুনালের বাড়ীতে dinner-এর invitation আছে। তুমি তো জানই তুমি না গেলে কুনাল ভীষণ দুঃখ পাবে।

বারীন ॥ (রঞ্জনকে প্রণাম করিতে যায়, কিন্তু রঞ্জন পা সরিয়ে নেয় ও ভেতরে চলে যায়) আমাকে তুমি ক্ষমা কর অপর্ণা। আর একটা কথা—

আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। ভেবেছিলাম বাইরের আলোতে এসে একদিন আমাদের সত্যি-মিথ্যের দেনা পাওনাটা মিটিয়ে নেব। অপর্ণা, আমি লোভী নই—আমি প্রতারকও নই। আমি সত্যি তোমায় ভালবেসে-ছিলাম আর আজও ভালবাসি। যাবার আগে তোমার কাছে আমি এই পরিচয়টুকুই রেখে গেলাম। (চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়)

অপর্ণা ॥ Just a minute Barin. (টেবিল থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীটি বারীনের হাতে দিয়ে) Thank you.

[বারীন অপর্ণার দিকে খানিক লক্ষ্য ক'রে চলে যাওয়ার জন্য এগুতেই দরজার মুখে স্থবীরের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়]

স্থবীর ॥ (হাসতে হাসতে) Good-bye Barin.

[বারীনের প্রস্থান ও স্থবীর শিষ দিতে দিতে বাড়ীর ভিতরে চলে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন ॥ শোন স্থবীর—(স্থবীর ফিরিয়া আসিল) বারীনকে এ বাড়ীতে আসতে আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।

স্থবীর ॥ Thank you father. আমিও তাই ওকে Good-bye জানিয়ে দিলাম।

অপর্ণা ॥ বারীনবাবুর সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে…

স্থবীর ॥ বারীন তা বলেনি এই তো ?

রঞ্জন। কিন্তু তোমার এই মিথ্যে বলার মানেটা কি স্থবীর ?

স্থবীর ॥ আমার কথার আবার কোন মানে আছে নাকি Dady ? আমি বাজে বকি এ compliment তো তুমিই আমায় দিয়েছ Dady.

রঞ্জন ॥ সব সময় ন্যাকামো ক'রো না স্থবীর। বারীনকে এ ভাবে introduce ক'রে তুমি আমাদের সংসারের কতখানি ক্ষতি করেছ জান ?

স্থবীর ॥ No—No—Dady, আমি কারো ক্ষতি করিনি। তোমরাই

বরঞ্চ নিজেদের মনকে যাচাই করতে পারনি বলেই বারীনকে স্বীকার করতে পারলে না।

অপর্ণা ॥ (গম্ভীর হ'য়ে) কিন্তু দাদা, গোড়াতেই সম্পূর্ণরূপে যাকে জেনেছি তার···

সুবীর ॥ তার সবটা না পেলে সবটাই হারানো ভাল—এই তো?

অপর্ণা ॥ Exactly.

সুবীর ॥ দেখ্ অপু, নিজের সুখ ও সুবিধার জন্য বারীনকে ছেঁটে নষ্ট করতে পারিসনি বলে দুঃখ করিসনি বোন। There is Kunal Mitter যাকে নিয়ে তুই···

রঞ্জন ॥ (গম্ভীর হ'য়ে) সুবীর—

সুবীর ॥ (পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য সুরু করে) Oh! I am sorry father, হঠাৎ আমি যেন কি রকম serious হ'য়ে যাচ্ছিলাম। যাক্‌গে, অপু আমি আমার ঘরে যাচ্ছি—ভজুদাকে চা আনতে বলে দিয়েছি সেটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দিস। (চলে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়)

রঞ্জন ॥ শোন সুবীর,—চা-টা এইখানেই খাও। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে—বোস। (সুবীর সোফায় বসে)

সুবীর ॥ অপু দেখতো চা-টার কত দূর। হ্যা শোন, কিছু খাবারও আনিস আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। (অপর্ণার প্রস্থান)

রঞ্জন ॥ দেখ সুবীর, আমার বয়স হচ্ছে—কর্মক্ষমতাও দিন দিন কমে আসছে; তা'ছাড়া তোমার মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ সংসারের বাঁধুনী ক্রমশঃ আল্গা হ'য়ে যাচ্ছে। তাই আমি ঠিক করেছি তোমার বিয়ে দেব—এই মাসেই।

সুবীর ॥ Are you joking Dady?

রঞ্জন ॥ তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি তাই?

সুবীর ॥ Of course not, অন্ততঃ না হ'লেই ভাল। তা অপুর বিয়ের

কথা না ভেবে আমার বিয়ের জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন বল তো Dady ?

রঞ্জন ॥ অপুর বিয়ে তো ঠিকই আছে। কুনালের বাবার সঙ্গে আমার কথা এক রকম হয়েই আছে। আজ রাত্রে dinner table এ সেটা finalise ক'রে আসব।

সুবীর ॥ আমার বিয়েটাও একরকম ঠিক হ'য়ে আছে Dady—You needn't bother about my marriage. Due time-এ আমি তোমায় সব জানাব।

রঞ্জন ॥ তোমার engagement-টা কার সঙ্গে জানতে পারি ?

সুবীর ॥ Certainly. Miss Guilty Bose, তুমি চেন তাকে ?

রঞ্জন ॥ না।

সুবীর ॥ চেনা উচিৎ ছিল। আমাদের society-তে ওরকম মেয়ে খুব কম নজরে পড়ে।

রঞ্জন ॥ তা তোমার নজরে পড়ল কেমন করে শুনি ?

সুবীর ॥ কেমন করে ? (হেসে) রঞ্জন সান্যালের একমাত্র ছেলে—সুবীর সান্যাল—অগাধ সম্পত্তির মালিক, মক্ষিকার দল তো আমার চার পাশে সব সময় ঘুর-ঘুর করছে Dady.

রঞ্জন ॥ মেয়েটি দেখতে কেমন—তার status-ই বা কী ?

সুবীর ॥ দেখতে রূপ না থাকলেও রূপের ঠাট আছে; সারা দেহে-মনে কৃত্রিমতার ছাপ, বেশ একটা আধুনিকতার নির্লজ্জতাও আছে।

রঞ্জন ॥ (উত্তেজিত হ'য়ে) সুবীর !

সুবীর ॥ আর status-এর কথা যদি বল Dady—Miss Guilty এখন শাড়ী ছেড়ে গাউন ধরেছে, mother—Bengalee, father—Englishman যাকে বলে f য়ে···

রঞ্জন ॥ (চীৎকার করে) Stop you nonsence (একটু ভেবে) Who is

Reba Roy ? আমার কথার জবাব দাও। (চীৎকার ক'রে) Who is Reba Roy ?

স্থবীর ॥ Don't be excited Dady, তুমি উত্তেজিত হ'লে আবার তোমার ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে পড়ে। (গম্ভীর হ'য়ে) রেবা আমার বন্ধু— কলেজে পড়তাম একসঙ্গে। আরও বলছি তোমাকে—I love her and …Guilty নয়, রেবাই আমার বাগদত্তা স্ত্রী।

রঞ্জন ॥ ওখানে তোমার বিয়ে হ'তে পারে না।

স্থবীর ॥ কেন ?

রঞ্জন ॥ আমি Prof. Ganguly-কে কথা দিয়েছি—তার মেয়েকেই তোমার বিয়ে করতে হবে।

স্থবীর ॥ আমিও রেবাকে কথা দিয়েছি Dady.

রঞ্জন ॥ আমাকে না জানিয়ে তোমার কথা দেওয়া উচিত হয়নি।

স্থবীর ॥ বেশ, এখন তো জানা হ'য়ে গেল। ভজুদা—চা-টা আমার ঘরে নিয়ে এস…

রঞ্জন ॥ শোন স্থবীর। কোনদিন কোন বিষয়ে তোমার কথায় বা কাজে আমি বাধা দিইনি ; কিন্তু আজ আমি তোমায় বলছি—রেবা রায়কে তোমায় ছাড়তেই হবে।

স্থবীর ॥ Excuse me father.

রঞ্জন ॥ No question of excuse. আমি জানতে চাই, আমার সব কথাকে এভাবে অবজ্ঞা করার দুঃসাহস হ'ল কোথা থেকে ?

স্থবীর ॥ যদি বলি তোমার কাছ থেকে।

রঞ্জন ॥ আমার কাছ থেকে !

স্থবীর ॥ Yes. আমি club-এ গেছি, party-তে গেছি, society গিয়ে আধুনিক সভ্যতার নামে বাঁদরামো করে রাত বারোটা-একটা যখন খুশী আমি বাড়ী ফিরেছি—কৈ, তখন তো তোমার কাছ থেকে আমি কোন

উপদেশ পাইনি Dady? কাজেই তোমার কোন উপদেশ আজকে আমাকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারবে না।

রঞ্জন ॥ তা আমি জানি, মিথ্যে বলে বাহাদুরী নেওয়াটাই যার সভ্যতা, তাকে উপদেশ দেওয়াই বৃথা। But don't forget Subir, I am your father.

সুবীর ॥ বারীনের কথা বলছ Dady?

রঞ্জন ॥ Yes.

সুবীর ॥ মিথ্যে বলেছিলাম কেন জান? অপুর কথা ভেবে।

(ট্রেতে করে চা নিয়ে অপর্ণার প্রবেশ।

ভেবেছিলাম বারীনের ভালবাসায় বাইরের বড় যায়গায় এসে অপু ওর জীবনটাকে আরো বড় করে দেখতে শিখবে। কিন্তু দৌরাত্মের প্রতি যার মোহ, উৎকটের প্রতি যার ভালবাসা—সে তো জীবনের সহজ সরল রসের স্বাদ পায় না Dady. সে চায় কুনাল মিত্তিরের মত একটা মাতালকে নিয়ে নিজেকে জালিয়ে তুলতে—

অপর্ণা ॥ (রেগে) দাদা, আমার সম্বন্ধে তোমার ভাবনাটা একটু কমাও। তুমি সেই হাঘরে ভিখিরী রেবা রায়কে তোমার কথাগুলো শুনিও, তাতে বাহবা পাবে—

সুবীর ॥ অপর্ণা!!! (একটু পরে) I am sorry sister, very sorry father—হঠাৎ গোটা কয়েক ভাল ভাল কথা বলে ফেললাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোমরা শক্ত পাথর—ঠুকলে শব্দ হয়, স্ফুলিঙ্গও বেরোয়—কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তি তোমাদের বাড়ে না। আচ্ছা good night father, good night sister.

(সুবীরের প্রস্থান)

[আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিল।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[অতীনলালের ডেরা। দৃশ্যপট পূর্বের মতই। সময় বিকেল। মঞ্চের পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চে কেউ নেই। নেপথ্যে হাসির আওয়াজ পাওয়া যাবে। একটু পর হাসতে হাসতে মঞ্চে প্রবেশ করে ওসমানী।ওসমানীর পরণে ময়লা কালো রং-এর কাপড়। তার একটু পর মঞ্চে প্রবেশ করে মনুয়া। পরণে ময়লা জামা কাপড়। ওসমানীর কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত দেয়]

ওসমানী ॥ (লজ্জায়) আঃ ছোড়্।

মনুয়া ॥ সরম লাগছে? সত্যি বলছি ওসমানী, তুকে হামি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।

ওসমানী ॥ যাঃ—

মনুয়া ॥ কোথায় যাই বল? সকাল সকাল কাজ চুকিয়ে চলে এলাম তোর সঙ্গে চুপ মেরে কিছু কথা বলব, আর—

ওসমানী। আর সর্দার যদি টের পায় যে হামরা সকাল সকাল কাজ থেকে কেটে এসে চুপ মেরে মহব্বৎ করছি তাহোলে কি হবে বল্‌তো?

মনুয়া ॥ (গলাটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে বোঝায়) বাদ দিয়ে দেবে।

[তু-জনেই হেসে ওঠে]

ওসমানী ॥ সর্দার হয়তো কুছু বোলবে না, কিন্তু ঐ ল্যেংড়া ছোনে ঠিক রঞ্জন বাবুর কানে কথাটা তুলে দিবে।

মনুয়া ॥ তবে তুই যাই বল ওসমানী, হামাদের সর্দারের কিন্তু দিল্ আছে।

ওসমানী ॥ আর তোর দিল্?

মনুয়া ॥ হরদিন তোর জন্যে তড়পাচ্ছে। বিশ্বাসকর, মাইরী বলছি তুকে হামি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি।

ওসমানী ॥ অঁা?

মনুয়া ॥ হাঁ, তুকে ভালবেসে ফেলেছি। (একটু ভেবে) আচ্ছা ওসমানী তুই আমায় ভালবাসিস?

ওসমানী ॥ (লজ্জায়) যাঃ।

মন্নুয়া ॥ আঃ বলনা ?

ওসমানী । সরম আসছে।

মন্নুয়া ॥ সরম আসছে ? (একটু ভেবে) বেশ, হামি চোখ বন্ধ করলাম —বোল্—কিরে বোল্।

ওসমানী ॥ (লজ্জায় উত্তর দেয়) হাঁ।

মন্নুয়া ॥ ফিন্ বোল্।

ওসমানী ॥ হাঁ।

মন্নুয়া ॥ ফিন্।

ওসমানী ॥ হাঁ—হাঁ—হাঁ।

মন্নুয়া ॥ তবে চল্ ওসমানী, হামরা ইখান থেকে পালিয়ে যাই।

ওসমানী ॥ তাই চল্। (দু'জনে ছুটে দরজার কাছে যায়)

(কৃত্রিম ভয় পেয়ে) এই সর্দার আসছে। (মন্নুয়া ভয় পেয়ে দ্রুত ভিতরে চলে যায়)

[ওসমানী হাসিতে সুরু করে।]

[একটু পরে মন্নুয়া ঘটনাটা বুঝতে পেরে আবার ফিরে আসে]

মন্নুয়া ॥ (ওসমানীর কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে) খুব ঝুট্ বললি তো ? (দু-জনেই হেসে ওঠে)

ওসমানী ॥ খুব ভয় পেয়েছিলিস তো ?

মন্নুয়া ॥ মাইরী খুব ভয় পেয়েছিলাম। তবে ওসমানী, হামার সারা জীবনটায় ভয় ধরিয়ে দিস না। কিরে দিবি নাকি ?

ওসমানী ॥ যাঃ, তুই বাজে বাজে কথা বলছিস—তোর কথার জবাব দিব না। (যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা মন্নুয়া, হামি তোর সঙ্গে পালিয়ে গেলে জীবনভোর তোর কাছে হামাকে রাখবি তো ?

মনুয়া ॥ জীবনভোর। হামি সওদা কোরে লিয়ে আসব, তুই রান্না করবি, আর হামরা দু'জনে কথা বলতে বলতে খাব।

ওসমানী ॥ সত্যি মনুয়া, এক দিন হামরা পালিয়েই যাব।

মনুয়া ॥ পারবি না ওসমানী পারবি না। রঞ্জনবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া ভীষণ মুসকিল। যাকে উ একবার এখানে লিয়ে আসে, সে জীবন-ভোর এখান থেকে আর বেরুতে পারে না।

ওসমানী ॥ তবে?

মনুয়া ॥ (হতাশ হয়ে) হামাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

ওসমানী ॥ মনুয়া···

মনুয়া ॥ (হঠাৎ ওসমানীকে চুপ করবার জন্য ইঙ্গিত ক'রে ও বাইরে চলে যায়, একটু পরে ফিরে আসে) ওসমানী, কার যেন পায়ের আওয়াজ পেলাম। চল, জলদি এখান থেকে সরে পড়ি; রঞ্জনবাবু যদি হামাদের দু'জনকে এখানে একসঙ্গে দেখতে পায় তবে হামাদের চামড়া লিয়ে একদম ডুগডুগি বাজাবে।

ওসমানী ॥ (হেসে) বেশ হবে।

মনুয়া ॥ তোর মাথা হবে। চল। (হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়)

ওসমানী ॥ আঃ ছোড়্—ছোড়্—ছোড়্! (দুজনের প্রস্থান)

[অতীনলালের প্রবেশ। চিন্তিত অবস্থায় পায়চারি করে।
একটু পর বীথন প্রবেশ করে]

বীথন ॥ ওস্তাদ, পুরানো ডেরার খবর তুমার কাছে এসেছে?

লালুয়া ॥ হাঁ। আচ্ছা বীথন—না থাক্।

বীথন ॥ ওস্তাদ, এই শেঠের বাচ্চাটাকে লিয়ে হামাদের কটা গেঁড়িকে জালে আটকানো হোলো?

লালুয়া ॥ সে অনেক। জানলি বীথন, ঐ শেঠের বাচ্চাটা পায়চারের সময়

হামার দিলটা বড় খারাপ হোয়ে গেল। লেকিন হামি কি করতে পারি বোল্?

বীখন॥ হাঁ, জান ওস্তাদ উর মার কি হালাত্ হোলো।

লালুয়া॥ কী হালাত্ হোলো?

বীখন॥ ওর মাকে হাঁসপাতালে চালান করা হোলো।

লালুয়া॥ হাঁসপাতালে! কিন?

বীখন॥ শুনলাম ওর মার মাথা খারাপ হোয়ে গেল।

লালুয়া॥ (চমকে) মাথা খারাপ!

বীখন॥ হাঁ ওস্তাদ। হর্দিন কান্তে কান্তে পাগলী বুনে গেল।

লালুয়া॥ (রেগে) আর তুমার কথা শুন্তে শুন্তে হামি পাগলা বুন্তে চললাম! (বীখনকে হাসতে দেখে) হামার কথায় হাসি আস্লো, তোর সঙ্গে মস্করা শুরু করলাম…

বীখন॥ (হেসে) না ওস্তাদ।

লালুয়া॥ হেঁ হেঁ হেঁ ভাগ, ওস্তাদ!

বীখন॥ না হামি সে কথা…

লালুয়া॥ কোন কথা লোয়। জলদি যা। একজনের মা বাচ্চার দুখে কানতে কানতে বরবাদ হয়ে গেল, আর এক শালা বাচ্চাকে হড়কে লিয়ে এসে খুশীতে দাঁত ছিটকে দিলে।

বীখন॥ না ওস্তাদ হামি—

লালুয়া॥ ফিন্ বাত! জলদি ভাগ—জলদি—(বীখনের প্রস্থান। নিজের মনেই বলে চলে) নাঃ বাচ্চাটার জীবনটাকে হামি লষ্টো কোরে দিলাম। ওর মা-ভি পাগ্লী হয়ে গেল। (নিজের মনে হেসে) আমার মাও-ভি ইক্দিন পাগলী বুনে ছিল। লেকিন… (মাথা চেপে চেয়ারে বসে পড়ে)

[ছোনের প্রবেশ]

ছোনে ॥ কি বে লালুয়া, চুপ্ মেরে কী পেলান্ লিচ্ছিস বে? হাঁ শুন্ রঞ্জনবাবু ক'বে আসবে জানিস?

লালুয়া ॥ (চেয়ার থেকে উঠে) না।

ছোনে ॥ শুন্, আজকের সওদা হোলো সাতশো পঁয়ত্রিশ রূপিয়া ইগার আনা॥

লালুয়া ॥ সবচে কম্তি সওদা কোন্ করলো?

ছোনে ॥ কিদার। ইগার রূপিয়া ইগার আনা।

লালুয়া ॥ ইত কম! আর বেশী?

ছোনে ॥ কালুয়া। দু'শো বিশ—

লালুয়া ॥ চারশো বিশ কোরে দু'শো বিশ? আচ্ছা ঠিক আছে; (যেতে যেতে) হাঁ শুন্, মনুয়ার আমদানি কোতো হোল?

ছোনে ॥ সে···বিয়াল্লিশ রূপিয়া।

লালুয়া ॥ (খুশীতে) বিয়াল্লিশ রূপিয়া? সাব্বাস, উ দেখছি ইক্দম তৈরী হ'য়ে গেল। (প্রস্থানোদ্যত)

ছোনে ॥ কুথায় যাচ্ছিস বে?

লালুয়া ॥ (কৃত্রিম রেগে) তোর বাপের কোঠিতে যাচ্ছি বে। (হেসে) আবে ডিরিস বদ্লাতে যাচ্ছি বে—ডিরিস বদ্লাচ্ছে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ছোনে ॥ লালুয়া, একঠো সিগ্রেট ভেজে দিবি বে। (একটু পর টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে অতীনলালের জিনিষ ঘাটতে থাকে, বীথন ঘরে ঢুকবার সময় আওয়াজ হয়; ওর দিকে না ফিরেই) আবে সিগারেটটা দিয়ে যা। (কোন উত্তর না পেয়ে) আবে হর্রানি ছোড়ে দিয়ে হাতের মধ্যে ঘুষিয়ে দে। কি বে শালা—ও তুই!

বীথন ॥ হাঁ।

ছোনে ॥ হামার সঙ্গে তুই তামাসা কর্ছিস?

বীথন ॥ না। ওস্তাদের কাছে এসেছিলাম।

ছোনে ॥ হর্‌দিন উস্তাদের সঙ্গে তোর এত কিসের দরকার থাকে বে ?
বীখন ॥ (রেগে) তবে কি তুমার মোত সং সেজে ঝুট্ বলতে শিখব ?

[লালুয়ার প্রবেশ]

লালুয়া ॥ কি বে ছোনে, তুই কি ফিন্ ওকে ঝুট্ বলবার তালিম দিতে সুরু করলি ! (এগিয়ে যেতে গিয়ে ড্রয়ার খোলা দেখে) ছোনে, ফিন্ হামার ডরার্ খুল্‌লি ?
ছোনে ॥ না বে একটা মাচিস্ খুঁজ্‌ছিলাম।
লালুয়া ॥ (চিৎকার ক'রে) মাচিস্ খুঁজ্‌ছিলিস্ ? মাচিস্ খুঁজ্‌ছিলিস্ ? খুব ঝুট্ বলতে শিখেছিস্। সেদিন ভি ঝুট বোলে—
বীখন ॥ ওস্তাদ তুমার মাচিস্‌টা—(ইঙ্গিতে সিঁড়িটা দেখায়)
লালুয়া ॥ কি হোল ? হামার কথার মাঝে—(সিঁড়ির উপরে রঞ্জনবাবুকে দেখে) আরে রঞ্জনবাবু—সেলাম সাব্।
রঞ্জন ॥ সেলাম। কিরে তোদের এত গোলমাল কিসের ?
লালুয়া। ও কুছু লোয় সাব্।
রঞ্জন ॥ (চেয়ারে বসতে বসতে) হাঁ ভাল কথা, এই নে—(চাদরেব ভেতর থেকে একটা দিশি মদের বোতল লালুয়ার হাতে দিল) একেবারে বাজারের সেরা। কিরে, পছন্দ হয়েছে তো ?
লালুয়া ॥ উস্তাদ, আজকাল এ দিশি মালে মন লড়ে না। যে জায়গার দিল্ সে জায়গাতে বসে থাকে, ইকদম ইদিক উদিক হোয় না। সাব্, এ দিল পুরা বিলাইতি চায়। (টেবিলের উপর বোতলটা রেখে দেয়)।
রঞ্জন ॥ তাহ'লে তোর খুব উন্নতি হয়েছে বল ?
লালুয়া ॥ হাঁ হাঁ হামার ভি হোল—কোম্পানীর ভি হোল।
রঞ্জন ॥ হাঁ শোন, তোরা তিন জনেই এখানে আছিস, গোপনে একটা কাজ হাঁসিল করতে হবে।

বীথন ॥ চিপ্‌কে ছাড়া আওয়াজ তুলে তো ইখানে কোন কাম হোয় না সাব্‌।

ছোনে ॥ কী বেওপার সাব্‌।

রঞ্জন ॥ পার্কসার্কাসের সেই গলিটা—আঃ, যেখানে মাংস বিক্রী হয়, প্রথম হলদে রংএর বাড়িটা, বাইশ বছরের একটি মেয়ে—রোজ অফিসে যায়, পথের মধ্যে তাকে সরিয়ে দিতে হবে।

ছোনে ॥ সরিয়ে লিয়ে আসব সাব্‌?

রঞ্জন ॥ একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। একাজের জন্য কাকে পাঠান যায়! (একটু ভেবে) বীথন তুই যাবি, সঙ্গে চুণীলাল আর কেদারকে নিবি—আর কাল রং-এর বুইকটা নিবি—

বীথন ॥ কোবের মধ্যে কাম শেষ কোরতে হোবে সাব্‌?

রঞ্জন ॥ আগামী শুক্রবার। লালুয়া, তুই গাড়ী চালাবি আর গাড়ীর গায়ে false number plate টা লাগিয়ে নিবি। কাজের যদি এদিক-ওদিক কিছু হয়, তবে তোর গায়ের চামড়া আমি খুলে নেব।

[লালুয়া কথার উত্তর না দিয়ে কি যেন চিন্তা করতে থাকে]

কি, আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

[বীথনের কথাটা লালুয়ার মনে বিদ্রোহের সুর তোলে—"জান ওস্তাদ, বাচ্চাটার মার কি হালাৎ হোল, তাকে হাস-পাতালে চালান করা হোল—তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল,—কান্‌তে কান্‌তে ইকদম পাগলা বুনে গেল"]

কিরে চুপ ক'রে রইলি কেন?

লালুয়া ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) উ হামি পারব না সাব্‌।

রঞ্জন ॥ কেন?

লালুয়া ॥ আর মায়ের চোখের জল ফেলাতে দিল্ হামার চায় না।

রঞ্জন ॥ লালুয়া!

লালুয়া ॥ সেলাম, মাফি মাংছি।

রঞ্জন ॥ তুই করবি না ?

লালুয়া ॥ না।

রঞ্জন ॥ তুই করবি না ?

লালুয়া ॥ জরুর না।

রঞ্জন ॥ আশা করি তুই আমায় ভাল ক'রে চিনিস ?

লালুয়া ॥ উস্তাদকে হামি চিন্‌ব না! তুমি উস্তাদ বড়ো জলের মাছ। দরকারে খেলতে ভি জান—দরকারে ঝাপ্‌টা দিতে ভি জান।

রঞ্জন ॥ তোকে আমি কি করতে পারি জানিস ?

লালুয়া ॥ হাঁ হাঁ, ধরিয়ে দিতে পার।

রঞ্জন ॥ শুধু তাই নয়। যদি দরকার হয় তোমাকে আমি সারাজীবনের মত কালাঘরে পাঠিয়ে দেব। যেখান থেকে তুমি আর কোনদিন—

লালুয়া ॥ এ্যাই দেখ—তুমি ঘাব্‌ড়ে গিলে সাব্‌! একটা ছোট্ট ভড়কি দিলাম বুঝতে পারলে না ? আরে বাবা পঁয়তিরিশ বছরের তালিম কি বেইমানি কর্‌তে পারে ? সাব্‌, সব কাজ হামি একা ফিলিস্‌ লিব, লেকিন আউর দো বোতল—

রঞ্জন ॥ বেশ, তাই পাবি, তবে—

লালুয়া ॥ তোবে উ দিশী মালে চোল্‌বে না। পিউর ডেরাইজন—

রঞ্জন ॥ (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা তাই পাবি।

লালুয়া ॥ ব্যস্‌ হামি ভি তুমাকে জবান দিলাম। বীথন চল্‌, হাতের কাজ-গুলো ফিলিস্‌ লিবি। হাঁ শুন, উ কেলাচ্‌ দুটো লিয়ে আয়। আবে খিলোয়াড়কে খিলাতে হোবে। (অতীনলাল ও বীথনের প্রস্থান)

রঞ্জন ॥ ছোনে, লালুয়াকে বলবি আমি বুধবারে আসব। তখন বলে যাব কাকে কি করতে হবে। আর শোন, লালুয়ার ওপর ভাল করে নজর রাখবি।

ছোনে। ঠিক আছে সাব্‌।

রঞ্জন ॥ আজকের Income দে—

ছোনে ॥ সাতশো পঁয়ত্রিশ রূপিয়া ইগার আনা—

রঞ্জন ॥ কিন্তু যে কাজ দিলাম—

ছোনে ॥ ভাবতে হোবে না সাব্।

রঞ্জন ॥ সব খবর আমায়—

[অতীনলালের প্রবেশ]

লালুয়া ॥ আবে এই ছোনে, ইথানে কথার তুবড়ী জ্বালাচ্ছিস্। উদিকে সব কুত্তারা ফিরে এসে খিদের জ্বালায় হাঁক পার্তে সুরু করল। যা— জলদী যা। (ছোনেরামের প্রস্থান)

লালুয়া ॥ হামার কথায় গুস্সা হল উস্তাদ? আরে হামার নাম অতীনলাল। জবান্ দিলে জীবন খতমের আগে উর কোন পাল্টা হয় না। (হেসে) আই দেখ, ফিন্ তুমার গুস্সা গেল না। চলো উস্তাদ্, তুমাকে জেরা বাড়ীর দিকে ঠেলকে দিয়ে আসি। (রঞ্জনকে ধরে)

রঞ্জন। আরে ছাড়, ছাড়,—আমি নিজেই যাচ্ছি—

লালুয়া ॥ হামি ছাড়বো না—আরে চলোই না বাবা—

[হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান]

(আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিল)

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

(রঞ্জন সান্যালের ড্রইংরুম। দৃশ্যসজ্জা পূর্বের মতই। মঞ্চের পর্দা উঠলে দেখা যাবে গ্রামোফোনে "ঐ জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা" রবীন্দ্র সংগীত বাজছে। সোফায় বসে অপর্ণা গভীর চিন্তায় মগ্ন। গানের মাঝেই কুনাল মিত্র ঘরে প্রবেশ করে। সাহেবী পোষাক পরিহিত, মুখে

পাইপ। বয়স সুবীরের সমান। তার আচার ব্যবহার সমস্তই ইংরাজী কায়দায় তৈরী]

কুনাল ॥ (গানটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে) রেকর্ডের উল্টো পিঠটা দেব কি?

অপর্ণা ॥ (চম্‌কে) কে ? ও তুমি !

কুনাল ॥ Yes my darling. সেই আদি ও অকৃত্রিম আমিই বটে। ভয় পেয়েছিলে নাকি ?

অপর্ণা ॥ No. কিন্তু আমাকে খবর না পাঠিয়েই একেবারে—

কুনাল ॥ তোমার কাছে খবর পাঠিয়ে আসার stage বহুদিন আগেই আমার over হ'য়ে গেছে। Isn't it ?

অপর্ণা ॥ (হেসে) বসবে না ?

কুনাল ॥ Oh sure. (অপর্ণার পাশে বসে) Now ?

অপর্ণা ॥ Now say, tea or coffee (দুজনেই হেসে ওঠে)

কুনাল ॥ তুমি দেখছি আমাকে সম্পূর্ণ চিনে নিয়েছ।

অপর্ণা ॥ আর তুমি ?

কুনাল ॥ (অপর্ণাকে কাছে টেনে নিতে যায়) সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না পর্ণা।

অপর্ণা ॥ (হঠাৎ সোফা থেকে উঠে) দাঁড়াও তোমার জন্যে—(কুনাল হেসে ওঠে) কি, হাসলে যে ?

কুনাল ॥ তোমার এই ভয় দেখে। Really পর্ণা, তোমার মত society girlএর কাছ থেকে আমি কিন্তু এই রকম আশা করিনি।

অপর্ণা ॥ আশাটা আপাতত কফিতে মেটাও। By the by, coffee hot or cold ?

কুনাল ॥ (একটু ভেবে) Hot.

অপর্ণা ॥ (নেপথ্য লক্ষ্য করে) ভজুদা, ভজুদা—

[নেপথ্য থেকে ভজহরি—"যাই"]

অপর্ণা ॥ আসতে হবে না, দু'কাপ কফি নিয়ে এসো।

(সুবীরের প্রবেশ)

সুবীর ॥ দু-কাপ নয় ভজুদা, তিন কাপ। Just in time, কি বল কুনাল ? (কুনাল উঠে দাঁড়ায়) Sit down friend, sit down. হ্যাঁরে অপু, Dady কোথায় ?

অপর্ণা ॥ বাড়ীতে নেই।

সুবীর ॥ কোথায় গেছে জানিস ?

অপর্ণা ॥ জানি না।

সুবীর ॥ তোকে কিছু বলে গেছে ?

অপর্ণা ॥ না।

সুবীর ॥ যা জিজ্ঞেস করি তাই না, তবে জানিসটা কি ? কি জানি— (কুনালকে দেখে) Oh ! sorry sister আমি coffeeটা খেয়েই চলে যাব।

অপর্ণা ॥ তোমায় যেতে হবে না—আমরাই যাব।

সুবীর ॥ তাই নাকি ! কোথায় ?

অপর্ণা ॥ Club-এ।

কুনাল ॥ হ্যাঁ, আমাদের club-এ আজ একটা ভাল dance programme আছে।

সুবীর ॥ কি রকম ?

কুনাল ॥ Miss Cheen আজকে dance করবে। Really Subir, I have never seen such a charming Chinese lady before.

সুবীর ॥ Lucky—তা কোথায় দেখলে তাকে ?

কুনাল ॥ ঐ তো পরশুদিন Mamboতে একটা ককটেল পার্টি ছিল, সেখানেই তাকে প্রথম নাচতে দেখি। কাকাবাবু, I mean your father, তিনিও সেখানে ছিলেন—দেখেছেন।

সুবীর ॥ বাকী তাহলে শুধু আমি ?

কুনাল ॥ অপর্ণাও দেখেনি। To speak the truth অপর্ণার জন্যই আজ dance-এর programme দিয়েছি। যাবে তো চল না,—আটটায় time দিয়েছি।

অপর্ণা ॥ দাদা আবার নাচানাচিটা পছন্দ করে না। তুমি শুধু শুধু request করছ।

সুবীর ॥ অপু ঠিক কথাই বলেছে, আমি আবার তোমাদের দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হয়ে জন্মেছি কিনা !

[কফি নিয়ে ভজহরির প্রবেশ]

Thank you ভজুদা। এই নাও কুনাল (কফি পরিবেশন করে) আচ্ছা কুনাল, তোমরা গল্প কর আমি ভিতরে যাচ্ছি, আমার একটু কাজ আছে।

[প্রস্থান]

ভজহরি ॥ (অপর্ণাকে লক্ষ্য করে) রাত্তিরি কি খাবে বলে যেও। শেষে ফিরি আসি বলবে এটা হোলনা কেন, ওটা করতি কে বলেসিল, ও সব কিসু আমি শুনতি পারব না।

কুনাল ॥ তোর দিদিমনি আজ রাত্রে কিছু খাবে না যা।

অপর্ণা ॥ শুন্‌লে তো যাও।

ভজহরি ॥ যেতেসি।

(বেগে প্রস্থান)

অপর্ণা ॥ তোমার কি দরকার ছিল বলতো—দাদাকে invite করার ?

কুনাল ॥ Really সুবীরটা একটা অদ্ভুত। (সোফা থেকে উঠে পড়ে)

অপর্ণা ॥ আর ওর বন্ধুগুলো এক একটা আস্ত ভূত। (কুনাল ওর দিকে ঘুরে তাকায়। অর্পণা হেসে উঠে) Of course তুমি ও দলে নও।

কুনাল ॥ (হেসে) তা যা বলেছ। বরেন না রবীন বলে একটি ছেলে—

অপর্ণা ॥ বারীন রায় বোধ হয়।

কুনাল ॥ Right you are ! তুমি চেন নাকি ?

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ—মানে—দাদার মুখে প্রায়ই ওর নাম শুনিতো।

কুনাল ॥ হ্যা ; ঐ হোল সুবীরের best friend. ছেলেটা অবশ্য brilliant scholar, একসঙ্গে পড়েছি জানিতো—কিন্তু হলে কি হবে he is not fit for our society. Just like—বাংলা ছবির একটা hero আর কি। wait, wait তুমি বোধ হয় বারীনকে দেখে থাকবে।

অপর্ণা। কোথায় বলতো ?

কুনাল ॥ গতকাল Mambo থেকে বেরিয়ে আমরা যখন গাড়ীতে উঠছিলাম তখন যে ছেলেটি এসে আমার কাছে time জানতে চাইল সেই তো বারীন রায়। (অপর্ণার কাছে গিয়ে) তোমার দিকে ভাল করে লক্ষ্য করছিল দেখলাম। তুমি দেখনি ?

অপর্ণা ॥ তা হবে। আমার ঠিক মনে পড়ছেনা। ঘুমে তখন আমার চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল।

কুনাল ॥ Oh darling, কাল তোমার অতটা drink করা উচিৎ হয়নি।

অপর্ণা ॥ (কুনালের কাঁধে হাত দিয়ে) কাল আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখেছি জান কুনাল ?

কুনাল ॥ I think that's a happy dream—

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ। দেখলাম বিয়ের পর honey-moon-এ গেছি, প্যারীতে। আচ্ছা কুনাল, আমাদের বিয়েটা কবে হবে বলতো ?

কুনাল ॥ That doesn't matter, (হেসে) তবে তোমার বাবা আর আমার বাবা যবে দেবেন।

অপর্ণা ॥ Dady তো বলেছিল কবে নাকি একটা party ডেকে আমাদের engagement date announce ক'রে দেবেন।

কুনাল ॥ But we are going to fail to-day's engagement,—the dance. See the time—please—।

অপর্ণা ॥ Oh ; seven-thirty, Let's go, (ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে প্রসাধন করতে থাকে)।

কুনাল ॥ (একটু পর ওর কাছে গিয়ে) Simply charming !

অপর্ণা ॥ Really ! Just a minute, ভজুদা—ভজুদা—

কুনাল ॥ আবার কি কফি নাকি ?

অপর্ণা ॥ No.

[ভজহরির প্রবেশ]

ভজুদা, Dady এলে ব'লো আমরা club-এ গেছি—ফিরতে রাত হবে, আর...

[সুবীরের প্রবেশ]

সুবীর ॥ একি, তোমরা যাওনি এখনও ? আটটা তো বাজে !

অপর্ণা ॥ দাদা, Dady এলে বল' আমরা clubএ গেছি। dance আছে —যদি—

সুবীর ॥ যদি টদি কিছু নয়, দেখ গিয়ে Dady তোমদের জন্যে club-এ wait করছেন—হাজার হোক তোমাদের club-এর President তো তিনি !

কুনাল ॥ অচ্ছা good-night সুবীর। ভজু, তোর দিদিমনি আজ রাত্রে খাবেনা। এসো অপর্ণা—

(প্রস্থানোদ্যত)

সুবীর ॥ শোন কুনাল, ভজুদাকে আমরা দাদার মত সম্মান করি। আমি আশা করি—আমার বা অপুর কোন বন্ধু-বান্ধব তাকে সেই সম্মানটুকু দেয়। আচ্ছা good-night,

(কুনাল ও অপর্ণার প্রস্থান)

ভজহরি ॥ দাদাবাবু, এই বুঝি দিদিমণির বর।

সুবীর ॥ হ্যাঁ। কেমন হবে বল তো ?

ভজহরি ॥ হলি পরেই দেখতি পাবে। আমি আর কি বলবো ! (একটু ভেবে) দাদাবাবু, তুমি এবারে একটা বে কর।

সুবীর ॥ ওরে বাবা ! আমি বিয়ে করব !

ভজহরি ॥ কেন ?

সুবীর ॥ দেখছতো এ বাড়ীর কারুর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না।

ভজহরি ॥ তা মতটা পেরকাশ না করলিই তো সলবে। খাবে দাবে আর পড়ি পড়ি ঘুমুবে।

সুবীর ॥ ব্যস! আচ্ছা ভজুদা, তেমার সঙ্গে তোমার বৌ-এর বুঝি কোনদিন ঝগড়া হয়নি ?

ভজহরি ॥ (হেসে) সুযোগ দিলি তো হবে। আমি তো দিনের বেলায় কাজ কম্মে বাইরি বাইরি থাকতুম—তখন বৌ যা খুসী তাই করত, আমি কিস্যু বলতাম না। আর রেতের বেলায় বাড়ী ফিরি এলি বৌ আমারে যা বলতো আমি তাই করতাম। তা'হলি ঝগড়াটা হয় কেমন করি বলতি পার ? (দু'জনেই হেসে ওঠে)

সুবীর ॥ একেবারে বৌ এর ভেঁড়া বল ?

ভজহরি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! ভ্যাঁ…(বুঝতে পেরে থেমে যায়)।

[সুবীর জোরে হেসে ওঠে]

[আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিল।]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[মঞ্চের পর্দা উঠলে দেখা যাবে অতীনলালের ডেরা। সময়—গভীর রাত্রি। মনুয়া চুপ করে বসে আছে, ছিপ্পু মদ খেয়ে বেঞ্চে বসে আছে; বদ্রী ঢোল বাজাচ্ছে, কালুয়া ও বীথন চিৎকার করে গান গাইছে, বিট্‌লী গানের সঙ্গে মুখে 'ম্যারাকাস্' বাজাচ্ছে। গানটা হিন্দী ফিল্মের গান—'দিল-কা হাল্ শুনে দিল্ওয়ালা'। কিদার নাচছে আর ছক্কু গানের মাঝে মাঝে 'বোম্ কিদার' বলে চিৎকার ক'রে উঠছে। গানের মাঝেই কিদার পেট চেপে বসে পড়ে……]

সামসেদ ॥ (গান ধরে) রজ্জগম……বচপন… (তোতলাতে সুরু করে)
বদ্রী ॥ আরে বসে যা! (টেনে বসিয়ে দেয়)
বীখন ॥ কিরে বোসে গেলি কিনো?
কিদার ॥ পেটের মধ্যে মোচড় মারছে।
কালুয়া ॥ কিনো বে?
কিদার ॥ আরে ছোনেরামের রোটি—
বীখন ॥ আঁ! রোটি! উকে রোটি কে বলবে বে, টিনের চাকাত বোল—

[সকলে হেসে ওঠে]

কিদার ॥ ঐ চাকৃতি এখন পেটের মধ্যে চক্কর লিচ্ছে।
বীখন ॥ তুই ভি চক্কর লিয়ে লাচতে সুরু কর—দেখবি পেটের চক্কর ইক্‌দম্ বন্ধ হ'য়ে গেছে।
কিদার ॥ (দাঁড়িয়ে) না হামি লাচব না। সর্দারকে হামি সাপ কথা বোলে দিব—জানোয়ারের মত হামাদের জিন্দা রাখবার কি দরকার রইল? হরদিন ভঁইসের মত খাটি, লেকিন রাতে এসে ছোনের বানানো চামড়ার মত রোটি—
কালুয়া ॥ খেয়ে হামাদের দিল খুশীতে ভরে যায়—আঁ? (হাসতে সুরু করে)
কিদার ॥ (রেগে) মশকরা ছোড় কালুয়া। বাড়ীর কুত্তাকে ভি বাড়ীর লোকে পেয়ার করে, মদত জুগাবার জন্যে পেটভরে খেতে ভি দেয়; হামাদের খুনের বদ্‌লি যাদা পয়সা কামাই কোরে, লেকিন হামরা বিমার আউর ভুখা থাকলে লজর লেওয়ার বদলি চাবুক মেরে হামাদের গায়ের চামড়া নামিয়ে দেয়। হা আল্লা—ই জীওনের কি দরকার ছিল! (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)।
বীখন ॥ হাই দেখো—তুই বাচ্চা ছেলের মত কানতে সুরু করলি! আর শুন্ ইখান থেকে পালাবার কৌশিস করা ভুল। সব জায়গায় রঞ্জনবাবুর চোখ রইল। শুন্ কিদার, দিল ভরে লাচতে সুরু কর—দেখবি সব দুখ আউর

দিলের কষ্ট তুই ভুলে গেলি। (কিদার অসহায়ের মত বীথনের দিকে তাকায়) আরে হামার ভি তো তোর মত কষ্ট হয়, লেকিন কষ্ট যখন হোয় তখন ঝুট্ ঝামেলার কাজ করে হামি হামার তগদিরের কথা ভুলে থাকি।

কালুয়া॥ দূর উসব বড় কথা ছোড়, লাচা সুরু কর—সব দুখ আউর দরদ ইক্‌দম্ লেপ্টে বসে যাবে। (হাসতে সুরু করে)।

কিদার॥ বলছিস? তবে গানা সুরু কোর।

কালুয়া॥ (খুশীর সঙ্গে) লে ইষ্টার্ট। এই মাইরী, সর্দার তো ভিতরে আছে, বেশী চিল্লালে সর্দার যদি গুস্‌সা কোরে ?

বীথন॥ হাঁ—(ভাবতে সুরু করে)

কালুয়া॥ (চিৎকার করে) আঁ।—বিট্‌লি ইধার আয়, শুন, তুই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক, উস্তাদ এলে—বাথন বলে দে—

বীথন॥ (একটু ভেবে) কুত্তার ডাক ডেকে লিবি।

বিট্‌লি॥ ডেকে লিব—ডেকে লিব— (দরজার কাছে চলে যায়)

[গান সুরু হয়। আগের গান। গান ক্রমশঃ জোরে বেড়ে ওঠে]

[অতীনলাল রেগে মঞ্চে প্রবেশ করে]

লালুয়া॥ কি বে জানোয়ারের দল, ফুর্তি দেখছি সব লক্‌লকিয়ে উঠল। (সকলে যে যার জায়গায় আগের মত বসে পড়ে) ভাগ্ ইখান থেকে— (চিৎকার ক'রে) ভাগ্ ইখান থেকে—

[সকলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বিটলি মুখে ম্যারাকাস তখনও বাজিয়ে চলেছে। বাজাতে বাজাতে ঘুরে অতীনলালকে দেখে হঠাৎ কুকুরের ডাক ডেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়]

ছিপ্পু॥ (টল্‌তে টল্‌তে সমস্ত ঘরটাকে ভাল করে দেখে...লালুয়ার কাছে এসে) তবে হামি কোথায় লিদ্ যাব উস্তাদ ?

লালুয়া। (রেগে) যা হাট্—(মুখটা চেপে ছিপ্পু চলে যায়)

বীথন॥ (কালুয়াকে সঙ্গে নিয়ে) উস্তাদ, গরমের জন্মে ঘুম লিতে পারছি না

লালুয়া ॥ অন্যদিন হলে হামি কুছ্ বলতাম না, লেকিন আজ হামার মেজাজটা ঠিক বলছেনা।

বীখন ॥ (একটু ভেবে) উস্তাদ, তুমি ভি জেরা হামাদের সঙ্গে গলা থাকানি মা—(লালুয়া ঘুরে তাকায়) আচ্ছা ঠিক আছে উস্তাদ্।

[সেলাম ক'রে কালুয়া সহ প্রস্থান]

লালুয়া ॥ (চিন্তিত অবস্থায় পায়চারী করতে সুরু করে) চোখের থেকে লিদ্ শালা পালিয়ে গিল—বন্দী থাকতে দিল্ হামার চায় না। একদিন হামি পালিয়ে যাব,—লেকিন কুথায় যাব ? যেখানে যাব সেখান থেকে রঞ্জন বাবুর সাঁড়াশী হামাকে পাক্ড়িয়ে লিয়ে চলে আসবে। (ড্রয়ার থেকে বোতলটা বার ক'রে) একদিন হামি গলায় লিজেই ফাঁসি চড়িয়ে দিব। [মদ খেতে সুরু করে, খানিকটা পায়চারী করে। তারপর আবার মদ খেতে যায়।]

মহুয়া ॥ ওস্তাদ্—ওস্তাদ্—

লালুয়া ॥ (চমকে) কে ?

মহুয়া ॥ হামি মহুয়া ওস্তাদ্।

লালুয়া ॥ মহুয়া ! তুই এত রাত্তিরে ! লিদ্ যাস্ নি ?

মহুয়া ॥ না ওস্তাদ্।

লালুয়া ॥ কিন ?

মহুয়া ॥ তোমার সঙ্গে হামার গোটাকতক পিরাইভেট্ কথা ছিল।

লালুয়া ॥ পিরাইভেট্ ! বোল্ কি কথা। বোল্,—ডর্ আস্ছে ?

মহুয়া ॥ না—মানে—হ্যাঁ ওস্তাদ্। তুমি যদি রেগে যাও।

লালুয়া ॥ তোর ই কথাতে হামার গুস্সা এল। যা বল্বি জলদি বোল্। না হলে তুরন্ত হড়্কে চলে যা। শালা ঠাণ্ডা হয়ে আস্মানের দিকে তাকিয়ে যে ঝিম্ লিব—লেড়ি কুত্তাদের হর্রানোর জ্বালায় তার উপায় রইলো না।

মহুয়া ॥ হামি—হামি...

লালুয়া ॥ (রেগে) হামার মুখ দেখতে এসেছিস ?

মনুয়া ॥ না ওস্তাদ্—হামি ওস্মানীকে—

লালুয়া ॥ ওসমানীকে! বোল্—চুপ. মারলি কেন—বোল্?

মনুয়া ॥ হামি ওসমানীকে—

লালুয়া ॥ পেয়ার করিস্?

মনুয়া ॥ হাঁ—হাঁ ওস্তাদ্—

লালুয়া ॥ পেয়ার করিস্? কিনো করিস্? (রেগে জামার কলার ধরে) এটা কি পেয়ারের জায়গা? শুন্, (ঠেলে দেয়) এ জায়গায় থাকতে হলে পেয়ারের গলায় ফাঁসী লাগাতে হয়—আর দরদ্ জিনিষটাকে চিড়িয়ার মতন হাওয়ার সাথে উড়িয়ে দিতে হয়।

মনুয়া ॥ এখন হামি কি করব ওস্তাদ্?

লালুয়া ॥ পেয়ার করার আগে তো হামার কাছে পুছ করিস্নি—ইখন্ গলা থাঁকাতে এসেছে! ভাগ্ ইখান্ থিকে (চিৎকার করে)—দৌড়ে খিচ্‌লে। (মনুয়া আস্তে আস্তে যেতে থাকে) মনুয়া, শুন্, ইক্দম্ হামার কাছে আয়। (মনুয়া কাছে এল), সাচ্ বোল্, ওস্‌মানীকে তুই জোর পেয়ার করিস্?

মনুয়া ॥ হাঁ ওস্তাদ্।

লালুয়া ॥ জানিস্ মনুয়া, তুই পেয়ার করবি সাধি করবি—ইতে হামার গুস্‌সা আসে না। লেকিন রঞ্জনবাবু জানতে পারলে হামাকে ইক্দম্ খতম্ করে দিবে। আউর তোকে তো জরুর।

মনুয়া ॥ সে কথা হামি ভাল করেই জানি ওস্তাদ। কিন্তু, যে কথা হামি তোমাকে বল্‌তে এসেছি—সেই আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি।

লালুয়া ॥ আরো কথা বাকি রইলো?

মনুয়া ॥ হাঁ ওস্তাদ। রঞ্জনবাবু যাই করুক—তোমাকে হামার বলতেই হবে। হামার সব কথা শোনার পর তুমি হামায় যা বলবে—তাই হামি মাথা পেতে লিব।

লালুয়া ॥ বেশ্—বোল্। হামি শুনব।

মনুয়া ॥ ওস্তাদ্—একটু বাইরে চল।

লালুয়া ॥ কিনে—এ জায়গাটা কি দোষ করলো ?

মনুয়া ॥ সকলে ইখানে ঘুমুতে আসবে। কেউ যদি·········

লালুয়া ॥ শুনতে পায়—তাই ডর্ আস্‌ছে ? ঠিক আছে—ইখানেই বোল্।

মনুয়া ॥ (অতীনলালের কানে কানে) ওসমানীর বাচ্চা হবে।

লালুয়া ॥ (রেগে) উল্লু !!! ই কথা এতদিন হামায় বলিস নি কিন ?

মনুয়া ॥ লজ্জায়···

লালুয়া ॥ (রেগে মনুয়ার গালে চড় মেরে) ওসমানীর বাচ্চা হবে তাতে তুম্‌হার লজ্জার কি রইল ! এ তুই কি করলি মনুয়া ! আর তোর দোষ ভি হামি দিব কিমন করে। হামি শালা চোখ কপালে তুলে আসমানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁই লিইছিলাম। তুকে হামি এত বিশ্বাস করি যে বীখন বলতে এল, হামি তাকে চোট্ দেখালাম্। ইখন্ দেখছি হামার সব বিশ্বাস তুই লষ্ট করে দিলি।

মনুয়া ॥ ওস্তাদ, একটু আস্তে বল। এখন হামি কি করব ওস্তাদ্ ?

লালুয়া ॥ কি বলব হামি। সব তুই গণ্ডগোল করে দিলি। হামার রাতের লিদ্ তুই চোখ থেকে উপড়ে লিয়ে গেলি। (পায়চারি করে, তারপর বোতল থেকে মদটুকু খেয়ে নিয়ে বলে) শুন, বাচ্চাটাকে লষ্ট করে দিতে হবে।

মনুয়া ॥ না—না—ওস্তাদ, ওসমানী কিছুতেই রাজী হবে না। এই তোমার গোড় ধরছি ওস্তাদ, তুমি ওসমানীর বাচ্চাটাকে মের না। (পা ধরে)

লালুয়া ॥ (পা ছাড়িয়ে নিয়ে) না মারলে লাভ কি হবে বোল্ ? রঞ্জনবাবু জানতে পারলে তোর বাচ্চাকে হাওয়ার সাথে ইক্‌দম্ পায়চার করে দিবে।

মনুয়া ॥ রঞ্জনবাবুকে জানতে দিব না।

লালুয়া ॥ আঁ ? (একটু ভেবে) হাঁ, সে বন্দোবস্ত্ হামি করতে পারি। লেকিন, রঞ্জনবাবু জরুর টের পাবে। শালা চুগলীখোর ছোনেরাম হরদিন

হামার পিছু লিয়েছে। ঝুট্ বলে সাহেবের লজর লিয়ে সর্দার বুনতে চাইছে।

মনুয়া ॥ জান ওস্তাদ, বাচ্চা হবে জেনে ওসমানী ওর নাম রেখেছে, সোহাগ। ওই সোহাগকে যদি মায়ের সোহাগে জড়াতে না পারে—ওসমানীর কান্না আর কোনদিন থামবে না। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

লালুয়া ॥ চুপ দু'চার দিন কাটলে—জোয়ান ছেলে মরার জন্য মায়ের কান্না ভি বন্ধ হয়ে যায়—আর তোর ছেলে তো শালা দশ ইঞ্চি।

মনুয়া ॥ কিন্তু…

লালুয়া ॥ কিন্তু সব পরে হ'বে মনুয়া, সব পরে হ'বে—হামাকে জেরা ভাবতে দে।

মনুয়া ॥ তুমি শুধু বল ওস্তাদ, হামার বাচ্চাকে তুমি দেখবে। হামি জানি, তুমি কথা দিলে হামার বাচ্চা ঠিক থাকবে। এই হামি তোমার গোড় ধরছি ওস্তাদ, হামি তোমার গোলাম হয়ে থাকব। তুমি শুধু কথা দাও ওস্তাদ—

[পা ধরে কাঁদতে সুরু করে]

লালুয়া ॥ আঃ—পা ছোড়্ মনুয়া—পা ছোড়্। জীবনভোর অনেক বাচ্চা খতম্ করলাম। হামার জন্যে অনেক মায়ের চোখে জল পড়ল। অনেক বাপ শালা হামাকে গালি দিল। আর একটা বাচ্চাকে জিন্দা রাখবার কৌসিস করতে পারব না? উঠ মনুয়া—(মনুয়া ওঠে) যাঃ—হামি জবান্ দিলাম—তোর বাচ্চাকে হামার লিজের বাচ্চার মত জিন্দা রাখবার কৌসিস্ করব। যাঃ হাট্,—

মনুয়া ॥ ওস্তাদ, তুমি আমার মা-বাপ—

লালুয়া ॥ মা-বাপ লয়, হামি তোর দুশমন্। যা হাট্ (মনুয়া চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়, লালুয়া ডাকে) শুন্ যা বলছি শুনে লে। খুব চেপে থাকবি। কেউ যেন কুছু জানতে না পারে। আর ওসমানীর তক্‌লিফের পয়লা হামাকে খবর দিবি। যাঃ হাট্—

(মনুয়ার প্রস্থান)

হা ভগওয়ান্, এ তুমি কি করলে? বাচ্চা ফুলের মতন, লেকিন কুত্তার ঘরে পাঠালে কেন! আর হামাকে শক্তি দিলে তো শক্ত করলে না কেন—হামাকে শক্ত করলে না'কেন! (কেঁদে ফেলে)

[ছোনেরামের প্রবেশ]

ছোনে॥ লালুয়া, মনুয়াকে কিধার পাঠালি বে?

লালুয়া॥ এখনও লিদ্ যাস্ নি?

ছোনে॥ সে হামার আগের কথার জবাব পাইনি।

লালুয়া॥ তুর ই কথার জবাব—তোর বাপ রঞ্জনবাবুকে দিব। হামার কথার জবাব দে—এখনও লিদ্ যাস্নি কেন?

ছোনে॥ জবাব দিবার দরকার মনে আসছে না।

লালুয়া॥ (ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসে) ফিন্ হামার সাম্‌নে চেত্তা?

ছোনে॥ (নরম হয়ে) ঘুম আসেনি।

লালুয়া॥ ঝুট্—চুপ মেরে হামার খবর জানছিস্। (হেসে) শুন্, শুন্, মনুয়াকে সামনে ভাকুর দোকানে সিগারেট আনতে ভেজলাম।

ছোনে॥ এই রাত তিনটার সময়? দোকান তো জরুর বন্ধ।

লালুয়া॥ আরে হামার নাম শুন্‌লে ভাকু বুদ্ধ, ঘুম ছিটকে ইক্‌দম্ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। হাঁ, রঞ্জনবাবু ফিন্ কবে আস্‌বে?

ছোনে॥ কাল পরশু তো জরুর আসবে না—লেকিন ফিন্ কবে আসবে জানি না।

(অতীনলাল প্রস্থানোদ্যত)

লালুয়া, দু'ঢোক মাল ছোড়, থোড়া ভিজিয়ে লিই।

লালুয়া॥ উখানে ফাঁকা বোতল রইল, পানি ঢেলে খেয়ে লে।

ছোনে॥ (বোতল দেখে) দু'জনের মাল তুই একা ফিলিস্ লিলি?

লালুয়া॥ আজ হামার আউর দরকার ছিল—আজ হামার জানবার দরকার হল—শালা হাম্‌রা মানুষ না জানোয়ার্। আরে, জানোয়ার ভী কামড়াতে জানে; লেকিন হামরা খালি গোড় চাটতে জানি, গোড়। যেমন শালা তুই

ছোনে ॥ সামল্‌কে বাৎ বোল্‌ লালুয়া—

লালুয়া ॥ ই কথা বলে তোর বাপ রঞ্জনবাবুর সামনে হর্‌রানোর কৌসিস্‌ করিস্‌, হামার সামনে লয়।

ছোনে। (বোতল হাতে নিয়ে) আচ্ছা শালা—তাই করব। (প্রস্থান)

লালুয়া ॥ হাঁ বে, তাই করিস্‌—(দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে) আবে শুন্‌, দরকার পড়লে তোর বাপ রঞ্জনবাবুর গোড়ে পানি ঢেলে চেটে লিস্‌। শালা হামার উপর লজর লেওয়া। আবে শুন্‌—হামার নাম অতীনলাল। এক হাঁক মারব তো রঞ্জন আউর ছোনে—এক গামলাতে এসে জল খাবে। হাঁ—হাঁ—ব্বাবা—হাঁ—হাঁ—ব্বাবা— (প্রস্থান)

[আলো নিভিল ও মঞ্চ ঘুরিল]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[রঞ্জনবাবুর ড্রইং রুম। সময় সন্ধ্যা। রঞ্জনবাবু চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ছেন।]

[ধীরে ধীরে গঙ্গাধরের প্রবেশ]

গঙ্গাধর ॥ বাবু···বাবু···

রঞ্জন ॥ কি চাই?

গঙ্গা ॥ কিছু চাই না—আমাকে কিছুদিনের জন্যে ছুটি দিতে হবে বাবু।

রঞ্জন ॥ ছুটি?

গঙ্গা ॥ মায়ের খুব অসুখ—দেশ থেকে চিঠি এসেছে।

রঞ্জন ॥ তা এখানকার একটা ব্যবস্থা করে যেও।

গঙ্গা ॥ তা যাব। আর মা একটু ভাল হ'য়ে পথ্যি করলেই আমি ফিরে আসব।

রঞ্জন ॥ বেশ যেও।

গঙ্গা ॥ বাবু···আমার মাইনেটা যদি···

রঞ্জন ॥ হাঁ—তোমার যা দরকার হয় ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়ে যেও। আর হ্যাঁ, নতুন লোককে কাজকর্মগুলো দেখিয়ে দিয়ে যেও।

গঙ্গা ॥ আজ্ঞে ভজুদাকে আর দেখাবার কি আছে বাবু?

রঞ্জন ॥ কে? আমাদের ভজহরি! ও আবার রান্না শিখলো কবে!

[ভজহরির এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ]

ভজহরি ॥ তোমার বাড়ীতে আমার কত কি শিখ্‌তি হবে—এই নাও।

[চা দেয়]

রঞ্জন ॥ ভজু, গঙ্গাধরের মায়ের অসুখ। কিছুদিনের জন্য দেশে যাবে—ছুটি চাইছে।

ভজহরি। তা একেবারি বিদেয় হও না গোপাল। মা'র অসুখ না সাই। ও হতভাগা দেশে গিয়ে পড়ি পড়ি ঘুমুবে।

গঙ্গাধর ॥ দেখ ভজুদা, ক'দিন রান্নার কাজটা তুমিই না হয়—

ভজহরি ॥ হারামজাদা! কিসু বলি না বলে একেবারি মাথায় উঠিসো! আমি রান্না করব? আমি···রান্না করব!

রঞ্জন ॥ কেন—তুই রান্না জানিস না বুঝি?

ভজহরি ॥ জানব না কেন? কিন্তু ও বল্‌বে তবে আমি করব?

গঙ্গাধর ॥ আমি বলছিলাম যে—

ভজহরি ॥ সুপ কর্‌। দিন দিন সাহস বাড়তিসে। এরপরে কোন দিন বলবি—ভজুদা বাসন মাজতি হবে।

রঞ্জন ॥ আঃ, চঁচাচ্ছিস্ কেন?

গঙ্গাধর ॥ আমার মাথা গরম হয়ি ওঠে। বাবু, ও রান্না বান্না আমি করতি পারব না। সেলে তো রয়েসে—ছেলের বে দাও, বৌ আন—তারপর সে রান্না-বান্না করি খাওয়াবে।

রঞ্জন ॥ তা ছেলের বিয়ে যখন এখন হচ্ছেনা—তখন তোমারই একটা বিয়ে দিয়ে বৌ আনি, কি বল ?

গঙ্গাধর ॥ (জোরে হেসে ওঠে)

ভজহরি। স্থপ-কর্। দাঁত একেবারি সিরকুটি গেল! সল্, রান্নার কাজকর্ম গুলো দেখিয়ে দিবি সল—

রঞ্জন ॥ ভজু শোন, আমার কারখানার কোন লোক এলে এখানে পাঠিয়ে দিবি।

(ভজহরি ও গঙ্গাধরের প্রস্থান)

[রঞ্জন উঠে একটু পায়চারী করে। আবার চেয়ারে বসে। ম্যাগাজিন উল্টায়। আবার উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে—]

রঞ্জন। কাজটা সেরে আমায় খবর দেবার কথা।…তবে কি ধরা টরা পড়ল নাকি ?

[স্থবীরের প্রবেশ]

কে লালুয়া—ও স্থবীর।

স্থবীর ॥ Good evening Dady.

রঞ্জন ॥ Good evening. তুমি এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরলে যে ?

স্থবীর ॥ Circumstances বাধ্য করেছে!

রঞ্জন ॥ তোমার শরীর ভাল আছে তো ?

স্থবীর ॥ তা আছে। কিন্তু Dady, তোমাকে যেন খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে ?

রঞ্জন ॥ চিন্তিত! না—হ্যাঁ—ওই গভর্ণমেণ্টের ঘরে একটা মাল Delivery দেবার কথা ছিল। সেইটাই হ'ল কিনা আমাকে খবর দেবার কথা। অথচ…(ঘড়ি দেখে) যাক গে, কাল কারখানায় গেলেই জানা যাবে।

স্থবীর ॥ সেই ভাল! (যেতে গিয়ে ঘুরে) ও Dady, কাল সকালে আমিও তোমার সঙ্গে কারখানায় যাব। আহা—তুমিই তো বলেছিলে—তোমার বয়স হচ্ছে—কাজকর্মগুলো সব দেখে শুনে—(রঞ্জন স্থবীরের রক্তমাখা জামাকাপড়ের দিকে তাকায়) এই দেখছ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

পার্কসার্কাসের কাছে একদল গুণ্ডা একটি মেয়েকে খুন করতে গিয়েছিল। আমিও ছিলাম সেখানে, মেয়েটাকে save করতে গিয়ে—

রঞ্জন ॥ তোমার কোথাও লাগেনি তো ?

সুবীর ॥ বাইরেটায় কিছু লাগেনি—তবে ভেতরে লেগেছে।

রঞ্জন ॥ কি আশ্চর্য। ভেতরের injury আরও serious, দাঁড়াও আমি এখনই Doctor Senকে একবার

সুবীর ॥ Thank you father তার আর কোন দরকার নেই।

রঞ্জন ॥ দরকার আছে, ছেলেমানুষী কোর না।

সুবীর ॥ না, আর ছেলেমানুষী করব না। আর সেটা ভালও দেখায় না।

রঞ্জন ॥ তোমার কথাগুলো যেন ইঙ্গিতপূর্ণ ; তুমি কি বলতে চাইছ বলত ?

সুবীর ॥ বলতে আমি কিছু চাই না—জানতে চাই।

রঞ্জন ॥ কি জানতে চাও তুমি ?

সুবীর ॥ তোমার ঐ মানুষ-মারা কারখানাটা কবে বন্ধ হবে ?

রঞ্জন ॥ What do you mean by that ?

সুবীর ॥ ভেবেছিলে—রেবাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই মিঃ গাঙ্গুলীর মেয়েকে বিয়ে করতে আর আমার কোন আপত্তি থাকবে না। Only daughter of Mr. Ganguly—মেয়ের রূপ না থাকলেও মেয়ের বাপের রূপো আছে অনেক। কি বল Dady ?

রঞ্জন ॥ না—না ; তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে। দেখ সুবীর, তুমি বোধ হয় আমাকে ভুল বুঝছ।

সুবীর ॥ তুমি এত গভীর Dady, যে তোমাকে বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য। তবে চেষ্টা করছি। জানিনা কবে—(রঞ্জনের চোখাচোখি হতেই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে) আচ্ছা Dady; লালুয়া কে বলতো ?

রঞ্জন ॥ আমার কারখানার লোক। কেন ?

সুবীর ॥ না, একটু আগেই তার নাম করছিলে কিনা—আর লোকটাকে আজ দেখলামও।

রঞ্জন ॥ দেখলে! কোথায় দেখলে তাকে?

সুবীর ॥ পার্কসার্কাসেই। লোকটার bad luck—একজনকে খুন করতে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। তা হিসেবের ভুলে অন্য একজনকে মেরেই তার দলের লোকেরা পালাল। আর লালুয়া বেচারী ধরা পড়ে—

রঞ্জন ॥ লালুয়া ধরা পড়েছে!

সুবীর ॥ ধরা পড়েছিল। তবে তোমার শিষ্য তো—মারধোর খেয়ে কোন-রকমে সট্‌কে পড়েছে। তবে আমিও সেই ফাঁকে তার কানটাকে বেশ ক'রে মুলে দিয়েছি।

রঞ্জন ॥ Scoundrel!

সুবীর ॥ Right-right—,but who is that scoundrel father? আমি না লালুয়া?

রঞ্জন ॥ না-না—কালই আমি লালুয়াকে জবাব দেব। সে যে এরকম তা তো জানতাম না। ভাগ্যিস্ তুমি খবর দিলে। না-না—কবে কোথায় খুন-খারাপী করে আসবে—শেষকালে পুলিশের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সুবীর ॥ Certainly—কান টানলে মাথাকে তো আসতেই হবে। I mean—তুমিই যখন কারখানার মালিক।

রঞ্জন। শুধু কারখানা কেন—এ বাড়ীরও মালিক আমি। সে কথাটা তুমি কোনদিন ভুলে যেও না।

সুবীর ॥ আমার কথাবার্তায় সে রকম কোন ভুল প্রকাশ পেয়েছে কি Dady? No no Dady, আমি ন্যাকামো করতে পারি—কিন্তু বোকামী করতে রাজী নই।

রঞ্জন ॥ (রেগে) সুবীর! তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। I warn you!

সুবীর ॥ Dady, তুমি কিন্তু for nothing আমার উপর রাগ করছ। আমি তো তোমায় আগেই বলেছি—যখন বুঝবো তোমার এই মহৎ জীবনের মধ্যে আমি আর খাপ খাওয়াতে পাচ্ছি না—তখন নিজেই বিদেয় হয়ে যাব—no ঝগড়াঝাটি, no জবরদস্তি, not কিচ্ছু। কেন না সত্যের সঙ্গে জোর খাটে না—খাটতে পারে না—

[উল্কার মত প্রবেশ করে লালুয়া। সমস্ত পিঠটা রক্তে ভেজা—কপালে ও পিঠে ক্ষত চিহ্ন]

লালুয়া ॥ রঞ্জনবাবু !!!

রঞ্জন ॥ Rascal! কাজে গলতি দিয়ে খুনোখুনি করে আমার কাছে এসেছিস কি করতে? যা এখান থেকে—

লালুয়া ॥ সাব্ !!—

রঞ্জন ॥ (চোখ টিপে) কোন কথা নয় যা বেরো—(লালুয়া প্রস্থানোদ্যত)

সুবীর ॥ একটু দাঁড়াও Brother, আমি Dettolএর ব্যবস্থা করে আসছি—

[প্রস্থান]

রঞ্জন ॥ কি ব্যাপার তাড়াতাড়ি বল্?

লালুয়া ॥ সকাল থেকে বসে বসে সাঁঝের বেলায় মেয়েটার দেখা মিল্লো। লেকিন্ উহার সাথে তুম্হার বেটা ভি ছিল।

রঞ্জন ॥ সুবীর ছিল!

লালুয়া ॥ হাঁ সুবীর ছিল—ফিন্ পুছ্ করছ রঞ্জনবাবু? তুমহার ছেলে উর সাথে মহব্বৎ করে—সব জেনেশুনে ফিন্ এক্সান্ লিচ্ছ?

রঞ্জন ॥ তারপর?

লালুয়া ॥ বীথন সিটি মারতেই হামি উদের সামনে গিয়ে পড়লাম—

রঞ্জন ॥ তারপর কি হল বল্?

লালুয়া ॥ তোমার বেটা বাধা দিল। লেকিন্ উকে মারতে তুম্হার মত হামার হাত উঠলো না। মেয়েটা চিল্লিয়ে উঠলো, আর ঐ সামনের মাংসের দোকান থেকে একশালা ছুরি লিয়ে হামাকে...

রঞ্জন ॥ তোকে একেবারে শেষ করে দিলো না কেন?

লালুয়া ॥ আরে বাবা তার আগে বিথন ও শালার বুকে ছুরি ঘুসিয়ে দিয়ে হাওয়া কাট্‌লো। তারপর—

[সুবীরের প্রবেশ]

সুবীর ॥ তারপর আর কিছু নেই। সব খবর আমি তোমার সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি। (Dettol লাগাতে লাগাতে) ইস্, পিঠটা একেবারে লাল হয়ে গেছে।

রঞ্জন ॥ যা—এখন কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল সকালে আমি যাব। গিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করব, কি হল—হাঁ করে দেখছিস কি মুখের দিকে তাকিয়ে?

লালুয়া ॥ সাব্, তুম্হার ডেরাইভারকে একটু বলে দিলে—জেরা গাড়ীটা করে—

রঞ্জন ॥ কি? তোমায় গাড়ী করে পৌছে দিতে হবে!

লালুয়া ॥ আরে বাবা—ই-ডিরিসে গেলে পুলিশে সন্দেহ করে তোমাকে

[রঞ্জনের ইঙ্গিতে থেমে যায়]

সুবীর ॥ (হেসে) Don't hesitate Dady. এই পরম মুহূর্তে তোমার আমার চেনাশোনাটা তো হয়েই গেল। তুমিও আমাকে চিনলে, আমিও তোমাকে জানলুম, সমস্ত লাভ লোকসানের পালা মিটিয়ে ঐ বাকিটুকুই যখন একমাত্র সত্যি—তখন আচ্ছা—Good night brother, Good-luck father.

[সুবীরের প্রস্থান]

[পর্দা পড়িল]

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[অতীনলালের ডেরা। সময় রাত্রি। মঞ্চের পর্দা উঠলে দেখা যাবে ওসমানী একা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। একটু পরে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মহুয়া প্রবেশ করে। ওসমানীকে ঐ অবস্থায় দেখে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে গামছা দিয়ে ওর চোখ বেঁধে ফেলে।]

ওসমানী ॥ কে? আঃ, ছোড়্ ছোড়্ বলছি। বেশী ইয়ারকী করলে হামি চিল্লাব কিন্তু।

মহুয়া ॥ (চোখের বাঁধুনী খুলে দিয়ে) বেশী ইয়ারকী করলে হামি চিল্লাব কিন্তু। লে—চিল্লা। কিরে চুপ মারলি কেন? চিল্লা—

ওসমানী ॥ (মহুয়াকে দেখে হেসে ফেলে) তুই বলে—

[মহুয়া ও ওসমানী হেসে ওঠে।]

মহুয়া। এই ওসমানী, তোর জন্যে সেই জিনিস্‌টা লিয়ে এসেছি।

ওসমানী ॥ কোন জিনিস্‌টা বল তো?

মহুয়া ॥ কোন জিনিস্‌টা? আগে তুই হাঁ কর।

ওসমানী ॥ আগে বল কি?

মহুয়া ॥ আগে তুই হাঁ কর!

ওসমানী ॥ আগে তুই বলনা—

মহুয়া ॥ আগে তুই হাঁ করনা।

ওসমানী ॥ আচ্ছা—এই লে—হাঁ কোরলাম। (হাঁ করে)

মহুয়া ॥ এবার চোখ বোঁজ।

ওসমানী ॥ না—হামি চোখ বুঁজব না।

মহুয়া ॥ তবে হামিও জিনিস্‌টা দিব না।

ওসমানী ॥ আচ্ছা—চোখ বুঁজলাম। (চোখ বোঁজে)

মন্নুয়া ॥ (জিনিষটা মুখে দেয়) কি বল তো ?

ওসমানী ॥ আচ্ছা মন্নুয়া, হামাদের বাচ্চার কথা ছোনে জানতে পারেনি তো ?

মন্নুয়া ॥ তোর তাতে সন্দেহ আছে নাকি

ওসমানী ॥ না বলছিলাম, ওতো সব সময় হামাদের চোখে চোখে রাখছে।

মন্নুয়া ॥ কিন্তু ওস্তাদ কি বলেছে জানিস্ ? ওস্তাদ বলেছে যে হামাদের বাচ্চার যদি কিছু ইদিক উদিক হয় তবে ঐ শালা ছোনের চোখ উপড়ে লিয়ে আসবে।

ওসমানী ॥ (ভয় পেয়ে) না—না—মন্নুয়া, তুই জানিস না ওকে—ও সব্ কুছ্ করতে পারে।

মন্নুয়া ॥ ও সব চিন্তা ছোড়্ ওসমানী।

ওসমানী ॥ কিন্তু কোনদিন যদি রঞ্জনবাবু টের পায়।

মন্নুয়া ॥ হামিও তোর মত সে কথা দিনরাত ভাবি ওসমানী—

[বীথনের প্রবেশ]

বীথন ॥ হাঁ—তাইতো দেখছি ভাবতে ভাবতে তোর কালাচুল ইকদম্ সাদা বুন্‌তে চলল।

ওসমানী ॥ বীথন, তুই চলে এলি ? বাচ্চা ? (বীথন চুপ করে থাকে) চুপ থাকছিস কেন বল ?

মন্নুয়া ॥ (চিৎকার করে) কি রে বল্ না ?

বীথন ॥ ছোনেরামের কাছে।

ওসমানী, মন্নুয়া ॥ ছোনেরামের কাছে !!!

বীথন ॥ হাঃ হাঃ—একটা ছোট্ট ভড়কি দিলাম্ ইকদম্ কাত মেরে গেলি ?—আরে তুর বাচ্চা ইখন উস্তাদের সাথে খেল স্থরু করলো।

মন্নুয়া ॥ (হাসতে হাসতে) সত্যি বীথন, তুই বোধ হয় হামার মায়ের পেটের ভাই ছিলি।

বীথন ॥ উ জন্মে, আঁ—

ওসমানী ॥ আচ্ছা বীথন, রঞ্জনবাবু ইখানে কোতদিন আসে না রে?

বীথন ॥ তা শালা প্রায় তিনমাস ইদিক ঘিঁস লেয় নি।

মন্নুয়া ॥ কি ব্যাপার বলতো?

বীথন ॥ উস্তাদের মুখে শুনলাম সাহেব খুব ব্যস্ত আছে—উর লেড়কীর সাধী হোবে। লে আজকের সওদা ছোড়্, উস্তাদের কাছে জমা দিতে হবে।

মন্নুয়া ॥ ২০॥/০ আনা—(বীথনের হাতে দেয়)

বীথন ॥ মাসের শেষ—সওদা ভাল—আচ্ছা বেটা!

[হাসতে হাসতে প্রস্থান]

ওসমানী ॥ (আবার উদাসীন হয়ে যায়)

মন্নুয়া ॥ আবার কি হল ওসমানী?

ওসমানী ॥ রঞ্জনবাবুর মেয়ের সাধী হবে—না?

মন্নুয়া ॥ হাঁ—কিন্তু কিন বল তো?

ওসমানী ॥ সানাই বাজবে, লোক আসবে—ওরা সব ফুর্ত্তি করবে। ওরা…

মন্নুয়া ॥ থামলি কেন, বল?

ওসমানী ॥ রাতের সময় ঘরে বসে ওরা কথা বলবে—কত কথা। ওদের আবার বাচ্চা হবে। মা-বাপ ওদের কত পেয়ার করবে।

মন্নুয়া ॥ (হতাশ ভাবে) আর হামরা চোরের মত বাচ্চাকে লুকিয়ে রাখ্‌ব। রাতের অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বাচ্চাকে চুমু খেয়ে আসব।

ওসমানী ॥ চ—মন্নুয়া, হামরা ইখান থেকে পালিয়ে যাই। আচ্ছা মন্নুয়া, ইমন কোন দেশ নেই—যেখানে রঞ্জনবাবুর চোখ যাবে না? ছোনেরামের শয়তানী ভি যাবে না? কি রে বল না? চুপ থাকছিস কেন?

মন্নুয়া ॥ হাঁ—আছে।

ওসমানী ॥ আছে! বল—
মনুয়া ॥ চাঁদের দেশ। এছাড়া ইখানে—তুই যেথানে যাবি, সিখান থিকে সুতোর টানে রঞ্জনবাবু ঠিক লিজের কাছে লিয়ে আস্‌বে।
ওসমানী ॥ যাঃ তুই ভীতু, পালাতে ভয় পাস্। হামি জানানা—তোর চেয়ে সাহস রাখি। (ওসমানী প্রস্থানোদ্যতা)
মনুয়া ॥ এই—এই—যাচ্ছিস্ কোথায়?
ওসমানী ॥ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে।
মনুয়া ॥ দাঁড়া—হামিও যাব। আঃ, দাঁড়া না—
ওসমানী ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তোর মুখ দেখব?
মনুয়া ॥ না। হামরা দু'জনে এক সঙ্গে গিয়ে বাচ্চাটার মুখ দেখব' চল—
[মনুয়া ওসমানীর প্রস্থান]

[রঞ্জন ও কালুয়া প্রবেশ করে]

রঞ্জন ॥ তা হলে তোকে যা যা বলেছি মনে আছে তো?
কালুয়া ॥ হাঁ সাব্। (হাঁড়ি নেয় ও দেখিয়ে) এ হাঁড়িতে চলবে সাব্?
রঞ্জন ॥ বাচ্চাটার কত বয়স বললি?
কালুয়া ॥ তা সাব্, প্রায় এক মাস হোবে।
[ছোনে আর একটা হাঁড়ি নিয়ে ঢোকে]
ছোনে ॥ না সাব্, প্রায় তিন মাস হোবে, তাই সে বড় হাঁড়িটা লিয়ে এলুম। কালুয়া ইটা রেখে দে।
রঞ্জন ॥ হ্যাঁ রে ছোনে, আমি যে জানি—মনুয়া বা ওসমানী খবর পায়নিতো?
ছোনে ॥ না সাব্।
কালুয়া ॥ একটিন্ খুব ভাল লিইছি সাব্। ওরা কেউ বুঝতে পারলো না!
রঞ্জন ॥ বাচ্চাটা কোথায় আছে বললি?
ছোনে ॥ কালাঘরে—
রঞ্জন ॥ জানলি কি করে?

ছোনে ॥ বিড়ালের চোখ সাব্। মাছ কোথায় থাকে বুঝতে দেরী হোয় না।
রঞ্জন ॥ সাবাস—সাবাস! কালুয়া—লালুয়াকে একবার ডেকে আন্‌তো।
কালুয়া ॥ সে ইখন কোথায় রইল?
ছোনে ॥ ঢুঁড়ে দেখে লে—

[কালুয়ার প্রস্থান]

রঞ্জন ॥ লালুয়াকেই হাঁড়িটা তৈরী করতে বলতে হবে। সিধে হয়ে যাতে—বাচ্চাটা বসতে পারে।
ছোনে ॥ উ সিধে বলবে সাব্, উ পারবে না।
রঞ্জন ॥ ও পারবে না ওর ঘাড় পারবে। দেখতো ড্রয়ারের মধ্যে জিনিসটা আছে কিনা—
ছোনে ॥ (ড্রয়ার দেখে নেয়) হাঁ—আছে সাব্।
রঞ্জন ॥ ঠিক করে রাখ। দরকার হলে—
ছোনে ॥ ছোট্ট একটা আওয়াজ; ফিলিস লিব—

[অতীনলালের প্রবেশ]

লালুয়া ॥ সেলাম রঞ্জনবাবু, তিনমাস পরে তুম্‌হার শরীরটা ঠিক বলছে তো?
রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—আমার শরীর তো ঠিকই আছে। কিন্তু তুই এখন কি বলবি সেইটে জানতেই তোকে ডেকে পাঠালাম।
লালুয়া ॥ বলিয়ে সাব্, বলিয়ে। তুম্‌হার সব কথার জবাব দিবার হাম্‌ কৌসিস্ করব।
রঞ্জন ॥ আচ্ছা লালুয়া, মন্থয়ার কাজ কারবার কি রকম চলছে?
লালুয়া ॥ উর কাজের জবাব লেই সাব্।
রঞ্জন ॥ হুঁ,—আর ওসমানী?
লালুয়া ॥ পয়লা নম্বর খিলোয়াড়।
রঞ্জন ॥ আচ্ছা—ওরা এখন কোথায় আছে বল তো?
লালুয়া ॥ কিন—ইখানে!

রঞ্জন ॥ হুঁ—আর ওর বাচ্চা ?

লালুয়া ॥ বাচ্চা ! ! !

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—বাচ্চা। চমকে উঠলি যে ?

লালুয়া ॥ একটু—

রঞ্জন ॥ বাচ্চাটা কোথায় ?

লালুয়া ॥ কিসের বাচ্চা ?

রঞ্জন ॥ (ধমকে) মানুষের বাচ্চা। তিনমাস আমি এখানে আসিনি বলে তুই ভেবেছিস এখানকার কোন খবরই আমি রাখি না ? বল, ওর বাচ্চা কোথায় ?

লালুয়া ॥ সব কথা যখন তুম্‌হার কানে চুগ্‌লি হোল, তখন শুনে রাখ রঞ্জন বাবু, বাচ্চা ইথানে আছে। লেকিন—

রঞ্জন ॥ লেকিন-উকিন তোর কোন কথা শুনতে চাই না। বল তুই, এ কথা আমাকে জানাস নি কেন ?

লালুয়া ॥ ডোরে—

রঞ্জন ॥ হুঁ—শোন, ও বাচ্চা আমার চাই।

লালুয়া ॥ লেকিন হামি দিব না। (রঞ্জন কঠিন দৃষ্টিতে তাকায়) অনেক বাচ্চা তো খতম করলে রঞ্জনবাবু, লেকিন তুম্‌হার দলের বাচ্চার বাচ্চাকে খতম কোর না। হামি সাচ্‌ বলছি—বেচারা উসমানী ওকে লিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি তো সেই কথাই বলছি। ওদের স্বপ্ন দেখা যাতে সার্থক হয়, তার জন্যই তো বলছি—ঐ বাচ্চাকে আমি মানুষ করার বন্দোবস্ত করব। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে......

লালুয়া ॥ ব্যস্‌—ব্যস্‌—তুম্‌হার সব কথা হামি সাম্‌ঝিয়ে লিয়েছি।

রঞ্জন ॥ তার মানে ?

লালুয়া ॥ দেখ রঞ্জনবাবু, তুম্‌হাকে চিনতে হামায় বাকি রইল না।

রঞ্জন ॥ না—না—তুই বুঝছিস না লালুয়া—

লালুয়া ॥ আর হামার বেশী বুঝে দরকার নেই। ও বাচ্চা তুম্‌হাকে হামি দিতে পারব না।

রঞ্জন ॥ (রেগে) তুই দিবি না তোর বাপ দেবে !

লালুয়া ॥ তবে হামার বাপের কাছে মাঙ্গো—হামার কাছে লয়।

রঞ্জন ॥ হুঁ। ছোনে, কালুয়াকে জলদি একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

[ছোনেরামের প্রস্থান]

লালুয়া ॥ তোমার এই গোড়্ ধরছি উস্তাদ, ঐ বাচ্চাটাকে খতম কোর না। হামি জানি ও বাচ্চাটাকে হাঁড়িতে পুরে তালগোল পাকিয়ে বাজারে ছাড়লে তুম্‌হার সওদা জাদা হোবে। লেকিন তুম্‌হার লিজের বাচ্চার মত ওকে পালবার চেষ্টা কোর।

রঞ্জন ॥ আহা—ওকে পালবারই চেষ্টা করব। ওর রোজগারের বন্দোবস্ত করব। সেই কথাই তো তোকে—

[ছোনেরাম ও কালুয়ার প্রবেশ]

যা বলেছি সব Ready ?

কালুয়া ॥ হাঁ সাব্।

ছোনে ॥ কাম আভি স্থরু হোবে সাব্ ?

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—

কালুয়া ॥ সেলাম সাব্—

(কালুয়ার প্রস্থান)

লালুয়া ॥ হামার শেষ কথা বলে দিই রঞ্জনবাবু, ও বাচ্চাকে হড়্কাবার চেষ্টা করলে—হামি তুম্‌হার লাম্‌কে ইকদম্ হাওয়া করে দিব।

ছোনে ॥ (ধম্‌কে) লালুয়া, সাহেবের সামনে একটু সম্‌ঝে কথা বল্‌বি।

লালুয়া ॥ চুপ বে। একা থাক্‌লে চুপ থাকিস ; আর তোর বাপ রঞ্জনবাবুকে কাছে পেলে ইকদম্ মাছের মত কাঁপ লিতে স্থরু করিস ?

রঞ্জন ॥ (হেসে) তারপর লালুয়া, এই তিনমাস কাজ কারবার কি রকম চলছে ?

লালুয়া ॥ সে খবর তো তুম্‌হাকে দিয়েছি।

রঞ্জন ॥ হাঁ—তা দিয়েছিস্। কিন্তু…

লালুয়া ॥ কিন্তু সব্ খবর তুম্‌হাকে দিই নি। আঁ…

[ওসমানী ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে]

ওসমানী ॥ ওস্তাদ—ওস্তাদ হামার বাচ্চা—

রঞ্জন ॥ কি রে, তোর আবার কি হোল?

ওসমানী ॥ বল ওস্তাদ—তুমি বল হামার সোহাগকে পাচ্ছি না কেন! কি ওস্তাদ, জবাব দাও! তুমি বল ওস্তাদ—ও কোথায়? চুপ থেক না ওস্তাদ—

ছোনে ॥ এই উসমানী, হামার কাছে আয়। তোর ছেলেকে মানুষ করতে পাঠান হোল। তাকে লিখাপড়া শিখান হোবে—ইস্কুল-কলেজে পাঠান হোবে—

ওসমানী ॥ চুপ কর শয়তান, হামি তোকে বেস্ ভাল করে চিনি। তুমি বল ওস্তাদ, এই হামি তোমার গোড্ ধরছি। তুমি হামার মা-বাপ—জবাব দাও ওস্তাদ—তুম্‌হাকে হামি এত বিশ্বাস করি।

লালুয়া ॥ আঃ—পা ছোড়্ উসমানী—পা ছোড়্—

ওসমানী ॥ তুমি তো হামাকে জবান দিয়েছিলে ওস্তাদ, হামার বাচ্চাকে… রঞ্জনবাবু, হামি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো, লেকিন হামার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দাও!

রঞ্জন ॥ আঃ—সেই কথাই তো বলছি।

ওসমানী ॥ হামি ওর মা রঞ্জনবাবু। ওস্তাদ, তুমি শুধু একটা মুখের আওয়াজ দাও—বল তাকে কোথায় রেখেছো, (বাইরে—বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শোনা যায়) ওস্তাদ—ওস্তাদ, ঐ হামার সোহাগের কান্নার আওয়াজ ওকে ওরা ধরে লিয়ে যাচ্ছে—ওস্তাদ—ওস্তাদ—ওস্তাদ—(অতীনলালের পা জড়িয়ে ধরে। অতীনলাল চীৎকার করে ওঠে)।

লালুয়া ॥ রঞ্জনবাবু !!!

রঞ্জন ॥ ছোনেরাম (ছোনে অতীনলালের পিছনে রিভলবার ধরে। ওসমানী দেখতে পায় না)। শোন ওসমানী, ও বাচ্চা তোর নয়। ও হচ্ছে অতীনলালের।

ওসমানী ॥ ঝুট্ শয়তান ! ওস্তাদ, তুমি বল—তোমার কথা হামি দেব্‌তার মত বিশ্বাস করি, তুমি শুধু বল ও তোমার বাচ্চা—বোল—চুপ্ থেক না ওস্তাদ—

রঞ্জন ॥ বল্—

লালুয়া ॥ হাঁ—ওকে হামি সওদা করে লিয়ে এসেছি।

ওসমানী ॥ কিন্তু হামার সোহাগ ? তাকে—

রঞ্জন ॥ তাকে নিয়ে মন্নুয়া বেড়াচ্ছে।

ওসমানী ॥ ওস্তাদ !

রঞ্জন ॥ বল্—

লালুয়া ॥ হাঁ—

ওসমানী ॥ (পা ছেড়ে) কিন্তু হামার সোহাগকে যদি না পাওয়া যায় রঞ্জনবাবু, হামি তুম্‌হাদের সকলকে ধরিয়ে দিব।

রঞ্জন ॥ চুপ্ কর ?

ওসমানী ॥ শয়তান—হামায় তুমি চুপ করাবে ? হামার কোল থেকে যদি হামার বাচ্চা ছিনিয়ে লাও—তুম্‌হার বাচ্চাও হামি ছিনিয়ে লিব।

রঞ্জন ॥ কি, এতবড় কথা ! ছোনে, নিয়ে যা ওকে—

ছোনে ॥ (ওসমানীর চুলের মুঠি ধরে) চল্, সাহেবকে আঁখ দেখাচ্ছিস্ ? চল্—

ওসমানী ॥ এক্‌শোবার দেখাব, শয়তান—হামার বাচ্চাকে যদি খতম করিস্, তবে তোর বাচ্চার সর্বনাশ হবে,উঃ—ওস্তাদ—ওস্তাদ—

[ছোনে ওসমানীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়]

লালুয়া ॥ রঞ্জনবাবু, বাচ্চাকে ফিরিয়ে দাও।
রঞ্জন ॥ আর কোন কথা নয়।
লালুয়া ॥ বল, বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিবে কি না ?
রঞ্জন ॥ না—আর যার বাচ্চা সে তো—
লালুয়া ॥ সে তো তুম্‌হার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।
রঞ্জন ॥ কে তুই ?
লালুয়া ॥ হামি ওর বাপ, ঝুট্ কথা ছেড়ে সিধে বোল—বাচ্চাকে ওয়াপাশ্ দিবে কিনা ?
রঞ্জন ॥ হুঁ—আমার সামনে চোখ কপালে তুলে কথা বলা হচ্ছে !
লালুয়া ॥ আভি তুম্‌হার সামনে হাত তুলে কথা বলব রঞ্জনবাবু, বল বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিবে কিনা ?
রঞ্জন ॥ লালুয়া, ফের বলছি আগুন নিয়ে খেলা করিস না।
লালুয়া ॥ আরে দূর্ ! তুম্‌হার খেলা উলা কুছু বুঝি না, সিধে বাংলা কথায় বোল—বাচ্চাকে ওয়াপাস্ দিবে কিনা ?

রঞ্জন ॥ না।
লালুয়া ॥ না !!! ফিন্ বোল—
রঞ্জন ॥ না—না—না—
লালুয়া ॥ তুম্‌হার বাপ দিবে রঞ্জনবাবু। (বাঘের মতন রঞ্জনের গলা চেপে ধরে) বোল্, বাচ্চাকে দিবে কিনা ? শালা—ভয় দেখিয়ে তুমি হামাকে ঝুট্ বলালে……
রজন ॥ লালুয়া !
লালুয়া ॥ লালুয়া না—শালা বাপ বোল্, যা হাট্—(ঠেলে দেয়)।
রঞ্জন ॥ শুয়ার—তোমায় আমি—তোমায়—
লালুয়া ॥ (ছুরি বাগিয়ে) ইকদম্ শেষ করে দিব, শুন রঞ্জনবাবু, ও বাচ্চাকে

যদি না পাই—তুম্‌হার লাস্‌কে হামি হাওয়া করে দিব, শালা শুয়ারকি বাচ্চা...

(উত্তেজিতভাবে প্রস্থান)

রঞ্জন ॥ (জামার কলার ঠিক করে হাঁপাতে থাকে)

[ছোনেরাম প্রবেশ করে]

তোর কথা বিশ্বাস না করে আমি দেখছি খুব ভুল করেছি।

ছোনে ॥ কি হোল সাব্‌?

রঞ্জন ॥ আজ লালুয়া আমার গায়ে হাত তুললো! আচ্ছা—ছোনে, আজ আমি চলে যাচ্ছি। আমার মেয়ের বিয়ের তারিখ মনে আছো তো?

ছোনে ॥ হাঁ সাব্‌—বাংলা মাসের বারো।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—(কানে কানে ছোনেকে কি বলে) তা'হলে—ঐ কথাই ঠিক থাকলো। ভুল যেন না হয়।

ছোনে ॥ না সাব্‌।

[রঞ্জন যেতে থাকে, নেপথ্যে বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। রঞ্জন থমকে দাঁড়িয়ে যায়]

রঞ্জন ॥ ছোনে, বাচ্চাটা ওসমানীকে ফিরিয়ে দিবি।

ছোনে ॥ কিন সাব্‌?

রঞ্জন ॥ (ধমকে) যা বলেছি তাই কর —

(প্রস্থানোদ্যত)

ছোনে ॥ সাব্‌, আপনার লাঠিটা পড়ে রইল। (ছড়িটা রঞ্জনের হাতে দেয়)।

রঞ্জন ॥ ভুল যেন না হয়—

(প্রস্থান)

[আলো নিভিল ও মঞ্চ ঘুরিল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

রঞ্জন সান্যালের ড্রইং রুম। অপর্ণার সংগে কুনালের বিয়ের দিন স্থির করবার উৎসব। নেপথ্য থেকে শানাই-এর মিষ্টি আওয়াজ শোনা যায়। সময় —প্রায় বিকেল। মঞ্চের পর্দা উঠ্‌লে দেখা যাবে মঞ্চ শূন্য! একটু পরে ব্যস্ত ও চিন্তিতাবস্থায় সুবীর মঞ্চে প্রবেশ করে]

সুবীর ॥ (নেপথ্য থেকে ভজহরিকে ডাকতে ডাকতে) ভজুদা—ভজুদা, নাঃ, কোথায় যে থাকে সব! (চীৎকার ক'রে) ভজুদা—

[ভজহরি প্রবেশ করে, পরণে পরিষ্কার জামা-কাপড় ও কাঁধে গামছা। একমুখ খাবার চিবুতে চিবুতে সুবীরের সামনে এসে দাঁড়ায়]

এই যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

ভজহরি ॥ (ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—উপরে ছিল)।

সুবীর ॥ ওপরে ছিলে তো সাড়া দিতে কি হয়েছিল? এদিকে আমার চীৎকার করতে করতে গলা চিরে যাওয়ার জোগাড়।

ভজহরি ॥ (মুখের খাবার শেষ ক'রে) সাড়াটা দেব কি করি শুনি? আমি সাক্‌সিলাম যে।

সুবীর ॥ চাক্‌ছিলে!

ভজহরি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় হোটিল থেকি কুলিগুনো সব খাবার এনিসে, তাই ওর মধ্যি থেকি কোর্মাটা একটু সেকে দেখলাম। জানলে দাদাবাবু, কোর্মাটা বড় সমৎকার হয়েসে।

সুবীর ॥ তা না হয় হ'ল, কিন্তু দই মিষ্টি সব কখন আসবে জান?

ভজহরি ॥ না।

সুবীর ॥ কোন দোকানে অর্ডার দেওয়া হয়েছে শুনি?

ভজহরি ॥ অর্ডার তো সেই সাতকড়িবাবুর দোকানে দেওয়া হয়েসে।

স্বীর ॥ ও তাহলে ঠিক আছে ; সাতকড়িবাবুর দোকানে যখন দেওয়া হয়েছে তখন সব জিনিস ঠিক সময়েই এসে পড়বে। হ্যাঁ শোন, ওপরের হল ঘরে টেবিল-চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে ?

ভজহরি ॥ বোধ হয় হয়েসে। ওসব পাতাপাতির কাজ তো বাবুর উপিসের লোক আসি করবার কথা সিল।

স্বীর ॥ তোমার মাথা করবার কথা। যাও—বাইরের বাগানে Dady আছে, Dadyর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওপরে টেবিল চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে কিনা দেখে এস। (ভজহরি ভেতরে যাওয়ার জন্যে এগোয়)। আঃ, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

ভজহরি ॥ বড় হোটিলের খাবারগুনো সব···

স্বীর ॥ আর তোমাকে চাকতে হবে না—আমিই দেখছি। তুমি Dadyর কাছে যাও।

ভজহরি ॥ (বিরক্তির স্বরে) জ্বালাতন !

[দ্রুত প্রস্থান। একটু পর হাসতে হাসতে স্বীরও ভেতরে চলে যায়]

[ভজহরি কিছু পরে গজ্ গজ্ করতে করতে প্রবেশ করে]

ভজহরি ॥ যেদিকি না দ্যাখব সেদিকি একেবারে হুলুস্থূলু কাণ্ড বাঁধি বসবে। নাঃ, এ বাড়ীতে আর থাকা সলবে না। যাই—আবার বাকি খাবারগুলো তাড়াতাড়ি সেকে দিয়ে আসি—

(প্রস্থান)

[রঞ্জনবাবু কয়েকজন ভদ্রলোক ও কান্তিকে নিয়ে প্রবেশ করে]

রঞ্জন ॥ আসুন—আসুন। আপনার ছেলেমেয়েরা সব ?

ভদ্রলোক ॥ আসবে—। স্বীর কোথায় ?

রঞ্জন ॥ ভেতরেই আছে—আসুন। আরে কান্তি, দাঁড়িয়ে কেন ? এসো। তোমার বাবার শরীর কেমন ?

কান্তি ॥ অনেকটা ভাল। সামনের Week থেকেই Assembly-তে বেরোবেন।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা—এসো—

[সকলকে নিয়ে রঞ্জন ভেতরে প্রস্থান করে]

[তিনকড়ি প্রবেশ করে। কাউকে না দেখতে পেয়ে কি করবে ভাবছে—ঠিক এমন সময় নেপথ্যে ভজহরির চীৎকার শোনা যায়—"গংগা—গঙ্গু"—বলি ও ভগীরথের বাচ্চা গঙ্গাধর। নাঃ; এই কুম্ভকর্ণের ছানাটারে নিয়ে আর পারা গেল না, "গঙ্গু—উ—উ"]

[ভজহরি মঞ্চে প্রবেশ করে]

ভজহরি ॥ (তিনকড়িকে দেখে) আপনি ? ওঃ আপনি ! আসেন—আসেন—ভিতরে আসেন—

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে, ভেতরে যাবার দরকার নেই। আমি সাতকড়ি বাবুর…

ভজহরি ॥ ওঃ—আপনিই—

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তার ছেলে তিনকড়ি। দই-মিষ্টি সব…

ভজহরি ॥ এনেসেন ?

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভজহরি ॥ বাঁসিয়েসেন মশায়। আমি তো ভাবলাম কাজের আগে আর এলো না।

তিনকড়ি ॥ কি যে বলেন, রঞ্জনবাবুর বাড়ীর কাজ—সে তো আমাদের নিজেদের কাজ। যাকগে খাবারগুলো বাইরে কুলীর মাথায় আছে। ওগুলো রাখব কোথায় ?

ভজহরি ॥ আমার কোলির উপর রাখেন। আস্‌সা মুস্কিলে পড়া গেল—তর্ তর্ করি ভিতরে সলি এলেন। অথস—

তিনকড়ি ॥ কাউকে দেখতে না পেলে…

ভজহরি ॥ সেঁসাবেন তো মশায়—বলি সেল্লাবেন তো ? যান্—

তিনকড়ি ॥ যাব—কিন্তু…

ভজহরি ॥ আবার কিন্তু কি মশায় ?

তিনকড়ি ॥ বলছিলাম, বাবু কোথায় ?

ভজহরি ॥ এই যে—বাবু আমার ট্যাঁকে রয়িসেন। আস্‌সা বিপদি পড়া গেল! বিবোড় কাজির বাড়ী, কাজের গণ্ডগোল—বাবু কোথায় ঠিক আসে? যান—খুঁজে দেখুন গে—

তিনকড়ি ॥ আচ্ছা—দেখি—

(প্রস্থানোদ্যত)

ভজহরি ॥ ও দাদা—এই যে—শোনেন—

তিনকড়ি ॥ আমায় ডাকছেন ?

ভজহরি ॥ আরে, আপনি সারা যখন এখানে আর কেউ নেই—তখন আর কাকে ডাকব! তা—খাবার এনেসেন? কি কি খাবার এনেসেন?

তিনকড়ি ॥ খাবার—দই, সন্দেশ, মিহিদানা...

ভজহরি ॥ বড় বড় দানা—না ছোট ছোট দানা ?

তিনকড়ি ॥ ছোট ছোট দানা। তারপর—পান্তুয়া, দরবেশ, ক্ষীরের চপ, রাজভোগ,—ক্ষীরের বরফি, ছানার পোলাও, তোতাপুলি...

ভজহরি ॥ বাস্—বাস্—তোতাপুলি। তা কটা কুলি এয়েসে ?

তিনকড়ি ॥ (মনে মনে গুণে নিয়ে) তা—বারটা।

ভজহরি ॥ বা—রো—টা! করেসেন কি মশাই! বাবুরও তো বারোটা বাজাই দিলেন। তা এই সমস্ত কুলিভাড়া কি...

তিনকড়ি ॥ না—না—সে আমরাই দেব।

ভজহরি ॥ ওঃ—আস্‌সা।

(হাসতে হাসতে প্রস্থানোদ্যত)

তিনকড়ি ॥ আচ্ছা—আপনি কি এ বাড়ীর—

ভজহরি ॥ অনেক দিনের পুরাণো—

তিনকড়ি ॥ ওঃ—পুরাণো চা—

ভজহরি ॥ (রেগে) না মশায়—লোক। অতশত আপনার জানবার কি দরকার? যান—বাবু ভিতরি আসেন—

[রঞ্জন মঞ্চে প্রবেশ করে, হাতে একটা হারের বাক্স। সঙ্গে ছোনেরাম ও কালুয়া]

রঞ্জন ॥ কি ব্যাপার—এত চেঁচামেচি কিসের ?

ভজহরি ॥ ঐ যে—সাতকড়িবাবুর দোকান থেকে এয়েসেন।

রঞ্জন ॥ আপনি সাতকড়িবাবুর...

তিনকড়ি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি তাঁর ছেলে তিনকড়ি।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা—। তা সাতকড়িবাবুর কি হোল ?

তিনকড়ি ॥ বাবার খুব অসুখ। তাই আমাকেই আসতে হোল। বাইরে কুলির মাথায় দই-মিষ্টিগুলো আছে, ওগুলো কোথায় রাখব ?

রঞ্জন ॥ আপনি এক কাজ করুন। আপনি ঐ পিছনের দরজা দিয়ে খাবারগুলো নিয়ে যান। আমার ছেলে ভিতরে আছে—সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। যান্— (তিনকড়ির প্রস্থান)

ভজহরি। বাবু, এরা সব—

রঞ্জন ॥ এরাই তো আমার কারখানার লোক। ওপরের ঘরে এরাই তো টেবিল চেয়ার সব সাজাচ্ছিল। (প্রস্থান)

ভজহরি ॥ বুঝেসি।

রঞ্জন ॥ লালুয়া কখন আসবে ?

ছোনে ॥ এসে পড়লো বলে সাব্।

রঞ্জন ॥ ওসমানীর বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিয়েছিস্ তো ?

কালুয়া ॥ হাঁ সাব্।

রঞ্জন ॥ তোরা সব Ready ?

কালুয়া ॥ পুরা রিডি সাব্।

রঞ্জন ॥ তোরা এসেছিস্ ক'জন ?

ছোনে ॥ আমারা সাতজন সাব্।

রঞ্জন ॥ ঠিক আছে। ভজু, ভজু—

[নেপথ্যে ভজহরি—"যাই বাবু"]

ভজুকে সব বলে দিচ্ছি—ও তোদের সব বুঝিয়ে দেবে।

[ভজহরির প্রবেশ]

দেখ ভজু, এখন এদের চা-সরবৎ-সিগারেট, এই সমস্ত বিলি করবার কাজে লাগিয়ে দে। হ্যাঁ—তোমরা কতজন এসেছো ?

ছোনে॥ আমার সাতজন সাব্।

ভজহরি॥ বেশ—সল, আমি তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দিই।

[ভজহরির সঙ্গে কালুয়া বেরিয়ে যায়]

[ছোনেরাম প্রস্থানোদ্যত]

রঞ্জন॥ ছোনে—

ছোনে॥ সাব্—

রঞ্জন॥ ওসমানীর বাচ্চাটার কথা মনে আছে ?

ছোনে॥ হাঁ সাব্, ছক্কু রিডি থাকবে। লালুয়া ইখানে এলেই বাচ্চাকে হড়্কে লিয়ে ইক্‌দম হাঁড়ির মধ্য—ব্যস্।

রঞ্জন॥ ঠিক আছে—যা—

(ছোনেরামের প্রস্থান)

আমার গায়ে হাত তোলা! দেখাচ্ছি এবার—

[অতীনলালের প্রবেশ]

লালুয়া॥ সেলাম রঞ্জনবাবু সেলাম। বড় জোর খেল দেখালে মাইরী, আঃ গিটে যা জোর শানাই বসিয়েছ—উ আওয়াজ শুনে হামার ভি সাধী করবার দিল চাইছে।

রঞ্জন॥ আস্তে—আস্তে, এটা আমাদের আড্ডা নয়। আচ্ছা লালুয়া, ডেরায় এখন কে কে আছে ?

লালুয়া॥ হরচাঁদ, মনুয়া, ছক্কু, উসমানী আর উর বাচ্চাটা।

রঞ্জন॥ তোর কথাই শেষ পর্যন্ত আমায় রাখতে হল। ওসমানীকে ওর বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিলাম।

লালুয়া ॥ উসমানীর খুসী দেখলে তুমি সাম্‌ঝাতে পারতে উস্তাদ—কত ভাল কাজ তুমি করলে।

রঞ্জন ॥ কিন্তু সেদিন তুই শুধু শুধু আমার গাঁয়ে হাত তুললি—

লালুয়া ॥ লেও বাবা—লেও, (একটা হাত রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে) এ হাতটাকে বাদ দিলে হামার ভুলের মাফি হোবে তো? লেও—লেও—

রঞ্জন ॥ যাক্‌, নিজের ভুল তুই বুঝতে পেরেছিস—এতেই আমি সন্তুষ্ট। (বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে দেয়) দেখ লালুয়া, তোদের আমি আমার নিজের ছেলের মত ভালবাসি।

লালুয়া ॥ বাস্‌—বাস্‌, বেশী বললে ওদিনকার মত ফিন্‌ গুস্‌সা চলে আসবে। (দু জনেই হেসে ওঠে। ফুল দিয়ে সাজানো ঘরটার চারিদিক দেখতে দেখতে) তা যাই বল রঞ্জনবাবু, গিট্‌ থেকে স্থরু ক'রে সারা বাড়ী যা ফুলের তালি মার্‌লে,—দেখে মনে হল ই বাড়ী ইক্‌দম (একটু ভেবে) গর্‌মেণ্টের বাড়ী হ'য়ে গেল। (দু'জনেই হেসে ওঠে)

রঞ্জন ॥ তা হ'লে ভাল হয়েছে বলছিস্‌? (হাতের ঘড়িটা দেখে) চারটে বাজে, আর তিন ঘণ্টা পরে সব লোক আসতে স্থরু করবে, অথচ ,একটু দাঁড়া লালুয়া, আমি ভেতর থেকে একটা কাজ সেরে এক্ষুনি আসছি।

লালুয়া ॥ ঘরের চারদিকে লক্ষ্য করতে করতে টেবিলের উপর হারের বাক্সটা নজরে পড়ে। হারটা দেখতে দেখতে) হামার মা বাপের পাত্তা হামি জানি না—হয়ত হামার বোনের সাদী দিবার বয়স হ'ল—হয়ত পয়সার জন্যে সে সাদী ভি বন্ধ হ'য়ে গেল। হয়ত দুটো ভাতের জন্যে হামার মা-বাপ ভুখা মরছে। হামার ভি দিল্‌ চায় কেউ হামাকে পেয়ার করুক, কষ্ট হ'লে বেটা বলে পাশে বসাক, দুঃখ হ'লে হামার চোখের জলের সঙ্গে আর একজনের চোখের জল পড়ুক; জীওনভোর স্বপ্ন-দেখলাম —একটা সুন্দর ঘর বাঁধব। যার সঙ্গে পেয়ার করব, তাকে পাশে বসিয়ে আস্‌মানের চাঁদ দেখে উদাস বন্‌ব। তাই উসমানীর চোখের জল—

[ছোনেরাম ও কালুয়ার প্রবেশ]

ছোনে ॥ কি রে লালুয়া, কাজের বাড়ীর গোলমালে চুপসে ঘুষে গিয়ে মাল লিয়ে হাওয়া কাটছিস ?

লালুয়া ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) খবরদার—

ছোনে । আবে চুপ মার চোট্টা কাঁহাকা—

কালুয়া ॥ হাত সাফাই—ফিন বাত—

ছোনে
কালুয়া } রঞ্জনবাবু—রঞ্জনবাবু—জলদি ইধার আস্থন—

লালুয়া ॥ (লাফিয়ে ছোনেরামের জামাটা চেপে ধরে) শালা চুগলীখোর—বেইমান—

[রঞ্জন প্রবেশ করে]

রঞ্জন ॥ কি ব্যাপার—এত চেচাঁমেচি কিসের ? আরে লালুয়া যে !—কখন এলি ? (লালুয়া অবাক হয়ে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকে ।)

ছোনে ॥ সাব্, কোন ফাঁকে ঘুসে গিয়ে একটা হার লিয়ে হাওয়া কাটছিল !

রঞ্জন ॥ (বিস্মিত হওয়ার ভান ক'রে) হার !!

কালুয়া ॥ হাঁ সাব্ ।

রঞ্জন ॥ (ড্রয়ার দেখে) আশ্চর্য ! কই দেখি হারটা ? (লালুয়া হারটা ছুঁড়ে ফেলে) ঠিকই তো ! এইটাই তো অপুর মার হার। আজকে মেয়েকে আশীর্বাদ করব এইটে দিয়ে ; এই তো একটু আগে কাকে দেখাতে এনে এই ড্রয়ারে রেখেছিলাম। তারপর কি একটা কাজে ভেতরে।...যাকৃগে, (লালুয়াকে লক্ষ্য ক'রে) হারটা তোর হাতে গেল কি করে ?

লালুয়া ॥ সে তো হামার থিকে তুমি বেশী জানবে ।

রঞ্জন ॥ জানাচ্ছি। ছোনে , দেখিস্ যেন না পালায়। আমি পুলিশে ফোনটা করে আসছি ।

(প্রস্থানোদ্যত)

লালুয়া ॥ বাঃ—বাঃ—উস্তাদ, বড়ো জোর চাল চাল্‌লে মাইরী, হামাকে পুরা বুদ্ধু বানিয়ে দিলে? সেলাম উস্তাদ—সেলাম!

ছোনে ॥ চুপ্ মার—

লালুয়া ॥ আবে হাট্। বেইমানী করে বাপের নজর লিচ্ছিস্। সর্দার বন্‌বি, লেকিন—

রঞ্জন ॥ Shut up Rascal. চুরি করে আবার মেজাজ! কালুয়া,—

কালুয়া ॥ সাব্—

রঞ্জন ॥ দেখিস যেন না পালায়। আমি ওর শ্রীঘরের বন্দোবস্ত করে আস্‌ছি।

সুবীর হন্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

সুবীর ॥ এই যে Dady, তুমি এখানে, ওদিকে কুণালের বাবা ফোন করেছিলেন। উনি একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছেন—আসতে একটু রাত হবে। তোমাকে খবরটা দিতে বললেন। তাই—

রঞ্জন ॥ তাতে ক্ষতি নেই। আমাদের Function সুরু হবে ৭ টায়। কিন্তু এদিকে আবার একটা গণ্ডগোল হয়েছে—

সুবীর ॥ কিসের গণ্ডগোল? (সকলকে দেখে) ও তোমার কারখানার!

রঞ্জন ॥ (লালুয়াকে দেখিয়ে) চিনতে পারছ তো? সেই সেদিন ছাঁটাই করার পর থেকে আমার ওপর আক্রোশ, আজ কাজের বাড়ীতে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে এই হারটা নিয়ে পালাচ্ছিল, ভাগ্যিস এরা ধরে ফেলেছে!

সুবীর ॥ ঘর শত্রু বিভীষণরাই ধরে ফেললো শেষ পর্যন্ত! Wonder !!!

রঞ্জন ॥ ওকে Immediately Policeএ handover করা দরকার।

সুবীর ॥ তা দিয়ে দাও না—Matter of a phone.

রঞ্জন ॥ শোন, তুমি বরঞ্চ গাড়ীটা করে ওকে থানায় নিয়ে যাও।

সুবীর ॥ আমি ?

রঞ্জন ॥ তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি থানার O. C. কে এক কলম লিখে দিচ্ছি—তাতেই হবে।

সুবীর ॥ Sorry Father, ও তোমার হাঙ্গামা তুমিই পোয়াও।

রঞ্জন ॥ Alright, ভজু—ভজু—

[নেপথ্যে ভজহরি—"যাই বাবু"]

রঞ্জন ॥ ছোনে—(Search করতে ইংগিত করে)

[ভজহরির প্রবেশ]

ভজু ॥ আমায় ডাক্‌লে বাবু !

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, শোন, Driver-কে গাড়ীটা বার করতে বল্‌! আর—আচ্ছা যা—

[ভজহরির প্রস্থান]

ছোনে ॥ (পকেট খুঁজে কিছু না পেয়ে) ঠিক আছে সাব্‌।

রঞ্জন ॥ কালুয়া, নিয়ে যা ওকে।

[কালুয়া হাত ধরতে অতীনলাল ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে]

লালুয়া ॥ ছোড়্‌ শালা। রঞ্জনবাবু, তুমি রাজালোক—মানীলোক আছ, লেকিন হামাকে পুলিশে ধরালে হামি সব্‌ ফাঁস করে দিব। পার্ক-সার্কাসে খুন ভি করালে ; আর আজ ফিন্‌ কায়দা করে……

রঞ্জন ॥ শয়তান ! দিন-দুপুরে চুরি করে আবার মিথ্যে কথা। (চড় মারে)

লালুয়া ॥ রঞ্জনবাবু !!! উস্তাদ, সব্‌ তালিম তো হামাকে দিলে। লেকিন তুম্‌হার মত ঝুট বলবার তালিম্‌ কেন দিলে না ?

ছোনে ॥ চুপ্‌ বে। চল্‌—(টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে)

লালুয়া ॥ নেহি। শুন রঞ্জনবাবু, যেদিন খালাস্‌ পাব—সেদিন তুম্‌হার লাস্‌কে ইক্‌দম্‌ কুত্তার মত হাওয়া করে দিব। আজ হামি খুনি, চোর, গুণ্ডা, বদমাস্‌ ; আর আস্‌লী খুনী মেরা উস্তাদ্‌—সাধু, নেতা খান্‌দানী ! থুঃ—

(ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলে)

সুবীর ॥ (হাততালি দিয়ে) Hear ! Hear ! বেশ বলেছ ভাই—বেশ

বলেছ ! (আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে হঠাৎ অতীনলালকে মারতে থাকে)
মুখ সামলে কথা বলবি Rascal. মেরে তোমার মুখ ভেঙ্গে দেবনা ?

রঙ্গন ॥ আঃ সুবীর, ওকে ছেড়ে দাও !

সুবীর ॥ ছেড়ে দেব—ছেড়ে দেব কেন ? Rascalটা বোকার মত দাঁড়িয়ে—
তোমার লজ্জাহীন উলঙ্গতার আব্রুটুকু টেনে খসিয়ে দেবে, আর আমি
তোমার ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ? No-No-Never. ।

রঞ্জন ॥ (রেগে) হাঁ করে দেখ্‌ছিস্ কি, নিয়ে যা ওকে—

[বাইরে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা যায়। মনুয়া—"উস্তাদ"—
"উস্তাদ" বলতে বলতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে।]

মনুয়া ॥ উস্তাদ্, হামার বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে-
ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি বাচ্চা নেই। উস্তাদ, উসমানী কাঁদতে
কাঁদতে ইক্‌দম্ পাগ্‌লী হয়ে গেল— [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

লালুয়া ॥ (চীৎকার করে) রঞ্জনবাবু !!! রঞ্জনবাবু, হামি তোমার গোড়
ধর্‌ছি—তুমি হামাকে জেলে দাও—ফাঁসি দাও লেকিন উসমানীর
বাচ্চাটাকে লষ্ট কোর না। হামি তাকে জবান দিয়েছি। তুমি তো
হামাকে জবান্ দিলে, লেকিন—

সুবীর ॥ (চীৎকার করে) Get out all of you I say. ওঃ Dady ! আজকের
দিনেও তোমার এত Plans and Programmes—impossible !

[চীৎকার শুনে অপর্ণা প্রবেশ করে]

অপর্ণা ॥ কি হয়েছে দাদা ? এত চেঁচামেচি কিসের ?

রঞ্জন ॥ আঃ, তুমি আবার এখানে এলে কেন ? একটা চোর, চুরি করে
পালাচ্ছিল—ধরা পড়েছে। তাই—

অপর্ণা ॥ চোর !

লালুয়া ॥ (অপর্ণার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে) হাঁ বহিন্, হামি
চোর—গুণ্ডা;—বদ্‌মাস্। তুমহার মার গলার হারটাকে হামি চুরি করে

……(কেঁদে ফেলে) চল্ ভাই চল্। কাজের বাড়ী গণ্ডগোল্ করা ঠিক নয়। আয় মনুয়া—আয়—

[অতীনলালকে নিয়ে ছোনেরাম ,কালুয়া ও মনুয়ার প্রস্থান]

রঞ্জন ॥ (ছোনেরামকে লক্ষ্য ক'রে) তোরা গাড়ীতে ওঠ্, আমি আসছি। (একটু ভেবে) আমিও থানা থেকে ঘুরে আসছি— (প্রস্থান)

অপর্ণা ॥ কি শয়তান দেখেছো দাদা ? চুরি করে আবার কান্না !

সুবীর ॥ ওটা ওর চুরির কান্না নয় বোন। ওটা ওর আপনার কান্না। বেটা বুদ্ধির দোষে আপন শ্রদ্ধাটুকু হারিয়ে চোর বদনাম কিনলো বলে অমন করে কাঁদলো।

অপর্ণা ॥ বদনাম মানে ? Dadyর কথা তুমি অবিশ্বাস কর ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ—অবিশ্বাস করি।

অপর্ণা ॥ কেন !

সুবীর ॥ বিশ্বাস করিনা বলে !

অপর্ণা ॥ দাদা, তোমার হিপোক্রেসীর মাত্রাটা একটু কমাও।

সুবীর। হিপোক্রেসী !

অপর্ণা ॥ Yes !

সুবীর ॥ হয়তো তাই ! তোদের চোখে আজ আমি সত্যিই একটা হিপোক্রিট্। কেননা তোদের জীবনের সমস্ত সত্যিটা আজ একটা বিরাট মিথ্যের কাছে বিকিয়ে গেছে।

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ—তাই গেছে ! তোমার জীবনের সত্যিটা ঠিক আছে তো ?

সুবীর ॥ কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছিনা। কেননা এতদিন নিজেকে আলাদা করে দেখবার বা ভাববার সুযোগ পাই নি।

অপর্ণা ॥ আজ নিশ্চয়ই সে সুযোগ পেয়েছ ?

সুবীর ॥ হ্যাঁ, পেয়েছি বলেই আজ আমার বোধশক্তিটা ভীষণ রকম মাথা-মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

অপর্ণা ॥ ওঃ—তা হবে!

সুবীর ॥ হবে নয়—হয়েছে। চোখের সামনেই আজ দেখলাম সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। তাই ভাবছি, আর দরকার নেই এই ফাঁকির! ভাবছি কি জানিস অপু—ভাবছি—(হঠাৎ নিজেকে সংযত ক'রে) একটু পরেই তোর আশীর্বাদের লগ্নটা এগিয়ে আসবে, অথচ—

[রঞ্জনের প্রবেশ]

অপর্ণা ॥ লোকটাকে থানায় দিয়ে এলেতো Dady?

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, ম্যানেজারকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। অবশ্য যা লেখবার আমি থানার O. C. কে লিখে দিয়েছি। ওতেই কাজ হবে।

অপর্ণা ॥ আর তিনিও তো আজকের Function-এ আসছেন।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ—যাক্ বাঁচা গেল! (সোফায় বসে পড়ে)

সুবীর ॥ হ্যাঁ—আপাততঃ হয়ত বাঁচা গেল। কিন্তু একটু গোঁজামিল রয়ে গেল না Dady?

রঞ্জন ॥ গোঁজামিল! কিসের গোঁজামিল?

সুবীর ॥ তোমার দুর্বলতার!

রঞ্জন ॥ কিসের দুর্বলতা! তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

সুবীর ॥ না। তুমি নিজেই নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে ভয়ে ছুটোছুটি করছ। তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার চলা-বলা, এমন কি তোমার এই বিরাট প্রাসাদটাও আজ একটা অজানা ভয়ের আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে!

রঞ্জন ॥ দেখ সুবীর, এই বাঁকা করে কথা বলার বিলাসিতাটা ছাড়। জীবনে একটু Serious হবার চেষ্টা কর।

সুবীর ॥ Serious! শোন Dady, এতদিন নেকা আর বোকা সেজে তোমাদের দেখেছি, বাঁকা কথায় টিট্‌কিরি করেছি, আর ওপর থেকে হাত-তাল দিয়েছি। সেদিন আমি ছিলাম তোমার এই রঞ্জনাবাসের রক্ত-

মাংসের মলাট দিয়ে বাঁধানো স্থবীর। কিন্তু—আজ আমি একটা গোটা মানুষ। আমার প্রতিটি শিরায় আজ তোমরা টান দিয়েছে। ইচ্ছে করছে—এই মুহূর্তে তোমার এই আগুন জালানো সৌভাগ্যের ইমারৎটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যাই!

রঞ্জন ॥ (অসহনীয় জ্বালায় স্থবীরকে চড় মারে)।

অপর্ণা ॥ বাপী!!!

স্থবীর ॥ তোমার হাতটা সত্যি খুব কড়া! Dady শেষকালে নিজের ঘরেই আগুন লাগালে? Really Dady, তুমি যে এত বোকা তা আমি আগে জানতাম না— (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন ॥ স্থবীর, Please listen me!

স্থবীর ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) Excuse me father. তোমার এই মহৎ জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই বাইরে থেকে তার ঋণ পরিশোধ করতে চল্লাম।

রঞ্জন ॥ স্থবীর—

স্থবীর ॥ Good-bye father—Good-bye forever—

অপর্ণা ॥ দাদা!!!

স্থবীর ॥ Good-bye sister— (প্রস্থান)

[মাইকে ভেসে আসে ওসমানীর গলা—"হামার বাচ্চাকে যদি খতম কর তাহলে তোমার বাচ্চার সর্বনাশ হবে"—আবার স্থবীরের গলা—"তোমার এই মহৎ জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না। তাই বাইরে থেকে তার ঋণ পরিশোধ করতে চল্লাম।" রঞ্জন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ে। অপর্ণা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

—যবনিকা—